মুচির ছেলে

[ভক্ত রুইদাস]

(পঞ্চাঙ্ক ভক্তিমূলক নাটক)

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"নিউ গণেশ অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত।

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—

২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬৭ সাল।

দ্বিতীয় মুদ্রণ।]

মূল্য সাত টাকা

মরুতৃষা

বলদেব মাইতি রচিত নাগ কোম্পানীতে অভিনীত আধুনিক কালের কাল্পনিক নাটক। বর্তমান সমাজের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযোগী নাটক।

সূর্যকিরণ

শক্তিপদ সিংহ রচিত নিউ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী নাটক। ন্যায় ও সত্যের জন্য আজও বাঙালী যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে পারে—তারই মহৎ কাহিনী। মুর্শিদকুলির উদার হৃদয় ও রাষ্ট্রনায়কদের ষড়যন্ত্র এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করে। এমন নাটক আর দেখা যায়নি।

একটি পয়সা দাও

রঞ্জন দেবনাথ রচিত দি সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত সার্থকনামা নাটক। নাট্যসাহিত্যের দিকচিহ্ন! প্রগতিশীলতার প্রতিভূ যুগবিপ্লবী কাল্পনিক নাটক। শোষক ও শোষিতের চিরন্তন বিবাদকে ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে আমাদের চারপাশে যে ছন্নছাড়া ক্ষয়িষ্ণু আগামী দিনের সমাজ গড়ে উঠছে তারই কথা—যার মাঝে রয়েছে আগামী দিনের বিপ্লবের সুর।

লাল সেলাম

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নিউ তরুণ অপেরা ও কিশোর নাট্য-বীথিতে অভিনীত বর্তমান শ্রেণী-সংগ্রামের সার্থক ছবি। দু' টুকরো রুটির জন্য, পোড়া পেটের একমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় ঘরের মা-বোনেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথে ছুটে আসে স্বামী-পুত্র-ভাইকে রক্ত-পিপাসু ক্ষমতালোভী রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাতে। অভিনয় করুন।

জোনাকীর কান্না

স্বদেশ হালদার রচিত ও মায়া ভট্টাচার্য সংশোধিত কালিকা নাট্য কোম্পানীর যশের কিরীটসূর্য! ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী নাটক। এ নাটকে কলকাতা শহর স্থাপনের প্রাকমুহূর্তে যে সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা জোনাকীর কান্নার রূপ নেয় তারই ঘাত-প্রতিঘাতমূলক, প্রেম-প্রীতির সমারোহে সার্থক নাটক।

আরবের শয়তান

জগদীশ মাইতি রচিত কমলা অপেরায় অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক। আরবের মাটিতে বেই-মানীর প্রতিশোধ নিতে যে রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ দু'জন যুবকের আত্মাহুতিতে সেদিন মরুপ্রান্তর রক্তসিক্ত হয়েছিল সেই আত্মঘাতী যুদ্ধের বৈপ্লবিক নাটক।

নামী হতে নাম বড়,

এই কথাটী মনে রেখে

নামীর সন্ধানে যাঁরা নামে মত্ত,

আমার

মুচির ছেলে

নাটকখানি

তাঁদের

সংকীর্তনের আসরে সমর্পিত হলো-

গ্রন্থকার

ভূমিকা

—*::*—

বৈষ্ণব হোন, শৈব হোন আর শাক্তই হোন—উপাসকের উপাস্য দেবতার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস প্রবল হলে, প্রেমের ঠাকুরের লীলারংগ স্বভাবতই মধুর দেখা যায়; ভক্তের গুণাগুণ যত সত্য ও মূর্ত হয়ে ওঠে, ঠাকুরও তত মধুর হতে মধুরতর হন। ঠাকুর বলে ডাকলে, তিনি পতিতপাবন ঠাকুর হয়েই দেখা দেন, আবার মা বলে ডাকলে মায়াময়া যোগেশ্বরী যোগমায়া হয়েও দেখা দেন। ভক্তিতরংগে ডুবে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করতে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল কারো বাধা নেই। এই নাটকে সেই কথাই আছে।

গুরুশাপে অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান গোরক্ষনাথ তাই পরজন্মে চামারের ঘরে রুইদাস নামে জন্ম নিয়ে, ব্রাহ্মণগুরু লাভ করে ভগবদ্দর্শনে সক্ষম হয়েছিল···অন্যদিকে শাক্ত রাজা পিপাজী তাঁর আরাধ্যা দেবী যোগেশ্বরী মাকে সর্বস্ব ভেবে, গভীর বিশ্বাসে সংসার ত্যাগ করেন···তবু ভেদনীতির যুক্তিতে তিনি বৈষ্ণবদের ঘৃণা করতেন···এমনি কি, ভক্ত রুইদাসকে তিনি বলি দিতে খড়্গাঘাতেও উদ্যত হন; কিন্তু মায়ের করুণায় ঘটনাচক্রে রাজা পিপাজী বুঝতে পারেন, বৈষ্ণবের ঠাকুরে আর শাক্তের যোগেশ্বরী যোগমায়ায় কোন প্রভেদ নেই···কালীকৃষ্ণ এক···ভক্ত মা ব'লে ডাকলে প্রেমের ঠাকুরকেও ডাকা হয়। সাধু, গুরু আর সৎকর্মের চিন্তা হৃদয়ে যতখানি ঐক্য করে নেওয়া যায়। কৃষ্ণকালী ভেদজ্ঞান না রেখে, ততখানিই আত্মকর্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। অভেদের মধ্যে ভেদ না রেখে, এই নাটকখানি সেই রস আস্বাদনের উপযোগী করে গড়বার চেষ্টা করেছি···কি হয়েছে জানি না; মাত্র এইটুকু আশা করি—ভক্তিমান নাট্যরসজ্ঞের কাছে অভিশপ্ত "মুচির ছেলে" ভক্ত রুইদাস এতটুকু আদর পেলে, আমি নিজেকে ধন্য মনে করে জীবন সার্থক করতে পারবো···

মকর সংক্রান্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের দাসানুদাস
সন ১৩৬৬ সাল। শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ

পরিচিতি

—পুরুষ—

নারায়ণ, সুদর্শন, জয় ও বিজয়।

পিপাজী	...	...	গাংরোলের রাজা।
মাধবজী	...	...	ঐ সহোদর।
রামানন্দ স্বামী	...	...	বৈষ্ণব সাধক।
গোরক্ষনাথ	...	...	ঐ শিষ্য।
সদানন্দ	...	...	ঐ ধর্মপ্রচারক।
মহাবীর	...	...	নগররক্ষক।
ভাণ্ডরী	...	...	ঐ সহকারী।
কালু	...	...	চর্মকার।
রুইদাস	...	...	ঐ পুত্র।

—স্ত্রী—

যোগেশ্বরী	...	...	ছদ্মবেশিনী জগদ্ধাত্রী।
সীতাদেবী	...	...	পিপাজীর মহিষী।
আনন্দী	...	...	কালুর স্ত্রী।
চন্দনা	...	...	আনন্দীর আশ্রিতা।

মায়ানারীগণ, চামরধারিণীগণ।

নবান নাট্যকারদের প্রকাশিতব্য জনপ্রিয় নাটক

আরবের শয়তান — জগদীশ মাইতি

ঐতিহাসিক নাটক ॥ কমলা অপেরায় অভিনীত

রক্তের প্লাবন — গৌর দাস

ঐতিহাসিক নাটক ॥ আর্য অপেরায় অভিনীত

লাল সেলাম — রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল্পনিক নাটক ॥ কিশোর নাট্যবীথিতে অভিনীত

দীপ নেভে নাই — রঞ্জন দেবনাথ

ঐতিহাসিক নাটক ॥ ভাণ্ডারী অপেরা ও অগ্রদূত নাট্য সংঘে অভিনীত

পথের ছেলে — নির্মল মুখোপাধ্যায়

কাল্পনিক নাটক ॥ অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

মরুতৃষা — বলদেব মাইতি

কাল্পনিক নাটক ॥ নাগ কোম্পানী যাত্রা পার্টিতে অভিনীত

সূর্যকিরণ — শক্তিপদ সিংহ

ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী নাটক ॥ নিউ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

আজিও জাগো — ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঐতিহাসিক নাটক ॥ রূপ-রঙ্গম নাট্য প্রতিষ্ঠানে অভিনীত

মুচির ছেলে

—০—

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পরিত্যক্ত প্রান্তরে মায়া-অট্টালিকা।

মায়ানারীগণ গাহিতেছিল।

মায়ানারীগণ।—

গীত।

মায়াতে মায়া বাঁধা মায়া গড়ে মহামায়া।
মায়াতে বসতি করে মায়ার ঘরে মায়াকায়া॥
মায়ার কাজল পরিয়ে মায়া মায়াতে চালায়,
মায়ায় হাসি মায়ার কান্না মায়াতে ভুলায়;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাশে মায়', নাশে কান্তি মায়াকায়া॥

[প্রস্থান।

জয় ও বিজয়ের প্রবেশ।

জয়। হ্যাঁ রে বিজয়, সাজ বদলে প্রভু আমাদের এ কোথায় নিয়ে এলেন?

বিজয়। স্বর্গ ছেড়ে নরকে বোধ হয়। দেখছিস না—কি রকম ব্যাধি-বিপাক চারিদিকে ছুটোছুটি করছে?

জয়। দূর, এটা মর্তলোক যে রে—নরক হতে যাবে কেন?

বিজয়। ঐ হলো, মর্তও যা, নরকও তাই। দেখছিস না—এখানে ছেলে বাপকে খেতে দেয় না, বুড়ো মাকে গলা টিপে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসায়, স্বামী-স্ত্রীর কলহ—এ নরক নয়তো কি?

জয়। না রে না, প্রভু কোন ভক্তের সংগে ছলনায় মেতেছেন, তাই এ মায়াপুরী রচনা করে আমাদের প্রহরী করে রেখেছেন। মনে হয়, প্রভু কাউকে কিছু দেবেন বলে এখানে একটা হট্টগোল বাধাবেন।

বিজয়। কি জানি কার কপাল পুড়লো, তাই প্রভুর পাল্লায় পড়েছেন।

জয়। কপাল পুড়লো কি রে—কপাল ফিরলো বল! ঠাকুরের মুখে শুনেছি, কাকে ভিক্ষে দেবেন বলে মর্তে এসে বাসা বেঁধেছেন।

বিজয়। ভিক্ষে দিতে এমনি ঘটা করতে হয় বুঝি? এই কাঠ-ফাটা রোদে, এত বড় মাঠ পেরিয়ে ভিক্ষে নিতে আসছেই বা কে আর ঠাকুর ভিক্ষেই বা দিচ্ছেন কাকে?

জয়। আছে—ভাই, আছে; বৈকুণ্ঠের ঠাকুরকে যদি সম্পূর্ণ চিনতেই পারবো, তবে তুই আমি সিংহাসনে না বসে ঠাকুরের দ্বারী কেন? যা করছিস করে যা, প্রভুর ইচ্ছার ওপর কথা কইতে যাসনি, মরবি! কোন ভক্তের জন্য কি ফাঁদ পেতেছেন দেখেনা! ভক্তকে আকর্ষণ করলে, তাকে আসতেই হবে মাঠ পেরিয়ে; রৌদ্র, জল, শীত,—ভক্তের কাছে কিছুই নয়।

বিজয়। দেখতে পাচ্ছিস মাঠের চেহারা—বুঝতে পাচ্ছিস রোদের তাপ? এই রোদে কে আসবে হাত পাততে? মাঠে যেন আগুন-

জ্বলছে, জ্বলন্ত শস্য পুড়ে খাক হয়ে গেল। অনাবৃষ্টিতে সব যেতে বসেছে ; মাটি কাঁপিয়ে সবাই চীৎকার করছে—"রাজার পাপে প্রজা নষ্ট।" একটা ভিখারিকে ভিক্ষা দিলেই কি হাহাকার থামবে? এখানে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী নেচে বেড়াচ্ছে—রাজাকে লোকে খাজনা পর্যন্ত দিতে পারছে না। পেটে ভাত নেই, খাজনা দেবে কি?

জয়। মর্তলোকটা এই করেই যাবে। স্ত্রী-পুত্রের ভাত যোগাতে না পারলে, লোকে ধর্মপালন করবে কি করে তাই ভাবছি।

চূড়াবাঁধা ধনী ব্রাহ্মণ-যুবকবেশে
নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। তোমার অত চিন্তার প্রয়োজন নেই জয়—শুধু আমার আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করে যাও।

জয়। প্রভু শুধু পালন-কার্য নিয়ে থাকেন, কিন্তু সময় সময় সংহার মূর্তি দেখে ভয় পাই কেন ঠাকুর?

নারায়ণ। মনের ভুলে যা দেখ, ভুল সংশোধন করে তাকে বিপরীত ভাবে দেখবার চেষ্টা কর জয়! মর্ত্যের সংস্পর্শে স্বর্গের সাধনা হারিও না। তোমরা শুধু আমার দ্বারী নও—আমার কর্ম সহায়—

জয়। কর্মে অবহেলা করবো না প্রভু!

বিজয়। অর্থ না বুঝে কর্ম করে তৃপ্তি পাই না ঠাকুর!

নারায়ণ। ওরে জয়-বিজয়, আমার কর্মের অর্থ আমিই বুঝি না—অথচ কর্মেই আমার অস্তিত্ব!

বিজয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠে বসে কি কর্ম হতো না প্রভু?

নারায়ণ। হতো না বলেই মর্তে মায়াপুরী রচনা করতে হলো।

তাই এই ছদ্মবেশ—মায়াপুরীতে তাই তোমরাও দ্বারী। কর্মের সূচনা আরম্ভ হয়ে গেছে জয়-বিজয়; ঐ দেখ দূরে—সুদীর্ঘ মাঠের মরীচিকা ভেদ করে একটী ব্রাহ্মণের ছেলে ভিক্ষার্থী হয়ে এগিয়ে আসছে—দেখতে পাচ্ছ? রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এই ব্রাহ্মণযুবক আমার পরম ভক্ত। ওকে ভিক্ষা দিতে হবে, তৃষ্ণায় জল দিতে হবে; আশ্রয় চা'ইলে, আহার্য চাইলে ওর আশা আকাঙ্খা আমি অপূর্ণ রাখতে পারবো না। [প্রস্থান।

বিজয়। যাক, প্রভু তো গা-ঢাকা দিলেন। তাঁর ভক্ত এসে কি চাইবে, কি দেবো কিছুই তো বুঝতে পারলুম না।

জয়। বেশী বোঝাবুঝি ভাল নয় রে, তাতে ঠকতে হয়।

বিজয়। যদি বামন অবতার হয়ে, বলিরাজা মনে করে মাথায় পা দিয়ে বসে—তখন?

জয়। তখন পাতালে যাবি—

বিজয়। যাই তো তোকেও ছেড়ে যাবো নাকি?

জয়। ভয় নেই রে, ভয় নেই,—পাতাল থেকে টেনে তোলবার দড়ি থাকবে প্রভুর হাতে।

বিজয়। আর প্রভুকেও যদি পাতালে যেতে হয়?

জয়। তাহলে সেইটেই হবে বৈকুণ্ঠ—পাতালেও দেখতে পাবো বৈকুণ্ঠের আলোর মালা।

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন।— গীত

সেই আলোকে ডুব দিতে এলো একটী চাঁদের কণা।
ভিক্ষা দাও গো, ভিখারী দুয়ারে, চায় না সে সোনাদানা॥

ক্ষুধায় কাতর ফিরে উপবাসী,
ভিক্ষা দেয না কেউ এ নগরবাসী,
প্রভু-পদরেণু তাই অভিলাষী পুরাতে মনোবাসনা॥

অদূরে গোরক্ষনাথ আসিতেছিল।

সুদর্শন। ওগো বামুনের ছেলে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? [কাতরভাবে গোরক্ষনাথ আসিয়া বসিয়া পড়িল] ঝুলি পেতে ভিক্ষা চাও—কামনার যা কিছু এখানেই পাবে। [প্রস্থান।

জয়। অমন করে ওখানে বসে পড়লে কেন—খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়?

বিজয়। হবে না তো কি—এই কাঠফাটা রোদে পথ চলা কি সহজ কথা?

জয়। কি কষ্ট হচ্ছে বল তো?

গোরক্ষনাথ। [উঠিতে উঠিতে] রৌদ্রতাপের কষ্ট গ্রাহ্য করি না ভাই! কষ্ট এই, এত বেলা পর্যন্ত কোন কৃষ্ণভক্তের ঘর থেকে একমুষ্টি ভিক্ষা পেলুম না! আশ্রমে ফিরে গিয়ে গুরুদেবের কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে? ভিক্ষা না পেলে ঠাকুরের ভোগ-আরতির উপায় কি হবে?

জয়। ভাবছো কেন? আমরা যার কাছে কাজ করি, তিনি রাজ-রাজেশ্বর। এখানে এসে পড়েছ যখন, মুষ্টিভিক্ষা কেন—ঝুলি ভর্তি করে চালও পাবে, সোনাদানাও পাবে।

গোরক্ষনাথ। গুরু ঠাকুরের সে আদেশ নেই। ধনীর অট্টালিকা থেকে ভিক্ষা নিতে তাঁর নিষেধ, ভিক্ষার ঝুলিতে সোনাদানা নিয়ে গেলে তিনি আরো বিরক্ত হবেন।

বিজয়। চোখ-কান বুজে নিয়ে যাও না বাপু! তোমাদের বিগ্রহ সেখানে উপবাসে আছেন, ভোগ-আরতি হচ্ছে না ; এখন ধনী-দরিদ্র নিয়ে বিচার করতে গেলে সব গোল্লায় যাবে যে।

গোরক্ষনাথ। তার চেয়ে শূন্য ঝুলি নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। আজ বোধ হয় পথ ভুল করেছি ; যাওয়া-আসার পথে এমন অট্টালিকা কোনদিন আমার চোখে পড়েনি। ভিক্ষা চাই না ভাই, চম্পাপুরের তপোবনের পথটা আমায় দেখিয়ে দাও।

নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ।

নারায়ণ। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, এত বেলায় ভিক্ষে না নিয়ে, মুখে জল না দিয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যে!

গোরক্ষনাথ। নমস্কার! গৃহস্থ যেমন নিজের মংগল চান, ভিখিরী হলেও তারও একটা মংগল অমংগল আছে। গুরুর আদেশ—ধনীর গৃহে ভিক্ষা নিলে বিগ্রহের ভোগ-আরতি সম্পন্ন হবে না।

নারায়ণ। ধনী কে?

গোরক্ষনাথ। আপনি। এ অট্টালিকা আপনার ; এখানে ভিক্ষা নেওয়া নিষেধ।

নারায়ণ। বেশ আমার হাতে ভিক্ষা নিতে নিষেধ থাকে, আমার প্রহরীদের কাছে ভিক্ষা নাও। আমার অর্থ থেকে দেবে না— সামান্য গৃহস্থের মত তাদের স্বোপার্জিত তণ্ডুল থেকেই ভিক্ষা দেবে। অমন দাম্ভিক গুরুর শিষ্যকে আমিও নিজের হাতে ভিক্ষা দিতে চাই না। প্রহরি, আমার গৃহের একদানা তণ্ডুলও ব্রাহ্মণকে দেবে না—তোমাদের সংগ্রহ চাল এনে ভিক্ষা দাও। নিতে আপত্তি আছে?

গোরক্ষনাথ। আপত্তি আছে কিনা জানি না ; তবে প্রহরীর ভিক্ষা নিতে দ্বিধা নেই।

নারায়ণ। তুমিও তো ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত, আমার গৃহদেবতার প্রসাদ পেতে আপত্তি আছে ?

গোরক্ষনাথ। আছে। আশ্রমে ঠাকুর-সেবা হয়নি—গুরু-সেবা হয়নি—

নারায়ণ। নারায়ণ-সেবার চরণামৃত পান করতেও দোষ আছে ?

গোরক্ষনাথ। শ্রীগুরুর পাদোদক এখনো পান করা হয়নি। চরণা-মৃত দিতে চান, আমার সর্বাংগে শান্তিজলের মত ছড়িয়ে দিন—ক্ষুধা মিটুক—তৃষ্ণা নিবারণ হোক।

নারায়ণ। তাই হবে, ভিক্ষা দেবে আমার ঐ প্রহরী ; ওদেরই হাতে নারায়ণের চরণামৃত পাবে তোমার মাথায় পরম তীর্থের মুক্তি-স্নানের মত।

গোরক্ষনাথ। আমি ভাগ্যবান।

নারায়ণ। আশ্রমে ফিরে গিয়ে, তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করো—কেন তিনি অট্টালিকার দান নিতে নিষেধ করেছেন। সাধক পুরুষের চোখে, ধনী আর দরিদ্র কি প্রভেদ আমি তোমার মুখে শুনতে চাই।

গোরক্ষনাথ। উত্তর পেলে শুনিয়ে যাবো—

নারায়ণ। উত্তম। দ্বারবান, আমার আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করে, শ্রীগুরুর উপযুক্ত শিষ্যকে চম্পাপুরের তপোবনে যাবার পথ দেখিয়ে দাও। আর তোমার মুক্তিস্নানের কথাও তাঁকে জানিও। [প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ। উনি কে ?

বিজয়। আমাদের প্রভু।

জয়। অত খোঁজে দরকার নেই। যতটুকু জেনেছ, ঐ পর্যন্তই ব্যস! এস, মুষ্টিভিক্ষা আর চরণামৃত নিয়ে যাও—

গোরক্ষনাথ। চল— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামানন্দ স্বামীর আশ্রম।

রামানন্দ স্বামী।

রামানন্দ। একি হলো? পূজার আসনে বসে যথারীতি শ্রীবিষ্ণুর পূজা শেষ করে ভোগ-আরতি নিবেদন করলুম, সিংহাসনের বিগ্রহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? পূজায় কি বিঘ্ন হলো? ভোগ-আরতি কি অশুদ্ধ হলো? ত্রুটি কোথায়—কার দোষ? আমার না আমার ভাগ্যের—না গোরক্ষনাথের? গোরক্ষনাথ—গোরক্ষনাথ!

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। আদেশ করুন—

রামানন্দ। আজ পূজা পণ্ড হয়েছে. ভোগ-আরতি বৃথা হলো।

গোরক্ষনাথ। কেন প্রভু!

রামানন্দ। হয় আমার ত্রুটি হয়েছে—নয় তোমার দোষ।

গোরক্ষনাথ। আপনার ত্রুটি? এযে ভাবতেও পারি না প্রভু!

রামানন্দ। নয়তো তোমার দোষে। অপরাহ্নে ভিক্ষা নিয়ে এলে, ভোগ-আরতি নিবেদন করতে সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল—সেই দোষেই হয়তো বিধাতা বিমুখ হলেন।

গোরক্ষনাথ। আপনি অন্তর্যামী; আমার ত্রুটি থাকলে আপনার তা অজ্ঞাত নয়।

রামানন্দ। ভিক্ষায় কি আজ কোন বিঘ্ন ঘটেছিল?

গোরক্ষনাথ। ভিক্ষার ঝুলি হাতে, গ্রামান্তরে দরিদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে ভিক্ষা চেয়েছি—ভিক্ষা পাইনি।

রামানন্দ। তারপর?

গোরক্ষনাথ। রৌদ্রতাপে অবসন্ন দেহে হতাশ মনে আশ্রমে ফিরে আসছি, এমন সময়—

রামানন্দ। এমন সময় কি?

গোরক্ষনাথ। পথে এক ধনীর গৃহে কাতর হয়ে বসে পড়লুম—

রামানন্দ। তারপর?

গোরক্ষনাথ। অট্টালিকার দ্বারে দুজন প্রহরী আমায় আশ্বস্ত করলেন।

রামানন্দ। হুঁ, বুঝেছি,—তারপর?

গোরক্ষনাথ। তারপর সাক্ষাৎ পেলুম অট্টালিকার মালিক মহান ধনী পুরুষের।

রামানন্দ। কি বললেন তিনি?

গোরক্ষনাথ। আমায় ভিক্ষা দিতে চাইলেন।

রামানন্দ। ভিক্ষা নিলে?

গোরক্ষনাথ। না প্রভু, তাঁর ভিক্ষা আমি উপেক্ষা করেছি

রামানন্দ। তবে ভিক্ষা নিলে কার হাতে?

গোরক্ষনাথ। তাঁর প্রহরীর হাতে।

রামানন্দ। ওঃ. কি করেছ মূর্খ? আমার কি আদেশ ছিল তোমার উপর? অবহেলায় আমার কামনার ব্রত-সাধনা পণ্ড করে দিলে? অট্টালিকার অহংকারের ভিক্ষা নিয়ে এলে? তার প্রহরীদের অহংকার যে আরো বেশী! তোমারই অনাচারে আজ বিগ্রহ বিমুখ, ভোগ-আরতির নিবেদন ঠেলে দিয়ে, আমার দেবতা আজ মুখ ফিরিয়ে উপবাসী! দেখবে চল, ঠাকুরের শুষ্ক মুখ; সিংহাসনে বিগ্রহ কাঁপছে—নয়নাশ্রু ফেলে অশুভ কামনা করছেন—

গোরক্ষনাথ। আমায় রক্ষা করুন ঠাকুর! উপাস্য বিগ্রহের তুষ্টি বিধান করুন—আমায় অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর দিন।

রামানন্দ। প্রায়শ্চিত্ত তুষানল!

গোরক্ষনাথ। তুষানলে প্রাণ দিলে বিগ্রহ যদি সন্তুষ্ট হন—আমি প্রস্তুত। ধনীর অট্টালিকায় দেবতার চরণামৃতের স্পর্শ নিয়ে আমি মুক্তিস্নান সেরে এসেছি—এবার বিগ্রহের সামনে বলি দিয়ে আমায় অপরাধমুক্ত করুন প্রভু!

রামানন্দ। গুরুদ্রোহী ভণ্ড! যাও, আশ্রমে আর স্থান নেই।

গোরক্ষনাথ। আপনি গুরু—পিতা—সাক্ষাৎ ভগবান। আমায় পাপমুক্ত করে সন্তান বলে আশ্রয় দিন—আমায় ক্ষমা করুন।

রামানন্দ। কাকে ক্ষমা করবো? যার পাপে দেবতা-বিগ্রহের চোখে জল ঝরে, তাকে ক্ষমা করবে কে?

গোরক্ষনাথ। যে মানুষ পদে পদে অপরাধ করতেই জন্মেছে, গোটা সংসার কি তাকে ত্যাগই করবে? ক্ষমা দিয়ে তাকে মানুষ করে তোলবার কি কেউ নেই? আমার শ্রীগুরুর কি সে ক্ষমতা নেই একটা পশুকে মানুষ করবার? আমার গুরু কি সমদর্শী নন?

রামানন্দ। না না, কোন যুক্তি তর্ক শুনতে চাই না। যার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা নিয়েছিলে, তার সেই অট্টালিকায় যাও—সেইখানে আশ্রয় নিয়ে নূতন করে মুক্তিস্নানের চরণামৃত মাথায় নাও। দরিদ্রের বৈরাগ্য-আচারে পদাঘাত করে অট্টালিকায় গিয়ে অহংকারের পূজা দাও।

গোরক্ষনাথ। আমার গুরুকে আমি দরিদ্র মনে করি না প্রভু! যাঁর আশ্রমে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের মূর্তি প্রকটিত, তিনি আবার দরিদ্র কিসে প্রভু? তিনি দাতা, মানুষের চেয়ে বেশী—ভগবান; কুবেরের ভাণ্ডার তাঁর করায়ত্ত।

রামানন্দ। তোষামোদ রাখ! যাও, বেরিয়ে যাও আশ্রম থেকে।

গোরক্ষনাথ। ক্ষমা যদি না পাই, বিরক্তির আঘাতে বিচ্ছেদই যদি প্রাপ্য, আমায় বিদায় দিন; যাবার সময় শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে যাবো। সমদর্শী গুরু-···ভগবানের কাছে ধনী দরিদ্র কি সমান নয়? ধনী কি দাতা হয় না—তাঁদের সবাই কি অহংকারী? তবে রাজা হরিশ্চন্দ্র কি?—তিনি কি দাতা ছিলেন না প্রভু? তাঁর দান কি কেউ হাত পেতে নেয়নি?

রামানন্দ। তবে বিগ্রহ বিমুখ কেন? ভোগ আরতির দিকে দৃষ্টিপাত না করে, মুখ ফিরিয়ে তোমার অপরাধ ঘোষণা করছেন কেন?

গোরক্ষনাথ। আমার অদৃষ্টের দোষে। কিন্তু গুরু যদি সত্য হন অন্তরের এতটুকু ভক্তি যদি কোনদিন অকপটে গুরুপদে সমর্পণ করে থাকি, তবে বিগ্রহের বিরূপ দৃষ্টিতে আমিই করুণা জাগিয়ে তুলবো—
[রামানন্দ স্বামীর পদতলে বসিল]

রামানন্দ।. এ জন্মে—এ জীবনে নয়! গায়ের জোরে নিজেকে অপরাধমুক্ত করে বিগ্রহের করুণা আকর্ষণ করতে চাও? আমাকেও

ছাপিয়ে ওঠবার বাসনা ? ওরে দর্পি, ওরে ভণ্ড ! অট্টালিকার শান্তি-জলে মুক্তিস্নান সেরে এসেছ—মুক্তি নাও ! আজ থেকে চতুর্থ দিবসে, জরা ব্যাধি আক্রমণ করে তোমার দেহাবসান ঘটাবে।

গোরক্ষনাথ। দেহখানাই দক্ষিণা দিলাম গুরু—

রামানন্দ। দক্ষিণা রাখ। যে নীচতায় আমার আদেশ তুচ্ছ করে আমার উপাস্য বিগ্রহকে উপবাসী রেখেছ, তার ফলভোগ করতে তুমি নীচ চর্মকার গৃহে জন্মগ্রহণ কর—

গোরক্ষনাথ। গুরুদেব ! [পদতলে পড়িল] তাই হোক—যতই নীচকুলে জন্মাই, আশীর্বাদ করুন—যেন শ্রীহরির করুণালাভে সক্ষম হই। আশীর্বাদ আর অভিশাপ পাশাপাশি রেখে যেন আপনারই মত গুরুপদ লাভ করে জন্মান্তরে আসল পথের সন্ধান পাই !

রামানন্দ। আর—আর—না, এই পর্যন্ত—এই তোমার যথেষ্ট শাস্তি। যাও, আশ্রমের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। [প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ। মনে জ্ঞানে অক্লান্ত সেবার পরিণামে শ্রীগুরুর বুক থেকে যা পেয়েছি তা প্রাপ্য বলেই মাথায় নিয়ে যাচ্ছি। আগুনেও যে জল থাকে, তাই অভিশাপের মধ্যেও খুঁজে পাবো পরমগুরুর আশীর্বাদ। মুক্তিস্নান শেষ করে এসেছি, মুক্তি দাও ভগবান্ রাহু-মুক্ত কর—

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন।—

গীত।

গুরুনাম জপ তপ, গুরুনাম অবিরাম রাখ স্মরণে।
গুরু দাতা গুরু ত্রাতা গুরু পিতা গুরু মাতা দেহী-জীবনে।
শ্রীগুরু-চরণতলে পরম ধরমে,
দাও ডালি এ জীবন আপন করমে,

আশেপাশে রিপু আসে, গুরুপদ ভয় নাশে, রাখ ধেয়ানে॥
জীবনের গুরুভার বহিতে হবে না আর,
গুরুমন্ত্রে হবে পার অকূল সে পারাবার,
সাধ যত সাধনার মিটে যাবে সাধনায় গুরু ভজনে।

[গোরক্ষনাথকে লইয়া প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে রামানন্দ স্বামীর পুনঃ প্রবেশ।

রামানন্দ। গোরক্ষনাথ—গোরক্ষনাথ! দেখবে এস—একি, চলে গেল? গোরক্ষনাথ! দেখে যাও—ঠাকুর পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে নৈবেদ্য গ্রহণ করেছেন—তোমায় ক্ষমা করেছেন! না না, কে আসবে? অভিশাপের তাড়নায়, ব্যথা-বেদনার আঘাতে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেছে। আমার অভিশাপ ওর মাথায়—জরা ওকে গ্রাস করবে—পরজন্মে নীচ কুলে জন্মাবে! ওঃ, ভুল করেছি—লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়েছি। ওরে গোরক্ষনাথ, সমদর্শিতা শিক্ষা দিতে এসেছিলি—শিক্ষা দিয়ে চ'লে গেলি! যা যা, কতদূর যাবি,—আবার তোকে টেনে আনবো; পরজন্মে তুই হবি আমার যোগ্য শিষ্য—আমি হবো তোর উপদেষ্টা গুরু। নীচ চামারের ঘর থেকে আমিই খুঁজে নোবো আমার ভুল করে বিসর্জন দেওয়া পরম রত্নটীকে। ঠাকুর! ঠাকুর! ধর্ম্ম সত্য হোক—সত্যের মুখোজ্জল হোক!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কালু চামারের কুটির-সম্মুখ।

কালু চামার।

কালু। ও রাশু! রাশু! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় বাবা—ময়নামতীর হাট, অনেকটা পথ যেতে হবে।

আনন্দীর প্রবেশ।

আনন্দী। হ্যাঁ গা, তুমি কি গো? রাশুর আজ জন্মদিন, আজ ঘর ছেড়ে বেরুলে চলে?

কালু। বেশ, রাশুর জন্মদিন, রাশু ঘরে রইলো—আমি ঘরে বসে থাকলে দিন চলবে কিসে?

আনন্দী। অতগুলো দিনের সংগে বছরের একটা দিন গোঁজামিল দিয়ে খুব চলে যাবে! ছেলেটার জন্মদিন—গরীবের ঘরে ঘটা-ন্যাটা না হোক—টেঁপোর মাকে আসতে বলেছি, চন্নার বাপ-মা আসছে, পান্তাপিসী আসছে, ভ্যাট্‌রাদের ঘর থেকে সবাই আসছে। বছরকার দিন, সবাই এসে হৈ-হল্লা করবে, আমোদ করে খাবে দাবে, ঘরে না থেকে তুমি ময়নামতীর হাটে গিয়ে বসে থাকবে?

কালু। বলিস কি—সত্যি ওরা আসবে নাকি? ঘরে চাল—ডাল, তরি-তরকারী সব আছে তো? একটা একটা মেঠাই পাতে

না দিলে, আজকের দিনে কুটুম-সাক্ষেতরা বলবে কি রে? আমার হাতে তো একটা কাণা কড়ি নেই। কি দিয়ে মান রাখবো রে! এসব কি কাণ্ড করে বসলি বল তো?

আনন্দী। যে কাণ্ডই করে থাকি, কোমর বেঁধে লেগেছি যখন, দশজনকে নিয়ে রাশুর জন্মদিনে ভোজ একটা হবেই। কদিন থেকে তো বলছি—তোমার গেরাহ্যি নেই। তুমি বরং হাটে গিয়ে তাড়াতাড়ি সওদা করে এস—আজ আর জুতো সাজিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে দোকানদারী করবার দিন নয়।

কালু। যা কাণ্ড বাধালি—বসে দাঁড়িয়ে একটু ভাববারও সময় নেই। দুজোড়া জুতো বেচতে হয়তো দিন কাবার হয়ে যাবে!

আনন্দী। আজকের দিন তো কাটুক, জুতো বেচা কাল থেকে হবে। যে রাজার দেশে বাস করছি, জুতোর ব্যবসা থাকলে হয়! দেশে-ঘরে অন্ন নেই, জুতো কিনছে কে? দুঃখের দশায় একটু হাসবো, তাও আমায় করতে দেবে না?

কালু। ভগবান আনন্দ করবার কি কিছু রেখেছে? কত সাধ-আহ্লাদ মনের ঘরে উঁকি মারে, তার একটাও কি পূরণ করতে পারি? কত সুখাদ্য, কত দোকান ঘরে সাজানো থাকে, তার একটাও কি রাশুর মুখে ধরে দিতে পারি? ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, আমার বুকে বজ্জর বাজে রে আনন্দি! ঠিক বারো বচ্ছর আগে দেশে এমনি দুর্ভিক্ষ একবার এসেছিল।

আনন্দী। আনন্দের দিনে, দুঃখের খোঁচায় আমাকে কাঁদিয়ে কিছু লাভ হবে বলতে পার? দুনিয়ায় এসে, গরীব বলে একটা দিনও হাসবো না—শুধু কান্নার ব্যাসাতী করবো? রোজ করি বলে আজও করবো? কেন করবো? জোর করে হাসবো। ছেলেরা

জন্মদিনে আজ বুকও বেঁধেছি, কোমরও বেঁধেছি; আজ আমি হাসবো, নাচবো, গাইবো, যা খুসী তাই করবো।

কালু। তাই দেখছি, আমোদে একেবারে দশবাই চণ্ডী হয়ে উঠলি যে! তবে যা থাকে কপালে, তোর মনের জোরে, চললুম আমি সওদা করতে ময়নামতীর হাটে।

আনন্দী। সওদা করতে সূয্যি ঠাকুর পাটে না বসে!

কালু। ছেলের পয় আর তোর পুণ্যির জোরে, অন্ততঃ দুজোড়া জুতো আজ বেচবুই! ওরে আনন্দি, তুলসী তলায় তোর পিদ্দীম দেখানো যদি সত্যি হয়, তবে ঠাকুরের দয়ায়, ভাগ্যিমান কুটুমদের পায়ের ধুলো নিয়ে আজ আমরা ধন্যি হবো—আমাদের রাশুকেও তারা প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করে যাবে।

আনন্দী। যেমন করে পার আগে হাট-বাজার সেরে, লাড্ডু, মেঠাই নিয়ে সকাল-সকাল ফিরে এসো—আমি এদিককার যোগাড় দেখি।

কালু। রাশু গেল কোথা? আমার সংগে গেলে হতো না?

আনন্দী। তাকে একজোড়া জুতো বেচতে পাঠিয়েছি। পথের ধারে সেই অশোক তলায় গিয়ে বসেছে,—বেচতে পারে ভাল, না পারে উঠে আসবে। চাকতি বার করে জুতো কেনবার লোক কি আর গাঁয়ে আছে? জুতো মেরে দেশ থেকে তাড়াবার লোক অনেক জন্মেছে। রাজার লোক পথে-ঘাটে যে রকম তোলা তুলতে সুরু করেছে, তাতে গরীবরা দেশে বাস করবে কি করে তাই ভাবছি।

কালু। দেশের লোক এক কাট্টা হলে, রাজা অত্যোচার করতে পারে নাকি?

আনন্দী। তোমরা যে সব মেনী মুখো,—নইলে ঘরে একদানা চাল থাকে না—চালে খড় থাকে না—আমি ব্যাটাছেলে হলে, অমন অত্যেচারের মাথায় আগে দুটো লাথি মেরে আসতুম! অত্যেচার সয়ে সয়ে শক্তিও হারাচ্ছ, বুদ্ধিও হারাচ্ছ—রোজকার করা রূপোর চাকতিও খোয়াচ্ছ!

একটি সোনার চাকতি হাতে নাচিতে নাচিতে
বালক রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস। সোনার চাকতি—সোনার চাকতি—সোনার চাকতি—[ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল]

কালু। ঐ শোন্—রাঙু আবার চাকতি-মাকতি কি সব বলে শোন!

আনন্দী। থাম রে থাম—ওটা কিসের চাকতি দেখি না—

রুইদাস। [পূর্ববৎ নাচিতে নাচিতে] সোনার চাকতি—জুতো বিক্রী—জুতো বিক্রী—[নাচ থামাইয়া] মাগো, জুতো বিক্রী—এই নাও সোনার চাকতি। [আনন্দীর হাতে সোনার চাকতি দিল]

আনন্দী। ওগো, দেখ দেখ—ছেলের কাণ্ড একবার দেখ—জুতো বিক্রী করে সোনার চাকতি এনেছে!

কালু। এঁ্যা, এক জোড়া জুতোর দাম একখানা সোনার চাকতি! কই, দেখি—[দূর হইতে দেখিয়া] দূর, ছেলেমানুষ পেয়ে পেতল-মেতল দিয়ে, কেউ ঠকিয়ে জুতো জোড়াটা নিয়ে গেল।

রুইদাস। অত গয়না-গাঁটি পরা, চকচকে পোষাক গায়ে, মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা, ঠাকুরের মত দেখতে, অত বড় লোক, পেতল-কাঁসা দিয়ে সোনার চাকতি বলে ঠকিয়ে যাবে?

কালু। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, যাদের ঠকাবার মতলব তারা এমনি করেই ঠকায়!

রুইদাস। না বাবা, সে ঠকাবার লোক নয়! বললে—"এ চাকতি ফেলে দিও না!" সোনার চাকতিখানা জুতোর দাম ব'লে দিয়ে গেল। কি বলবো বাবা, কি বলবো মা, ছবির মত অমন রূপ আর কথনো দেখিনি!

কালু। তার বাড়ী কোথায়?

রুইদাস। বলে—সব জায়গায় তার বাড়ী।

আনন্দী। সে আবার কি?

কালু। নামটী কি বল তো?

রুইদাস। ঐ যা—নাম তো জিজ্ঞাসা করিনি—

গীত

তার অংগে যেন লেখা ছিল তার নাম।
রূপে যেন তার শোভা ছিল প্রাণারাম॥
কত যে অমিয় দেখেছি নয়নে, শুনেছি মধুর বাণী,
দয়া মায়া তার কত নাম বলে, নামে ভরা দেহখানি,
জানি না মাগো, কোথা হতে এলো কোন দেশে তার ধাম॥

কালু। নামটা জানতে পারলে বুঝতুম—কোন বাড়ীর ছেলে, কত বড়লোক তারা।

আনন্দী। তুমিও যেমন—খদ্দেরকে কেউ নাম শুধোয় নাকি? এলো, জুতো দেখে পছন্দ হলো, পায়ে হলো, দরদস্তর করে চাকতি দিয়ে চলে গেল—নাম ধাম শুধোবার কি দরকার? কিন্তু খদ্দের এমন বোকা হয় কেন? যার দাম একটা রূপোর চাকতি—সে সোনার চাকতি দিয়ে যায় কেন?

কালু। দিয়ে গেছে, ফেরৎ নিতেও আসতে পারে ; নয়তো ছেলে-মানুষ দেখে, দয়া করে কেউ দিয়েই গেছে !

আনন্দী। আজকাল এমন দয়া কেউ করে নাকি ? বরং ঠকাতে পেলে বর্তে যায়। আগে চাকতিখানা নিয়ে হাট থেকে ঘুরে এস ! বুঝতে পারছো না—রাশুর জন্মদিনের ভোজের যোগাড় রাশু নিজেই করে নিয়েছে। ওগো, এ রকম দয়া ভগবান ছাড়া মানুষে করে না গো ! [সোনার চাকতিখানা কালুর হাতে দিয়া] নাও, চাকতিখানা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড় ; বেলা হ'চ্ছে—দেখতে দেখতে সবাই এসে পড়বে।

কালু। এতখানি বয়েস হলো এমন সোনার চাকতি যে চোখেও দেখিনি রে:আনন্দি ! রাশু আমাদের করলে কি ? বুঝতে পারছি না—ও আমাদের ছেলে না আকাশের ঠাকুর !

আনন্দী। [রুইদাসকে সভয়ে কাছে টানিয়া লইয়া] ষাট্-ষাট্—অমন করে বলো না, বাছার আমার অকল্যাণ হবে যে ! ঐ চাকতি ভাঙিয়ে আগে ঠাকুরের নামে মেঠাই কিনে তবে হাঠ-বাজার করবে।

কালু। তা তো করবো—কিন্তু আমার হাতে সোনার চাকতি দেখে, চোর বলে না ধরে নিয়ে যায়! জয় রঘুবর, জয় রামকৃষ্ণ, জয় গোপাল-গোবিন্দ— [প্রস্থান।

রুইদাস। বাবা কত ঠাকুরের নাম জানে, নয় মা ? একজন সাধু নদীর ধারে ঐ রকম ঠাকুরের নাম গেয়ে বেড়ায় ! কি মিষ্টি গান —আমি শিখেছি, শুনবে মা ?

আনন্দী। ওসব গান রাজার কানে উঠলে, ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে।

রুইদাস। ঠাকুরের নাম করলে কেউ মরে না মা—বরং বাঁচে !

আনন্দী। শুনতে পেলে অনর্থ ঘটবে—মনে মনে ঠাকুরের নাম কর।

রুইদাস। আমার অত ভয় নেই। আজ আমার জন্মদিন—সকলের সামনে আমি নাচবো, গাইবো, আনন্দ করে ভগবানের নামে জয় দোবো।

আনন্দী। যা খুসী তাই কর বাপু! যে ঠাকুর তোর হাতে সোনার চাকতি তুলে দিয়েছে, সেই ঠাকুরই তোকে সকল বিপদে বাঁচিয়ে রাখবে। কই, শোনা তো একটা ঠাকুরের নাম—

রুইদাস।—

গীত

জয় শ্যামসুন্দর নবঘন রঘুবর।
রামকৃষ্ণ চির নির্মল মনোহর॥
গোপাল গোবিন্দ আনন্দ-দাতা,
মনোরঞ্জন জয় বিশ্ব-বিধাতা,
সর্ব সুখদাতা মংগল সুধাকর॥

ভাগুরীর প্রবেশ।

ভাগুরী। বলি ব্যাপার কি রে? হরিনামের ঠ্যালায় কেলো মুচির ঘর-দোর সরগরম করছিল কোন্ বিচ্ছু রে? তোদের জ্বালায় তিষ্ঠোবার জো থাকবে না? তেলিপাড়া, মুচিপাড়া, ডোমপাড়া, এপাড়া ওপাড়া সব জায়গায় চোখ দিয়ে রাখতে হবে? কেলো হারামজাদা কোথায়, ডাক তো একবার—

আনন্দী। বাড়ী নেই, হাট করতে গেছে।

ভাগুরী। তুই মাগী কে বল তো—কেলোর বউ নাকি?

আনন্দী। হ্যাঁ, আর এই খোকাটী আমাদের ছেলে।

ভাণ্ডারী। ছেলেকে হরিনাম শিখিয়ে যমের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করছিস কেন?

আনন্দী। অমন করে গাল দিও না বাবু! নিজের ছেলেটীকে যেমন দেখতে হয়, গরীবের ছেলেও তেমনি! ভদ্দরলোকের চামড়া গায়ে থাকলে এসব আবার শেখাতে হয় নাকি?

ভাণ্ডারী। থাম্ মাগি, থাম্! রাজার কড়া আদেশ—হরিনাম করলে আমার ছেলেরও বাঁচোয়া নেই—তোদেরও নেই। এসব কথা দিন দিন রাজার কানে আমায় পৌছে দিতে হয়। তার পর আমি কে জানিস তো?

আনন্দী। তুমি গরীবের যম, আবার কে?

ভাণ্ডারী। যমই তো! যে রকম বাড়াবাড়ি করে তুলেছিস, তোদের সব কটাকে গারদ ঘরে পুরতে হবে—হরিনাম করলেই মুণ্ডু যাবে।

আনন্দী। গরীবের মুণ্ডুগুলো খুব সস্তা, নয়? তোমাদের হুকুমে তারা শুধু পা চাটা শ্যাল-কুকুর হয়ে পড়ে থাকবে, আর দরকার হলেই মাথা দেবে? বেশ ব্যবস্থা! সে কাল আর নেই। জেনে রাখ কর্তা মশাই, আমরা তো মরবোই, তবু গোটাকতককে মেরে মরবো।

ভাণ্ডারী। তোর যে বড় লম্বা লম্বা কথা দেখছি রে মাগি!

আনন্দী। কথা শোনবার জন্যে বাঘিনীর মাথায় লাথি মারতে এসেছে,—কথা শুনবে না?

ভাণ্ডারী। লাথি না খেলে তোরা ঢিট হবি না দেখছি!

আনন্দী। লাথি মার না—মেরে দেখ না একবার। চুলের মুঠি ধরে মাথার খুলিখানাকে উপড়ে ফেলবো না!

ভাগুরী। চুপ কর—বড্ড তেজ হয়েছে তোর। দাঁড়া, ছেলেকে হরিনাম শেখাবার মজা দেখাচ্ছি। সব গারদ ঘরে পুরবো আর উপোস করিয়ে মারবো।

আনন্দী। থামো থামো—রাজত্বি করতে বসে তোমাদের রাজা ঐটুকুই পারে। ভাত দেবার মুরোদ নেই—কেড়ে নেবার বেলা দশ-খানা হাত বেরোয়!

ভাগুরী। চুপ রও! তোর মত মেয়ে-গুণ্ডাকে ঢিট করে দিচ্ছি দাঁড়া! আমার জুতো কই? কদিন ধরে খালি আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—জুতো দেবার ভয়ে কেলোটা আজ আবার হাটে পালিয়েছে শুনছি।

আনন্দী। সে জুতো বেচে ফেলেছি—পাঁচদিন বাদে এসো—

ভাগুরী। কি, আমার জুতো বেচে দিয়েছিস? তোরা মনে করেছিস কি?

আনন্দী। খোরাকের চাল-ডাল ছিল না—জুতো বেচে যোগাড় করে নিয়েছি। তোমরা ঘরে বসে খাবে পাঁচ-ব্যান্নন ভাত, আর আমরা পেটে কিল মেরে পড়ে থাকবো?

ভাগুরী। এবার ঘরে আগুন দিয়ে, ছেলে শুদ্ধু তোদের পুড়িয়ে মারবো।

আনন্দী। এবার যেদিন আসবে, তোমারও মুখখানা আগুন দিয়ে ঝলসে দোবো।

ভাগুরী। মারবো থাপ্পড়—[আনন্দীকে প্রহারে উদ্যত]

আনন্দী। আহাহা, ছুঁয়ো না, আমাদের ছুঁলে জাত যাবে, এক ঘরে হয়ে মরবে!

ভাগুরী। তা বটে! আচ্ছা, আজ মাপ করে গেলুম—আর

যেন এখানে হরিনাম টরিনাম শুনতে না পাই। কেলো এলে বলবি —পাঁচদিনের মধ্যে আমার জুতো চাই। [প্রস্থানোদ্যোগ]

আনন্দী। এবার যেদিন আসবে, পায়ের নতুন জুতো পাবে না— পাবে মাথার চাঁদি ফাটাবার ছেঁড়া জুতো—

ভাণ্ডরী। খবরদার, কাঁধের ওপর মাথা রাখবো না, বলে রাখছি।

আনন্দী। আয় রাণু, আয়, এরা কেউ মানুষ নয় রে, সব জানোয়ার—জানোয়ার।

[রুইদাসকে লইয়া প্রস্থান।

ভাণ্ডরী। খুব হুঁসিয়ার ছোটলোকের বাচ্ছা, এবার ঘানিতে ফেলে পিষে মেরে ফেলবো। শাক্ত রাজত্বে এসব চলবে না। ছোট-লোক কাঁহেকা! রাজ্যের ভালমন্দ দেখতে হলে, আগে এই ছোট লোকগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে শেষ করা দরকার।

মাধবজীর প্রবেশ।

মাধবজী। তোমাকে নিয়ে গোটা রাজ্যটা রসাতলে যাবে, তবু সত্যিকারের মানুষের মুখে কেউ মাটি চাপা দিতে পারবে না। নিরীহ প্রজাদের মেরে তুমি শাক্ত রাজার কাছে বাহাদুরি নিতে চাও?

ভাণ্ডরী। আজ্ঞে, এইতো আমার চাকরি!

মাধবজী। প্রজার ধর্মনাশের চাকরি তোমার থাকবে না। তুমি বিলাসের ছাপ নিয়ে চাকরির নামে প্রভুত্ব করবে, আর যারা তোমার দাসত্ব করে, তাদেরই মাথায় মারবে লাথি? যাদের দারিদ্র দেখে, দুঃখে মাথা নুয়ে আসে, তাদের ওপর তম্বী চালাতে তোমার লজ্জা হয় না?

ভাণ্ডরী। শাক্ত রাজার রাজত্বে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে হরিনাম করে।

মাধবজী। করুক। তবু ওরা নিরীহ প্রজা। প্রজাই রাজ্যের সম্পদ। এ সম্পদের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিলে তোমার কাঁধে মাথা থাকবে না।

ভাণ্ডরী। তাহলে আমি চাকরি করবো কি করে?

মাধবজী। চাকরি তোমায় করতে হবে না; তুমি অবসর নাও—

ভাণ্ডরী। আমি মহারাজ পিপাজীর আজ্ঞাবাহী। রাজার আদেশ কি ছেলেখেলা?

মাধবজী। রাজার আদেশ ছেলেখেলা নয়—রাজকর্মচারীর কাজটাই ছেলেখেলা! আমি জানি, এরই মধ্যে তুমি অনেক মানুষের মাথা নিয়েছ, অনেক সন্তানকে পিতৃ-মাতৃহীন করেছ, অনেক কচি মেয়েকে বিধবা সাজিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছ; তাই তোমার হিংসাকে আমার অহিংসার কাছে মূল্য দিয়ে চাকরী শেষ করতে হবে।

ভাণ্ডরী। শাক্তধর্মীর কাছে আমি হিংসারই কাজ করছি—ছোট রাজা!

মাধবজী। এ চাকরি থাকতে দেবো না। গাঙরোলে মানুষই থাকবে—পশু থাকবে না। গরীবের মাথা বাঁচাতে পার না, অন্যায় শাসনে তার মাথা নিতে এসেছ?

ভাণ্ডরী। ওরা চামার—ছোটলোক—

মাধবজী। তোমার চেয়ে হাজারগুণ ভদ্র।

ভাণ্ডরী। ওরা আমায় অপমান করেছে।

মাধবজী। মানের কান্না কাঁদতে গেলে অপমানই তার প্রাপ্য।

ভাণ্ডরী। তাবলে ছোটলোকের মেয়ে টিকি ধরে কথা কইবে?

মাধবজী। তুমি ছোটলোক না হলে ওরা তোমায় পূজো করতো।

ভাণ্ডরী। আমার মাথায় লাথি মারতে চায়।

মাধবজী। লাথিটা তুমিই আগে মেরেছ।

ভাণ্ডারী। রাজার চাকরি করতে এসে, ছোটলোকের পল্লীতে নারীর অপমান সইতে বলেন ?

মাধবজী। ছোটলোকের পল্লীতে নারীরও হৃদয় থাকে। তাদের কাছে মা বলে দাঁড়ালে, মায়ের খোলা প্রাণের আদর আপ্যায়নে তোমার একটা প্রাণ দশটা হয়ে যেতো। চল রাজপুরীতে, রাজার সামনে তোমার কাজের আমি কৈফিয়ৎ নোবো। যতগুলো অন্যায় করেছ, তার কৈফিয়ৎ না দিলে, হাড়কাঠে ফেলে তোমাকে আমি বলি দোবো।

[প্রস্থান।

ভাণ্ডারী। চলুন। যে রকম চাকরি করছি—শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে সত্যিই হয়তো বলি দেবে! মোষকাটা কাতানখানা দেখলেই ভয় করে। শাক্ত-বৈষ্ণবদের বাদাবাদিতে কি হয় কিছুই বলা যায় না।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

গাঙরোল—চম্পাপুর—পিপাজীর সভাগৃহ।

চামরধারিণীগণ গাহিতেছিল।

চামরধারিণীগণ।—

গীত।

কবে গানের সুরে বাজাবে বাঁশী
গেয়ে যাবো আমি গান।
কবে প্রাণখানি নিয়ে প্রাণখানি দোবো
না-চাওয়ার প্রতিদান।
কবে কথা কওয়া হবে প্রাণ খুলে
দুঃখ বেদনার ব্যথা ভুলে,
কবে প্রেমের তরণী সোহাগের জলে
ভাসাবো ভুলে মান-অভিমান।

ভাগুরীর হাত ধরিয়া মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। গান-টান রাখ। মহারাজ সভায় আসুন, ভাগুরীকে আগে দোরস্ত করি, তারপর শুনবো। যাও—

চামরধারিণীগণ যে আজ্ঞে—

[চামরধারিণীগণের প্রস্থান।

মহাবীর। দাঁড়াও এখানে—রাজার সামনে আমিই তোমার বিচার করবো।

ভাগুরী। আমার অপরাধটা কি মহাবীর দাদা ?

মহাবীর। আমার সহকারী হয়ে যা-তা করতে বসেছ—আবার জিজ্ঞাসা করছো অপরাধ কি?

ভাগুরী। রাজ্যের একটা কর্তাব্যক্তি করে দিয়েছ, যা করবার তাই করে যাচ্ছি—এতে অপরাধটা কি হলো?

মহাবীর। আচ্ছা, দেশ থেকে চালের বস্তা সব বাইরে পাচার হচ্ছে কেন?

ভাগুরী। ঘুষ দিচ্ছে—চলে যাচ্ছে; তাতে তুমি আমি কি করবো বল?

মহাবীর। ঘুষগুলো শুধু তোমার থলিতে বোঝাই হলেই হবে? আমার ঘরে আসছে কই?

ভাগুরী। মাস কাবারে হিসেব হবে, তবে তো—

মহাবীর। আর ভ্যাজাল-ওলাদের ব্যবস্থা?

ভাগুরী। সেও তো চলছে। চালের সঙ্গে পাথর মেশানো হচ্ছে, গম ভেঙে গমগম করে ধুলো মেশানো হচ্ছে, বিষফল পিষে তেল বার করে ঘানির তেল বলে চালানো হচ্ছে—সবই তো চলছে! রোগের জ্বালায় সব মরছেও যত—আমাদের ঘুষের থলিও দিনের পর দিন মোটা হচ্ছে তত!

মহাবীর। তোমার থলি মোটা হচ্ছে আর আমি ঘরে বসে বসে কড়িকাঠ গুনছি।

ভাগুরী। আরে দাদা, তোমারই তো সব, আমায় যা হাত তুলে দেবে, দিও।

মহাবীর। দোকানে দোকানে বলে দাও—ঐ সব বিষ শুধু হরিভজা ভক্ত-বিটেলদের জন্যে। আর কালীভক্ত তান্ত্রিকদের ঘরে ঘরে মিহি চাল, ডাল, ঘি, স্বাস্থ্যকর গম, খাঁটি সরষে-ভাঙা তেল,

নাম দেখে দেখে যেন বিলি করা হয়। একটা তান্ত্রিক যদি বিষ খেয়ে মরে, রাজা নিজের হাতে তোমাদের মাথা নেবে।

ভাণ্ডরী। বল তো ঘুষের ব্যবস্থা উঠিয়ে দিই ?

মহাবীর। উঠিয়ে দিলেই হলো ? হরিভজা ভক্ত-বিটেলদের মার-বার বিষ ছড়ানো হচ্ছে দেশে—ঘুষ বন্ধ করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে নাকি ? ও বিষের ব্যবসাও চাই, আবার ঘুষ খেয়ে চোখ বুজে থাকাও চাই। রাজা চান—গোপনে গোপনে বিষ দিয়ে একটা জাতি আর ধর্মের উচ্ছেদসাধন !

ভাণ্ডরী। গতরাত্রে ঘুষ খেয়ে, বোষ্টমদের একটা ঠাকুর বাড়ীতে ডাকাত লেলিয়ে দিয়েছি।

মহাবীর। ঘুষটা হজম করতে পারবে তো ? ধরা পড়বার ভয় নেই তো ? ধরা যদি পড়, তোমারই একদিন কি আমারই একদিন !

ভাণ্ডরী। দারু নগরের লোকে ধরছে—তাদের পল্লীতে একটা ইঁদারা কাটিয়ে দিতে।

মহাবীর। ঘুষ দেবে তো ! ঘুষ নাও—

ভাণ্ডরী। কাঞ্চনপুরে একজন একজনের মাথা কেটেছে।

মহাবীর। ঘুষ নিয়ে মিটিয়ে দাও।

ভাণ্ডরী। দু'নৌকো চাল ধরা পড়েছে—

মহাবীর। ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দাও।

ভাণ্ডরী। হরিভজার দল রাজাকে গালাগালি করছে—

মহাবীর। চোখ বুজে হজম কর—আর অস্ত্রাগার থেকে বড় কাঁচি খানা নিয়ে কচাকচ গলা কাটাতে সুরু কর।

ভাণ্ডরী। বলে—যে রাজা দুর্ভিক্ষ এনেছে দেশে, সেই ধর্মদ্রোহী রাজাকে তারা খাজনা পর্যন্ত দেবে না।

পিপাজীর প্রবেশ

পিপাজী। তারা বৈষ্ণব না তান্ত্রিক ?

মহাবীর। আজ্ঞে, খাঁটি বৈষ্ণব।

পিপাজী। বৈষ্ণবগুলো এখনো বেঁচে আছে ? আমার পিতৃ-পিতামহের শাস্ত্রের মাথায় পদাঘাত করে আমার পূজা, হোম, ছাগবলির নিন্দা-অপবাদে দেশ ভরিয়ে তুলেছে, আর ধর্মদ্রোহীদের এখনো বাঁচিয়ে রেখেছ ?

মহাবীর। আজ্ঞে না, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে এমন দুর্বল করে রেখে'ছি, পটাপট বিছানায় শোবে আর দম বন্ধ হয়ে মরবে! ও ভাণ্ডরি, এখনো দাঁড়িয়ে আছ? যাও, হরিভজার দল হরি হরি করে কোথায় কি গণ্ডগোল বাধালে দেখ।

ভাণ্ডরী। দেখি—

[প্রস্থান।

পিপাজী। হরিভজার দল দোরস্ত করতে তুমি কি একখানা অস্ত্র বার করেছ নয়?

মহাবীর। আজ্ঞে হ্যাঁ, হরিবিলাসদমন, অর্থাৎ গলাকাটা কাঁচি।

পিপাজী। শুধু কাঁচি থাকলেই চলবে না—তাতে গলা কাটা চাই!

মহাবীর। আজ্ঞে হ্যাঁ—ভ্যাজাল চাল আর বিষমেশানো তেল ঘি খাইয়ে গলা এক রকম কেটেই রেখেছি ; দুদশজন এখনো যারা তেলক রসকলি নিয়ে মেতে আছে, মহারাজ পিপাজীর রাজ্যে তাদেরও যমে ধরবে। আবার খাজনা দেবে না বলছিল ; ভাতের পাতে নুন বন্ধ করে দিলেই সব টিট হয়ে যাবে। তার ওপর খাজনা বাড়িয়ে, লাঠি আর কাঁচির ঠেলায় খাজনা আদায় করবো।

রামানন্দস্বামী ও শিষ্য সদানন্দের প্রবেশ।

রামানন্দ। কিন্তু শক্তির অপব্যবহার করা উচিত নয়। রাজা যদি মহামারী সৃষ্টি করে, প্রজার গলা টিপে ধরে, তার অভিশাপও বৃথা যায় না। রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে দুর্নীতির চাবুক ধরা মানুষের কাজ নয়।

মহাবীর। কে তোমরা?

রামানন্দ। আমরা বোষ্টম-ভিখারী; সব মানুষকেই বলে বেড়াই—অনিয়ম করলে তার কর্মভোগও ভুগতে হয়।

মহাবীর। চুপ কর। বোষ্টম ভিখারী বৈরাগী এখানে কেন? কে তোমাদের আসতে দিলে?

রামানন্দ। আসতে কি চাই—শেষে ভগবানই যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন।

পিপাজী। কে তোমার ভগবান?

রামানন্দ। মহারাজ, আমার এই অজ্ঞান সেবকটা যা জানে, আপনি তাও জানেন না? সদানন্দ! এতটুকু গণ্ডীর ভেতর যে মোহাবিষ্ট অন্ধ, তাকে তুমিই বুঝিয়ে দাও তো কে তোমার আমার ভগবান।

সদানন্দ।—

গীত

অনাথনাথ দীনবন্ধু।
জগজন-তারণ সেই তো শ্রীভগবান পরম প্রিয় গুণসিন্ধু।
মুনিজন-মোহন দেব নারায়ণ সর্ব পাপ-তাপ ত্রাতা,
সেই তো ভগবান, সেই তো জগন্নাথ, সেই তো পুলক প্রেমদাতা,
চির মধু উজ্জ্বল সুমোহন নির্মল সেই তো বন্ধু কৃপাসিন্ধু।

পিপাজী। শোন বৈষ্ণব, তোমরা অপরাধী। ভগবানের এসব উপাসক আমার চক্ষে বিদ্রোহী : বৈষ্ণবধর্মের মোহে যে শাক্তধর্মের মাথায় পদাঘাত করে, আমার বিশেষ আত্মীয় হলেও আমি তার মাথা নিতে চাই!

রামানন্দ। কোন ধর্মের চোখ নিয়ে কাউকে দেখবেন না মহারাজ—দেখুন মানুষের চোখ নিয়ে।

পিপাজী। উপদেশ রাখ। তোমাকে বিশেষ কোন অধিকার দিয়ে, উপদেশ শুনবো বলে এখানে আনা হয়নি। কেন এখানে এসেছ জান?

রামানন্দ। যিনি বৈষ্ণবদের উচ্ছেদ করতোবসেছেন, সেই মহাপুরুষকে দেখতে এসেছি বোধ হয়!

পিপাজী। মহাপুরুষকে দেখতে আসনি মূর্খ, এসেছ শাক্ত উপাসক তান্ত্রিক রাজার কশাঘাত পিঠ পেতে বরণ করতে।

রামানন্দ। মহারাজ, সুন্দর এমন কুৎসিত হয় জানতুম না—অমৃতে বিষ থাকে ভাবতে পারি না।

পিপাজী। সমুদ্রমন্থনে অমৃতও উঠছিল বিষও উঠেছিল; যার ভাগ্যে যেমন পেয়েছে, তেমনিই কণ্ঠে ঢেলেছে। সেই বিষ তোমরাও ভাগাভাগি করে নিয়েছ।

রামানন্দ। অদৃষ্টের শোচনীয় পরিহাস যখন মূর্ত হয়ে ওঠে, মনের দোষেই মানুষ তখন চৈতন্য হারায়। পলাশ ফুল দেখতে সুন্দর হলেও গন্ধহীন, কথাটা কোন কালে—কোন যুগেও মিথ্যে নয়।

পিপাজী। মহাবীর!

মহাবীর। আজ্ঞে—

পিপাজী। ডাক কারারক্ষীকে—বাঁধ এই অপরাধীদের—

রামানন্দ। বাঁধা যাবে না মহারাজ! মুক্তিময় ভগবান আমার শক্তিদাতা—তাঁর নামে বাঁধন ছিঁড়ে যায়। স্নেহের বুকে পৃথিবী-ছাঁকা ক্ষীরধারা নিয়ে আমার মা আছেন আমার রক্ষাকারিণী জননী! বাঁধ, বেঁধে দেখ ; সে বাঁধন হবে ফুলের বাঁধন—বান্ধবের প্রীতির বাঁধন।

পিপাজী। কি দেখছো ? কি শুনছো অবাক হয়ে ? স্পর্ধিত কুকুরদের চাবুক মারতে মারতে বার করে দাও। কে আছ ?

প্রহরীর প্রবেশ।

পিপাজী। পরাও শৃঙ্খল—

[প্রহরী রামানন্দ স্বামীর হাতে শৃঙ্খল পরাইতে গেল]

সীতাদেবীর প্রবেশ।

সীতাদেবী। না, শৃঙ্খল সরিয়ে নাও। মায়ের নামে যে রাজ্যকে সত্যের ইংগিতে গড়া উচিত, ভগবান-বিদ্বেষী হয়ে তাকে ভাঙা চলবে না। নিয়ে যাও শৃঙ্খল। [প্রহরীর প্রস্থান] মায়ের রাজ্যের বৈষ্ণব প্রজা! শক্তিময়ী মাকে স্বীকার করে নিয়ে যদি শাক্ত রাজার প্রজা হতে না পার, নিজেরা বাঁচতে এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

পিপাজী। শুধু যাবে না—শাস্তি নিয়ে যাবে।

সীতাদেবী। শাস্তি সন্তান নেবে না, নেবে এই মা—যে মাকে তুমিই মাতৃত্বের অধিকার দিয়েছ।

পিপাজী। মনে রেখো রাণি, আমি বিচার করছি আমার প্রজার. তুমি বিচার করছো রাজার।

সীতাদেবী। প্রজা সন্তান। ন্যায়পরায়ণ রাজার মনে রাখা উচিত—তাঁর রাজ্যে একটী দীনতম প্রজাও তাঁর সন্তান।

পিপাজী। যে সন্তান রাজার ধর্মে আঘাত করে, সর্বক্ষণই সে দণ্ডনীয়। বিচার-দণ্ড কেউ এড়িয়ে যায় না—পত্নী-পুত্র সকলকেই রাজদণ্ডের তলায় এসে দাঁড়াতে হয়।

সীতাদেবী। বুকের রক্ত জল করে যে রাজ্য গড়ে তুলেছ, যে সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড হাতে নিয়েছ, তার মর্যাদা রাখবে না? নিরীহদের ওপর অত্যাচার করলেই তোমার ধর্ম বজায় থাকবে? বেশ, তাই হোক। কর্ম বাদ দিয়ে তোমার ধর্মই রাখ। যাও বৈষ্ণব, মানুষের কাছে বিচার চেয়ো না—এর বিচার চাও ঈশ্বরের কাছে।

রামানন্দ। আমরা যে রাজাকে খাঁটি মানুষ দেখতে চাই মা, প্রকৃত দেবতা ভাবতে চাই।

সীতাদেবী। দেবতাকে আর দেখতে পাবে না। আসুরিক বলের যুগ এসেছে—তার তাপে সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নিক্তিধরা ওজন করা বিচার এখানে পাবে না। অহংকার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার এখানকার রাজপুরুষদের মজ্জাগত রুচি। ধর্মরাজ্য-স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসবেও না—কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে ঢেউখেলাও বন্ধ হবে না।

পিপাজী। চমৎকার রাণি! নাও, সিংহাসনে বসো—অবগুণ্ঠন ফেলে রাজসভায় তুমিই বিচার বুদ্ধির পরিচয় দাও, আমরা তোমার কুরুক্ষেত্রের রক্ত-সমুদ্রে ডুবে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকি। বৈষ্ণবের তোষণ নীতির ডালি সাজাবে গাংরোনের রাজরাণী, রাজার সামনে—এ পাপ সহ্য করাও অন্যায়। বুঝে পা ফেল মহিষি! রাজনীতি স্ত্রী পুত্র কন্যার অপরাধও অস্বীকার করতে যুক্তি দেয় না; তাতে মঙ্গল হয় না।

সীতাদেবী। ন্যায়ের দণ্ড থেকে তোমায় বাঁচাতে এর বেশী আর লজ্জাহীনা হবো না স্বামি! তুমি রাজা, তোমার ধর্মাধর্ম তোমার

হাতে ; তোমার পুণ্যে আমরা বাঁচবো—তোমার পাপে আমরা মরবো। [প্রস্থান।

পিপাজী। বৈষ্ণবদের এ বিদ্রোহ কেউ এখনো দমন করতে পারলে না? আমি কি বাস করছি আমার অকর্মণ্য কর্মচারীদের বোকামির মাঝখানে? অপরাধীর মাথায় চাবুক তুলতে আমি কি একজনকেও অধিকার দিইনি? চাবুক—চাবুক আন—সজোরে কশাঘাত কর।

মহাবীর। শুধু চাবুক নয় মহারাজ, কাঁচি। ভাগুরি, আমার গলাকাটা কাঁচি—

বড় একখানা কাঁচি ও একগাছা চাবুক হাতে
ভাগুরীর প্রবেশ।

ভাগুরী। মহারাজ, এই চাবুক! [পিপাজীকে চাবুক দিল] মহাবীর দাদা, এই তোমার কাঁচি।

[মহাবীরকে কাঁচি দিয়া প্রস্থান।

মহাবীর। মানে মানে সরে পড়ে বৈরিগী বিদ্রোহী—নইলে এই কাঁচিতে মাথাটাই রেখে যেতে হবে।

রামানন্দ। পৃথিবী সুন্দর হতো—যদি মানুষ মানুষকে ঘৃণা না করতো,—যদি অবিবেকী মানুষ বিবেকের বিরুদ্ধে চাবুক না ধরতো।

পিপাজী। তাই অবিবেকীর চাবুক আগে তোমারি পিঠ-খানাকে [রামানন্দ স্বামীকে প্রহারে উদ্যত]

মাধবজীর প্রবেশ।

মাধবজী। না দাদা, শাসনের ওই চাবুক আমার পিঠে ফেল।

তান্ত্রিকের চোখে বৈষ্ণব-ধর্ম ভিন্ন হলেও, বৈষ্ণবও মানুষ—ঈশ্বরের সৃষ্টি—সাধনপথের কর্মী! কারো ধর্মের অপমান করে তাকে চাবুক মারলে, অভিশাপের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তারা দেশত্যাগী হবে।

পিপাজী। বিধর্মী দেশত্যাগী হলে তোমার কি কিছু আপত্তি আছে নাকি?

মাধবজী। ওদের দেশত্যাগ তত মারাত্মক নয় দাদা! অন্তর্দাহের নিশ্বাসকেই ভয় বেশী। ওরা শুধু বৈষ্ণব নয়—সর্বধর্ম সমন্বয়ের মানুষ; ওদের কাছে সত্যধর্মই বড়—ওদের সত্যধর্মই বলে দেয়—সবার উপরে মানুষ সত্য।

পিপাজী। কেন, আমার ধর্মটা তোমার গায়ে কাঁটা বিঁধছে নাকি? তাই বুঝি বৈষ্ণব হয়ে মানুষ হতে চলেছ?

মাধবজী। কে বৈষ্ণব, কে তান্ত্রিক, কারো কোন ক্রিয়াচার আমি বুঝতে চাই না দাদা! আমি এসেছি বিবেকী মানুষের ধর্ম নিয়ে মানুষকে বাঁচাতে—উদ্যত চাবুকের আঘাত থেকে সত্যপথের একটী নেতাকে রক্ষা করতে।

পিপাজী। একটা ভিক্ষুকের সম্মান রাখতে চাইছো রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে? তবে ওখানে কেন? এস এই সিংহাসনে। এই নাও চাবুক। [চাবুক মাধবজীর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন] সকলের সকল পথ আজ মুক্ত। বৈষ্ণবের পাদোদক পান করে, বিচার কর অবিচারী রাজার—তোমার অগ্রজের।

মাধবজী। ক্রোধে জ্ঞান হারিও না দাদা! কাকে কি বলছো?

পিপাজী। বলছি দেশদ্রোহী ধর্মদ্রোহী আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে—যে বিধর্মীর পক্ষ নিয়ে অগ্রজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শেখাতে এসেছে—রাজশক্তিকে অপমান করতে সাহসী হয়েছে।

মাধবজী। অপমান ?

পিপাজী। হ্যাঁ, অপমান! ঐ বৈষ্ণবও খুশী মনে আমার অপমান সহ্য করে যাচ্ছে। সহোদর না হলে এ অপমান আমি সইতুম না মাধবজী! বুঝিয়ে দিতুম—এমন অপরাধীর শাস্তি কত কঠোর হতে পারে।

মাধবজী। ভুল করেছি দাদা, আমায় ক্ষমা কর।

পিপাজী। সাবধান! গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢেলে লাভ নেই। শোনো মাধব, যতক্ষণ গাঙরোলে চম্পাপুরের সিংহাসনে আছি, ততক্ষণ যোগিনী যোগেশ্বরীর রক্ষিত রাজ্যে আমারই আদেশ বলবৎ থাকবে। শাক্তধর্মী আমি—এখানে একটী বৈষ্ণবেরও বিষের নিশ্বাস পড়তে দোবো না। আমার সহোদর মাধবজীও শাক্তধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলে, কঠিন রাজদণ্ড তাকেও ছেড়ে দেবে না। শাক্তধর্মে দীক্ষিত না হলে কারো মাথা বাঁচবে না।

[প্রস্থান।

মহাবীর। মোট কথা—গলাকাটা কাঁচির অপমান হলে, কাঁচিও ছেড়ে কথা কইবে না।

[প্রস্থান।

মাধবজী। কেন এসেছিলেন সাধু আগুনের কাছে জলের প্রত্যাশায় ? কি নিয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে অবিচার অপমান ছাড়া ? শাক্তধর্মে দীক্ষিত না হলে এ রাজ্যের অশান্তি ঘুচবে না। মানুষ [illegible]কালও রাজার চোখে আপনারা অমানুষ।

[প্রস্থান।

মানন্দ। তবু বলবো মানুষ সত্য! যে অমানুষ মানুষকে পশু মাধবজী ড়িয়ে দেয়, সেই আবার মানুষ হয়ে মানুষেরই অপেক্ষা করে।

সদানন্দ।—

গীত

আমি সেই মানুষই খুঁজে বেড়াই ভাই!
আমায় হাতছানি দিয়ে মানুষ ডাকে রে,
তাঁর খোঁজে আমি যাই।]
সত্যের মাঝে রত্ন আছে, সত্য খুঁজি চল,
হাতে করে যাও খাঁটি কাম, মুখে হরি বল;
ওরে, আঁখি মনে ভাই শান্তি মেলে রে,
ক্লান্তি যে তাতে নাই।]
জপ রূপ মোহন, জপ মনোরঞ্জন,
তুলনায় কারে বল পাই,
ভজ নারায়ণ, জপ নারায়ণ.
মোক্ষ নারায়ণ ভাই।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

চামারপল্লী—কালু চামারের কুটীর-সম্মুখ।

ফুলের মালা হাতে ভাবোন্মাদ বালক রুইদাস আসিল।

রুইদাস। ওগো আকাশের ঠাকুর! বলতে হবে আজ, কে আমার তুমি—কেন তোমার এই আসা যাওয়া?

গীত।

কে তুমি আমার, কেন বল আস যাও।
দেখা দিয়ে কেন পিপাসা বাড়াও,
চোখের আড়ালে কেন বা লুকাও॥
স্বপনের মত কত মধু হাস,
কত যে আমার দুঃখ জ্বালা নাশ,
কে তুমি জানি না কত ভালবাস—
গোপনে কত না করুণা বিলাও॥

এস, আর একবার এস! এ মালা তোমার জন্যেই গেঁথেছি—এস না পরিয়ে দিই! মালা পরিয়ে দেখবো গলায় কেমন দোলে! দেখবো, আমার মালা সুন্দর কি তুমি সুন্দর! এস না, এস—

আনন্দীর প্রবেশ।

আনন্দী। হ্যাঁ রে রাশু, কার সংগে কথা কইছিস—কোথায় কে?

রুইদাস। মা, সেই জুতোর খদ্দের এসেছিল। কি তার রূপ—কি মিষ্টি হাসি!

আনন্দী। কোথায় কে—তুই কি পাগল হলি? আয়, ঘরে আয়—

রুইদাস। কে যেন বলে, আমি বামুনের ছেলে—আমাকে ভুলিয়ে চামারের ঘরে এনেছে!

আনন্দী। কি আবোল-তাবোল বকছিস বল তো? এসব কথা কে তোকে বলেছে?

রুইদাস। ঐ আকাশ থেকে আসে—মাটির ঠাকুরের মত দাঁড়ায়, কত কি বলে যায়—আমায় ঘর ছেড়ে পালাতে বলে। হ্যাঁ মা, আমি কোথায় পালাবো মা?

আনন্দী। বালাই—ষাট্ ষাট্! ঘর ছেড়ে কোথায় যাবি? ওসব কথা বলতে নেই, শুনতেও নেই। আমরা গরীব বলে, দুষ্টলোকে বিপদে ফেলতে মিছে কথা বলেছে।

রুইদাস। আমায় বামুনের ঘরে যেতে বলে। ঐ দেখ—ঐ দেখ মা, আকাশে রূপের জৌলুস ফুটে উঠেছে!

আনন্দী। কই রে—কোথায় কে?

রুইদাস। ঐ যে হাসছে—দেখতে পাচ্ছ না? [আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে]

আনন্দী। ওমা, একি হলো—রাণ্ড কি পাগল হলো? [নেপথ্যাভিমুখে] ওগো শুনছো, একবার এদিকে এস না গা!

কালুর প্রবেশ।

কালু। কি রে, কি হয়েছে?

আনন্দী। রাণ্ডর কাণ্ড দেখ। আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখছে—কার সংগে কি আবোল-তাবোল বকছে, কিছু বুঝি না।

কালু। কি রে রাণ্ড, কি হয়েছে? ওপরে কি দেখছিস?

রুইদাস। খদ্দের এসেছে—দেখতে পাচ্ছ না ?

কালু। খদ্দের আকাশে থাকে নাকি ? নে, ঘরে চল—

রুইদাস। না, যাবো না—আমি দেখবো—আকাশে ঠাকুর ওঠে—

কালু। তোর মাথা ওঠে! ঠাকুর আবার আছে নাকি ? তাহলে চাল-চিঁড়ের অভাবে গরীবরা পেটে কিল মেরে পড়ে থাকে ?

আনন্দী। ছেলেকে অমন ট্যাঁক ট্যাঁক করে বলো না বাবু—ছেলেমানুষ ওসব কি বোঝে বল তো ? কদিন ধরে কি হয়েছে! হয় দেবতার বাতাস লেগেছে—নয় ভাল-মন্দ কেউ কিছু করেছে। আমি বাবু ভাল বুঝছি না—বদ্যি ডেকে একবার দেখাও। এখন এলাকাড়ি দিয়ে, এরপর ছেলের ভালমন্দ কিছু হয়তো আমি মাথা খুঁড়ে মরবো!

কালু। তা মরতে হয় মরিস—ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভাল লাগে না। রাশু, আয় তো বাবা—ক্ষিদে পেয়ে মনটা খারাপ হয়েছে, নয় ? কি খাবি বল তো ? যা খেতে চাইবি এনে দোবো। ঠাকুর ঠাকুর খেলবি বলে পুতুল চেয়েছিলি না ? হাটে ভাল ভাল মাটির ঠাকুর দেখে এসেছি, সংগে গিয়ে কিনে আনবি—কেমন ?

রুইদাস। সত্যি কিনে দেবে ?

কালু। দোবো না ? ঠাকুরের পায়ে ফুলজল দিবি, চন্নন ঘসে ছিটে-ফোঁটা দিবি, পিদ্দীম জেলে আরতি করবি—আমরা দেখবো, প্রসাদ পাবো—সে বেশ হবে, কেমন—নয় ?

রুইদাস। ভোগের চিঁড়ে পাটালী আমি ভিক্ষে করে আনবো মা!

আনন্দী। ভিক্ষে করতে যাবি কেন—আমরাই তোর পুতুল-পূজোর যোগাড় করে দোবো। কেমন, এবার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে

তো? ঠাকুর, ছেলের হাতে পূজো নিতেই বুঝি ভূত হয়ে ঘাড়ে চেপেছিলে? ঘাড়ের ভূত নামলো না বাঁচলুম!

কালু। কিরে মাগি, বদ্যি ডাকছিল নয়? কি রকম দাওয়াই দিয়েছি বল—তবু কবরেজী বড়ির একটু গুঁড়োও দিইনি! নাড়ী টিপে এমনি ব্যবস্থা দিয়েছি—ছেলের মাথাও ঠাণ্ডা—ছেলের মাও ঠাণ্ডা!

রুইদাস। পুতুলের কি নাম হবে জান বাবা?

কালু। তুমি যে নাম দেবে—

রুইদাস। হরি। আমার মদনমোহন হরি—

ভাগুরীর প্রবেশ।

ভাগুরী। ওঃ, আহ্লাদ দেখছি ভারি—আর নাইকো বেশী দেরী—যাবি যমের বাড়ী—

কালু। এই মরেছে—এলেন যেন মহামারী—

ভাগুরী। খবরদার, মুখ সামলে কথা ক—

আনন্দী। তোমার দাপট আর সামলাতে পারছি না বাবু—

ভাগুরী। থাম্—থাম্, আমার ছেলের জুতো হয়েছে?

কালু। দাম না দিলে, ঘুষ হিসেবে আর একজোড়াও জুতো দিতে পারবো না।

ভাগুরী। তাহলে জুতিয়ে দেবো।

কালু। তা ক্ষ্যামোতা থাকে দাও।

ভাগুরী। তোর ছেলে হরিনাম করে, সেই অপরাধে মাঝে মাঝে জুতো ঘুষ না দিলে রেহাই নেই—গুষ্টিবর্গ বাঁধা পড়বি।

কালু। তা পড়ি পড়বো—

ভাগুরী। আগে তোর ছেলেটাকে বাঁধবো। বেঁধে হাড়কাঠে ফেলে সংগে সংগে একেবারে দু টুকরো—

কালু। আর আমরা যদি হাতুড়ী দিয়ে পিটে, তোমায় একখানা পাতলা চামড়া বানিয়ে ফেলি ?

ভাগুরী। কি—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? তোর চামারের নিকুচি করেছে। আগে ছেলেটারই ব্যবস্থা করছি ! [সহসা রুইদাসকে ধরিয়া] হতভাগা, আর হরিনাম করবি ? [প্রহার]

রুইদাস। মা—মা গো—

আনন্দ। [রুইদাসকে কাছে লইয়া] ওরে হতভাগা মিনসে, বাড়ী বয়ে এসে আমারই ছেলের গায়ে হাত—

কালু। ভাল করলে না ঠাকুর ! সরে যাও, নইলে চণ্ডালে রাগটা যদি মাথায় চাপে, গরীবের ছেলের গায়ে মিনিদোষে হাত তোলার অপরাধে তোমায় যে কি করবো তা বলতে পারি না !

ভাগুরী। কি, করবি কি ? ছোটলোক কাঁহেকা—হরিনাম করবার অপরাধে একজোড়া জুতো ঘুষ চাইলুম, ঘুষ না দিয়ে উল্টে চোখরাঙানি ? মেরে পিঠের ছাল তুলে দেবো জানিস ?

আনন্দী। [কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে] তবে রে ঘুষখোর, রাজার পা-চাটা কুকুর ! কই, পিঠের ছাল তোল তো একবার দেখি ! এর বেশী বাড়াবাড়ি করলে, হরিনামের ঘুষ জুতো নয়, এই কোমর বাঁধা চামারণীর তুলতুলে হাতের কেঠো চড় আর ঘুষি—

ভাগুরী। এ্যা, এযে মেয়ে ডাকাত রে ! এসব বিদ্রোহী গাঙরোল থেকে উঠিয়ে না দিলে দেশটা দুদিনে গোল্লায় যাবে !

কালু। আর তোমাদের মত গুণ্ডাগুলোকে সরিয়ে না দিলে আমাদেরও দিনগুলো সুখে কাটবে না। যারা গরীবের মুখের ভাত

কেড়ে নেয়, গরীবের গায়ে হাত তুলে কষ্টের ওপর দুঃখের বোঝা চাপায়, যারা শুধু নিজেদের সমাজ রাখতে একচোখো হয়, তাদের রাজত্ব অনিয়মের রাজত্ব; তারা মানুষের সর্বনাশ করতেই জন্মেছে—তাদের ভাল আমরাও দেখবো না।

ভাণ্ডরী। মরবে রে—বিদ্রোহ করে বেটা আজই মরবে!

কালু। আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে হরিনাম করবো—ভগবানের নাম নিয়ে রাজার কানে তালা ধরিয়ে দোবো। দেখি, কে আমাদের কত ধরে, কত বাঁধে, আর কত মারে!

ভাণ্ডরী। খুব সাবধান কেলো, হয় মরবি, নয় দেশছাড়া হবি।

কালু। কচি ছেলের গায়ে হাত তুলেছ যখন, তোমারও মরবার পালক উঠেছে। আমরা তো মরবোই—তোমাদেরও মেরে মরবো।

আনন্দী। ওটাকে ধর না গা, আজই ওর চামড়াখানা খুলে নিই। ওর গায়ের চামড়ায় নতুন ধরণের জুতো বানাবো—

ভাণ্ডরী। জুতো বানাবি? বটে! আচ্ছা, আজই টের পাবি আমি কে! আমার নাম শ্রীমৎ ভাণ্ডরী ডুবুরীচন্দ্র কালেভড়া কৌতূহল শর্মা—দর্মপুরের জমিদার বাচ্ছা—ফাঁকি ফক্কিকারী টিটকিরী আমাদের উপাধি। [প্রস্থান।

আনন্দী। আজ তোর হাড় একদিকে মাস একদিকে করবো—[প্রস্থানোদ্যত]

কালু। [আনন্দীকে বাধা দিয়া] আরে থাম-থাম—ওকে মেরে কি হবে বলতে পারিস? ওটা কুকুরের পা-চাটা! রক্তারক্তি করে ফল নেই। এ রাজ্যে মানুষ থাকে না—ছেলেটাকে নিয়ে পালাই চল। সত্যিই কোন দিন হয়তো আমাদের মেরে ফেলবে!

আনন্দী। গরীবরা না খেয়ে মরে—মার খেয়ে মরে না—রাজার

কাছে মার খাবার কাজও করে না। বাপ-মার সামনে ছেলের গায়ে হাত তুলে গেল—তার শাস্তি ভগবান দেবেন না? পালাবো কেন—ঘরে বসেই ওদের শাস্তি দেখবো। ছেলের মুখে হরিনাম শুনতে শুনতে বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে তাকে বাঁচাবো।

রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

রামানন্দ। ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না মা! শয়তানের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখলেও, শ্রীভগবানের মিত্রতার যোগ ওকে ছেড়ে দেবে না।

কালু। তুমি কে বাবাঠাকুর? তাইতো কোথায় বসাই বাবা-ঠাকুরকে! আমি ছোট জাত—ঘরের সব ছোঁয়া-ন্যাপা হ'য়ে আছে! ওরে আনন্দি, ভগবান এসেছে রে—গড় কর—ছেলেটার জন্যে আশী-র্ব্বাদ চেয়ে নে।

[কালু, আনন্দী ও রুইদাস প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া রুইদাস রামানন্দ স্বামীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

রামানন্দ। কল্যাণ হোক। এটী তোমাদের সন্তান বুঝি? বাঃ, চমৎকার! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে!

কালু। ছেলেটাকে একটু আশীর্ব্বাদ কর বাবাঠাকুর! মাঝে মাঝে ওর কি অসুখ হয় বলতে পারি না! আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, বাতাসের সংগে কথা কয়; সময় সময় আমাদের চিনতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে বলে—কে ওকে ডাকছে! এসব কি রোগ বাবা-ঠাকুর? পাগলের ছিট নয়তো?

রামানন্দ। পাগলই বটে—

কালু। এঁ্যা, পাগল কি গো বাবাঠাকুর?

আনন্দী। এঁ্যা, ছেলে আমার পাগল? তুমি দেবতা-বামুন বাবাঠাকুর, আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। তোমরা অনেক ওষুধ-পত্তর জান—একটু ওষুধ দাও বাবাঠাকুর!

রামানন্দ। এ রোগের ওষুধ নেই মা—এর নাম যোগজ ব্যাধি! এ স্বর্গীয় ব্যাধি দেবতার দান; এ রোগ একবার যাকে ধরে, ব্যাধি তার উপশম হয় না—বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

আনন্দী। বল কি বাবাঠাকুর—এ রোগ সারবার নয়?

কালু। তুমি দেবতা-বামুন, তুমি মনে করলে সারাতে পার না?

আনন্দী। তোমার দুটী পায়ে গড় করি বাবাঠাকুর, ছেলেকে আমার বাঁচাও।

রামানন্দ। চেষ্টা করে দেখতে পারি—যদি ভরসা করে ছেলেকে আমার হাতে নির্ভর করে দাও। দ্বাদশ বৎসর আমার আশ্রমে ওকে থাকতে হবে। বল—ছাড়তে পারবে? এই দ্বাদশ বৎসর ওর সংবাদ নিতে পাবে না। গোপনে যদি ছল করে দেখতে যাও, প্রতারণার ফলে চক্ষুরত্ন হারাবে। বল, এ ব্রত পালন করতে পারবে?

কালু। কি রে আনন্দি, পারবি তো?

আনন্দী। পারবো। রাজার অত্যোচার থেকে বেঁচে, লুকিয়ে থেকে রাশু যদি মানুষ হয়, ভগবান যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, রাশুকে আবার আমরা দেখতে পাবো।

রামানন্দ। তবে আজ থেকে তোমার ছেলের ভার নিলুম মা! [রুইদাসের প্রতি] তোমার নাম কি?

রুইদাস। রুইদাস!

রামানন্দ। একদৃষ্টিতে কি দেখছো আমার মুখের দিকে?

রুইদাস। ওগো ঠাকুর গোঁসাই! মনে হয় কত পরিচিত তুমি!

কোন জন্মে যেন কত স্নেহ দিয়ে, মুখে অন্ন দিয়ে, তুমি আমায় কত শিক্ষা দিয়েছ। আগের জন্মে তুমি বুঝি আমার গুরু ছিলে? আমি যেন সিদ্ধ হতে ভুলে গিয়ে, অপরাধ করে, এই মা-বাপের কোলে ভয়ে ভয়ে লুকোতে এসেছি।

আনন্দী। রাশু—রাশু! কি বলছিস বাবা?

রুইদাস।—

গীত।

ওই যে এসেছে মা গো রথের সারথি মণি।
রথী আমি হবো বলে এনেছে মা রথখানি॥
ডাক যে পড়েছে আমার, থাকা তো হবে না ঘরে,
আলোয় আলোয় কাজ পেয়েছি, যাই মাগো দেশান্তরে,
পেয়েছি পরম সাথী—জীবনের মহাগতি,
কেঁদ না মা এ মিনতি, মিলেছে রতন মণি॥

রুইদাস। [রামানন্দ স্বামীর পায়ে মাল্যদান করিয়া]ওগো গুরু, হাত ধর—নিয়ে চল আমায় গুরুগৃহে—আমায় আসল কাজের সেবক করে নাও। এখানে অনেক বাধা—অনেক তাড়না, সিদ্ধ হবো না—শান্তি পাবো না।

রামানন্দ। [রুইদাসকে বুকে টানিয়া] চিনেছি ওরে তৃষিত ক্ষুধার্ত! তুই যে আমার দশ বৎসরের হারানো রত্ন! চামার পল্লীর প্রত্যেক ঘরে, দোরে-দোরে, তন্নতন্ন করে তোকেই আমি খুঁজে বেড়াই। আজ আমি পেয়েছি। ওরে, স্নেহের উচ্চাসন থেকে কোথায় ফেলেছি তোকে? তারই ফলে, উচ্চ-মানী হয়ে তোরই দোরে তোকে খুঁজতে এসেছি!

রুইদাস। ঠাকুর—ঠাকুর—[চক্ষু অশ্রুসজল হইল]

রামানন্দ। [রুইদাসের মুখখানা ধরিয়া] দেখি দেখি চক্ষু দুটি! হ্যাঁ হ্যাঁ,—এইতো সেই—তারায় তারায় তারই প্রতিচ্ছবি দেখছি—তারই মত চোখের জল দুটী গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে! ওরে, শান্ত হ, মুছে ফেল নয়নাশ্রু! আয়, এ জল আমিই মুছিয়ে দিই। [সস্নেহে অশ্রু মুছাইয়া দিলেন]

কালু। ছেলেটা কাঁদছে কেন ঠাকুর? ও কি যেতে চায় না তোমার সংগে?

আনন্দী। রাশু, বাপ-মাকে ছেড়ে বারোটা বছর কি থাকতে পারবি না?

রামানন্দ। রুইদাস! বাপ-মাকে ছেড়ে বারোটা বছর আমার আশ্রমে থাকতে পারবে না? তোমার শৈশবের সকল ব্যাধি আমি উপশম করে দোবো—যাবে?

রুইদাস। যাবো। বাবা, আমি যাই—[প্রণাম]

কালু। যাবি বইকি, যাবি বইকি! কথা দিয়েছি যখন, যাবি বইকি—নইলে রাজার হাত থেকে বাঁচবি কি করে?

রুইদাস। মা!

আনন্দী। বাবা আমার! [বুকে তুলিয়া লইল]

রামানন্দ। ছেলে সম্মত, বিদায় দাও মা—

আনন্দী। তুমি রাশুকে কি বোঝালে বাবাঠাকুর, কিছুই বুঝতে পারলুম না! ওকে তুমি জানতে? কবে জানলে বাবাঠাকুর? তোমায় তো কখনো দেখিনি?

রুইদাস। সময় বয়ে যায় মা—বিদায় দাও—আমি যাই—[প্রণাম]

আনন্দী। রুইদাস, বাবা আমার—

কালু। দিতেই হবে যখন, আর তক্ক তুলিসনি আনন্দি! রাজার কোপদৃষ্টি পড়েছে ওর ওপর। আমরা মরি তাতে দুঃখু নেই—ছেলেটা বাঁচুক। নিয়ে যাও বাবাঠাকুর, ছোট জাতের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে যখন বাঁচাতে চেয়েছ, তখন ঠাকুরের দয়ায় ও বাঁচুক—ও মানুষ হয়ে ফিরে আসুক।

[প্রস্থান।

আনন্দী। নিয়ে যাও বাবাঠাকুর, বুকখানা খালি করে আমার সব্বস্ব আজ তোমার পায়ের তলায় দিলুম। [রুইদাসকে রামানন্দ স্বামীর হাতে দিয়া প্রণাম করিল] আশীব্বাদ কর—ওর হরি ঠাকুর যেন সত্যি হয়, তুমি যেন সত্যি হও; বেঁচে থেকে মানুষ হয়ে ওর ফিরে আসাও যেন সত্যি হয়! [প্রস্থানোদ্যত]

রুইদাস। মা—মা গো—

আনন্দী। ফিরে এসে এমনি করে ডাকিস বাবা—আমি তোর মা বলার অপেক্ষায় বসে থাকবো।

[প্রস্থান।

রুইদাস। চল গুরু, কোথায় নিয়ে যাবে—পথ দেখিয়ে নিয়ে চল!

রামানন্দ। ওরে যাত্রি, যাত্রাপথ আমিই চিনিয়ে দেবো! পদব্রজে যেতে হবে না—তোর কর্মের আশ্রমে যাবি আমারই সংগে আমার এই বক্ষের আশ্রয়ে বসে! [রুইদাসকে বক্ষে ধরিলেন] ওরে, সেখানে তোর অসমাপ্ত কর্ম সমাপ্ত করিব চল।

[রামানন্দ স্বামীর কোলে থাকিয়া রুইদাস প্রস্থান কালে পূর্ব-গীতের "ডাক যে পড়েছে আমার"—চরণটী গাহিতে থাকে]

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুরী—অন্তঃপুর-সংলগ্ন যোগেশ্বরী-মন্দির।

উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে দ্রুতপদে রাজা পিপাজী ও পশ্চাতে রাণী সীতাদেবী উপস্থিত হইলেন।

সীতাদেবী। দাঁড়াও। গভীর রাত্রে অস্ত্র হাতে কোথায় চলেছ?

পিপাজী। ঐ মন্দিরে।

সীতাদেবী। ওখানে কি?

পিপাজী। ঝড় উঠেছে। হয় নিয়তি ওখানে রক্ত চাইছে, নয় আমার ভাগ্যদেবী আমায় নিশ্চিন্ত দেবে।

সীতাদেবী। ওর একটাও সত্য নয়। হয় স্বপ্ন দেখেছ, নয় দুশ্চিন্তায় শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছ। আমি লক্ষ্য করেছি, দুশ্চিন্তায় তুমি নিদ্রা যাও না।

পিপাজী। নিদ্রা তোমরাই কেড়ে নিয়েছ। ষড়যন্ত্র করে আজ ভাই শত্রু, ভ্রাতৃবধূ শত্রু, সহধর্মিণী শত্রু! সবাই মিলে একটা শাক্ত ধর্মীকে পিষে ফেলতে চাইছ হরিনাম মন্ত্র নিয়ে আর হরিপূজা নিয়ে। তাই তোমাদের দেবতা জয় নিয়ে আমার নিয়তিকে ক্ষেপিয়া তুলেছে। সে চায় আমারই দ্বারে এসে আমারই বক্ষ শোণিত—

সীতাদেবী। আমি স্বপ্ন দেখেছি—বৈষ্ণবদের হরিমন্দিরে তুমি এক হরিভক্ত শিশুর মাথা নিতে খড়্গ তুলে দাঁড়িয়েছ!

পিপাজী। না না, ভুল দেখেছ! দলে দলে হরিভক্ত এসে,

তোমাদের পক্ষ নিয়ে আমারই মাথায় খড়্গ তুলেছ। শুধু তাই নয়, হরিভক্তের দল আমার মায়ের মন্দির কলুষিত করেছে; তাই মাও চাইছে—মন্দির ছেড়ে যাবার পূর্বে গাঙরোল রাজ্যের চম্পাপুর প্রাসাদ থেকে এই অপদার্থ রাজার মাথাটাও নিয়ে যেতে।

সীতাদেবী। মাও তোমার মাথা চান না—শ্রীভগবানও চান না; তুমি নিজেই এগিয়ে যাচ্ছ ঘোরে ঘোরে মাথা দিতে।

পিপাজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো! তোমাদেরি
অনাচারে দুঃস্বপ্নে শিহরে প্রাণ—
কণ্টকিত তনু; স্বপ্নে আসি আদ্যাশক্তি
দিলা দরশন, রক্ততৃষ্ণা মিটাইতে তাঁর!
তাই হবে—শক্তিমন্ত্র-উপাসক আমি,
আদ্যাশক্তি বাঁধা গৃহে মোর,
তাঁহারি কিংকররূপে করি তাঁর সেবা,
নিত্য পূজা দিয়ে
নিত্য লই প্রসাদ তাঁহার—
প্রার্থনায় রক্ত তাঁর পারিব না দিতে?

সীতাদেবী। ভক্তিভরে নিত্য নিত্য পূজা কর যাঁর,
ভোগ বলি হয় যাঁর বিশেষ বিধানে
বাঁধিয়াছি যাঁরে কীর্তিমান হতে,
একান্তই সাধ যদি তাঁর
ছলিতে তোমায়,
তবে স্বপ্নে কেন—আসুন জাগরণে,
প্রত্যক্ষ মূর্তিতে পাত্র হাতে
করালিনী বেশে!

কত রক্ত চাই, করুন প্রচার—
লোল জিহ্বা তার করিয়া বিস্তার;
স্বামীর কল্যাণে আমি দিব বক্ষ-রক্ত
রক্ততৃষ্ণা মিটাইতে তাঁর।
কিন্তু এক সর্তে—

পিপাজী। কি সর্ত ?

সীতাদেবী। বৈষ্ণবে ভেবো না কভু ধর্ম্মের বিদ্বেষী;
নহে তারা আবর্জনা,
তাঁরাও সৃষ্টির জীব—
ঈশ্বরের সৃষ্টি; কেন বৃথা
দেবতা বিদ্বেষী হয়ে
ধর্ম্মাচার লুপ্ত কর বিশ্ববিধাতার ?
বৈষ্ণবের ভগবান হরি—আর
শাক্তের শক্তিময়ী জগজ্জননী;
দুই এক—
এক থেকে হয় দুই—দুয়ে মিশে এক !

পিপাজী। যাও যাও, ধারণা তোমার
রেখে দাও অন্তর মাঝারে !
মা আমার সত্য চিরদিন—
যোগেশ্বরী মাতা
একেশ্বরী ত্রিভুবন মাঝে।

সীতাদেবী। সত্য যদি যোগেশ্বরী,
সত্য তবে নারায়ণ ভগবান হরি;
তুমিও দেখিবে—ভেদ নহে

যোগেশ্বরী মাতা
আর একেশ্বর প্রভু নারায়ণ।

পিপাজী। ক্ষান্ত হও সীতা!
বিরক্ত করো না মোরে।
নিরালায় বিশ্রাম করিতে দাও
অবিশ্রান্ত চিন্তামুক্ত হয়ে।

[অস্ত্র রাখিলেন]

সীতাদেবী। লভিলে বিশ্রাম, শান্তি পাবে মনে—
ক্রোধ হিংসা সব যাবে দূরে!
ক্রোধ যদি কর,
ক্রোধ কর ক্রোধের উপরে—
শুদ্ধ হবে দেহ মন, হবে পুণ্যময়।

[প্রস্থান।

পিপাজী। বৈষ্ণব—বৈষ্ণব—বৈষ্ণব! ঐ এক কথা
মুখে মুখে প্রতি আত্মীয়ের।
গৃহে মোর সকলে বৈষ্ণব,
একা শাক্ত আমি,
ধরিয়া চরণে মার
কতক্ষণ বাঁধিয়া রাখিব?
যোগমায়া জগজ্জননি! বল মা গো,
কেমনে তুষিব তোমা?
সৃজিব কি রক্ত-নদী?
বাসনা যদ্যপি,
সেই রক্তে তরঙ্গ খেলিবে;

আসবের মত সেই রক্ত খর্পরে ঢালিয়া
রক্ততৃষা মিটাবো তোমার।

খর্পর হাতে যোগিনীরূপিণী যোগেশ্বরীর প্রবেশ।

যোগেশ্বরী। রক্ততৃষা মিটাবে আমার ?
কিন্তু ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই,
শুধু ক্ষুব্ধা আমি কর্মদোষে তব !
অহিংসার মন্ত্র দিয়ে
রাখ যদি ভুলায়ে আমারে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না. আমার ;
কিন্তু হিংসা-মন্ত্রে,
অপরের অকল্যাণে পূজা যদি দাও—
রক্ততৃষা বেড়ে ওঠে শিরায় শিরায়।

পিপাজী। কে তুমি—কে তুমি, দামিনী চমক সম
বাঁধিলে নয়ন মোর আসিয়া সন্মুখে ?
কিন্তু এই রূপ, না—হ্যাঁ,
যেন কোথায় দেখেছি,
যেন পরিচিত—যেন আছে কোন
নিগূঢ় সম্বন্ধ তোমা সনে মোর।
আজি সৌভাগ্য আমার—
বল দেবি, কিবা প্রার্থনা তোমার ?
রাজ্য ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ,
অধিকন্তু জীবন আমার ?
কহ তুমি কোন জগতের—কোথা ধাম ?

যোগেশ্বরী । আমি সব জগতের !
জন্ম মৃত্যু, স্থূল সূক্ষ্ম,
নশ্বর অবিনশ্বর একাধারে সব—

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ ।

সুদর্শন ।—

গীত

মা যে মর জগতের মা যে পর জগতের,
মায়াতে চেতন হয়, মায়ায় অচেতন ।
মা শংখ বাজায়, মা শংকা ঘুচায়,
কখনো নূতন হয় কভু পুরাতন ॥

যোগেশ্বরী । হ্যাঁ গো হ্যাঁ—ভাঙা-গড়া দুটো কাজই
নিত্য নিত্য করে যাই আমি !

পিপাজী । বুঝিতে না পারি কিবা উদ্দেশ্য তোমার—
করুণারূপিনী কিম্বা ঘোর মায়াবিনী ?
চাহিলে মুখের পানে,
ভক্তিভরে নত হয় শির.
মা বলে লুটাতে সাধ চরণ-পংকজে ;
পুনঃ মনে হয়, নয়ন যুগল হতে
অনল ছড়ায় যেন সর্বাংগে আমার !
চাহিতে না পারি, ভয়ে মরি,
বাড়ে শুধু হিয়ার কম্পন !
ললাটে সিন্দুর জ্বলে
রক্তরাগ জবার সমান,

পুনঃ দেখি খর্পরধারিণী—
ধ্বংসকারী অগ্নিশিখা
পশ্চাতে লুকায়ে যেন।
যাও, যাও নারি, যে হও সে হও তুমি—
মায়া কিম্বা প্রতারণা ত্যজ মোর সনে!
শাস্তি পাবে লঙ্ঘিলে আদেশ—

যোগেশ্বরী। কর্মচ্যুত মহাপাপী তুমি।
নির্দয় নিষ্ঠুর হয়ে
ভেঙে দেছ আশ্রয় আবাস মোর—

সুদর্শন।—

গীত

মায়ের দেউলে তুমি গড়েছ শ্মশান।
নীরব হয়েছে মোর অতীতের জয়গান॥
পথের ধূলাতে তাই
মিলেছে মায়ের ঠাঁই,
আঁধার জীবনে ভরা লাঞ্ছনা অপমান॥

যোগেশ্বরী। হ্যা—হ্যাঁ, সন্তানের দোষে ক্ষুধিতা ব্যথিতা
বাসচ্যুতা ভিখারিণী আমি।

পিপাজী। কি কহিছ নারি? কবে, কোথা আমি
ভাঙিয়াছি সুখের আবাস তব?
কোথা ছিল শান্তিকুঞ্জ—
কবে আমি করেছি বিনাশ?
কেন দাও মিথ্যা অপবাদ?
ফিরাইয়া লহ তব বাণী,

মেগে লও মার্জনা রাজার—
নহে নারীবধে দ্বিধা না করিব।

[অস্ত্র ধারণ]

সুদর্শন।—

গীত।

যার মাঝে বাজে পরমা প্রকৃতি।
তাহারে নাশিবে তুমি কোথা সে শকতি।
ভেবো না অবোধ তারে অরাতি,
রুষ্টা হবেন মহা আদ্যাশক্তি।

যোগেশ্বরী। ক্রোধে যদি জ্ঞানহারা হই
কল্পনার সব কিছু তব
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

পিপাজী। যাও—যাও, লজ্জাহীনা উন্মাদিনী তু
বারবার ওই এক কথা—
আদ্যাশক্তি রুষ্টা মম প্রতি।
রুষ্টা হন, আমি তাঁর
ভাঙিব সে রোষ;
লক্ষ জবা দিব তাঁর
চরণে অঞ্জলি, কোটী ছাগ
দিব বলিদান;
কিম্বা যদি হয় প্রয়োজন,
হরিভক্ত বৈষ্ণবে ধরিয়া
যূপকাষ্ঠে ফেলি
খড়্গাঘাতে রক্ত-নদী করিব সৃজন

সুদর্শন।

গীত।

ঝরিবে রুধির যত,
ঝরিবে ও আঁখি তত
শ্রাবণ-ধারার মত শত ধারে।
কাঁদলে কাঁদিতে হয়,
এ কথা তো মিছে নয়,
জীবন ভরিয়া রয় হাহাকারে।

[প্রস্থান।

যোগেশ্বরী সত্য কথা—রুধির ঝরিবে যত
আমিও কাঁদিব তত,
বিশ্বব্যথা বাড়িবে আমার ;
মনে রেখো চিরদিন—
কাঁদালে কাঁদিতে হয়,
হেন সত্য কথা মিথ্যা কভু নয়।

প্রস্থান।

পিপাজী। তবে কি জননি,
মূর্তিমতী যোগেশ্বরী তুমি ?
কাঁদিও না—
ফেলিও না অশ্রুজল মাতা,
নিয়ে যাও তৃপ্তি হেতু মম রক্ত—
প্রায়শ্চিত্ত হেতু ছিন্নশির
দিব মাতা চরণে অঞ্জলি।

[প্রস্থান।

সীতাদেবী ও মাধবজীর প্রবেশ।

সীতাদেবী। বল দেবর, মহারাজকে তোমরা কি শুনিয়েছ? সব কিছু শুনে আমি মীমাংসা করতে চাই। বল, রাজার সামনেই বল। মহারাজ, একি, কোথায় গেলেন মহারাজ? হয়তো কোন হরিভক্তের মাথা নিতে—তার সর্বাঙ্গে রক্ত নেচে উঠেছে। আচ্ছা, হরিনাম করে তোমরাই বা রাজাকে ক্ষেপিয়ে তোল কেন?

মাধবজী। রাজার নিজের ধর্মটাই আমরা রাখতে বলি, অপরের ধর্মে হাত দিতে বলি না—সে স্পর্দ্ধা আমাদের নেই দেবি!

সীতাদেবী। এখন যাও, আগে রাজাকে খুঁজে আন, অস্ত্র হাতে কারো মাথা নিতে রাতের অন্ধকারে পথে বেরিয়েছেন।

মাধবজী। রাজাকে ভুল বুঝো না দেবি, রাজা নির্বোধ নন। অপরের আর নিজের মাথার মূল্য না বুঝে কেউ রাজা হয় না। হরিভক্তের মাথা নিতে হলে আগে আমার মাথাই নিতেন।

সীতাদেবী। আমার নিষেধ রইলো দেবর, হরিভক্তের দল যেন মনে-মনেই হরিনাম করে—চীৎকার করে কোনদিন যেন রাজার বিরক্তি না আনে।

বড় একখানা কাঁচি হাতে মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। তার ব্যবস্থাপত্র করতেই কি আমায় ডেকে পাঠালেন রাণী-মা? কে মহারাজকে বিরক্ত করলে বলুন তো? অকারণে বিরক্ত করলেই, আমার অনুরক্ত কাঁচি গলাটি জাপটে ধরবে আর সংগে সংগে কচাং কচ! ছোট রাজা রয়েছেন, আপনি রয়েছেন, মহারাজের এমন কি হলো যে, গভীর রাতে আমাকে দরকার হলো?

সীতাদেবী। রাজা শয্যা ছেড়ে একখানা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে গেলেন।

মহাবীর। কেন বলুন তো?

সীতাদেবী। হরিভক্তের মাথা নিতে।

মহাবীর। ছোট রাজা কি করছিলেন—চৌচাপটে ধরে রাখতে পারলেন না?

মাধবজী। হয়তো আমারই মাথা নিতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

মহাবীর। এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁরই ঘরে আপনি মাথা নিয়ে উপস্থিত, তিনি দেখতে পেলেন না?

মাধবজী। তাঁর অস্ত্রের তলায় মাথা দোবো বলে এসেছি! রাজার চোখে আমিও যদি হরিভক্ত হই, অস্ত্রের ঘা সর্ব প্রথম আমিই নোবো—হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি হরিভক্ত।

মহাবীর। আচ্ছা, হরিভক্ত কে নয় বলুন তো? সত্যি বলতে কি, দেশের হালচাল বুঝে আমি একজন মোটামুটী সুবিধেবাদী। ধরুন দুর্গাপূজা হচ্ছে—মাকে প্রণাম করে মেরে দিলুম একপাত প্রসাদ; আবার শিবপুজোর ভোগে বসে গেলুম পূজোর দালানে। শেতলা পূজো, মনসা পূজো, লক্ষ্মী-সরস্বতী, ষষ্ঠী-মার্কণ্ড, শ্রীশ্রীসত্য নারায়ণ—পেসাদ পাবার সময় আমার কাছে সব সমান। আমি মহ-শক্তির কাছে পাঁঠাবলির মাংসও খাই, আবার সত্যনারায়ণ পুজোর পুঁথি শুনে সিন্নিও চাটি! ঠাকুর দেবতার ধনুক বলুন, খড়্গ বলুন, ত্রিশূল বলুন, গদা-চক্র বলুন, সব মানি ছোট রাজা! আমার এই কাঁচিখানাকে মানতে গেলে, বিশ্বকর্মার হাতুড়ী-বাটালীটাও মানতে হয়।

সীতাদেবী। মহাবীর! রাজাকে খুঁজে দেখবে, না নিজের বাজে

কথা নিয়ে মত্ত থাকবে? রাজপথে বেরিয়ে গেলেন কিনা খুঁজে দেখ।

মহাবীর। এখনি যাচ্ছি। বোষ্টমগুলোকেও কাঁচির ভয় দেখিয়ে কালই নিষেধ করে দোবো—চীৎকার করে গাণ্ডগোলে অশান্তি আনলে, সংঙ্গে সংঙ্গে গলা সাপটে কচাকচ্—কচাকচ্—

[প্রস্থান।

মাধবজী। আমার ওপর কি আদেশ দেবি?

সীতাদেবী। যদি রাজভক্ত হও, অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে রুচি থাকে, তবে তাঁর উন্মাদনা দূর করবার চেষ্টা কর—

অস্ত্র হাতে পিপাজীর পুনঃ প্রবেশ।

পিপাজী। [আপন মনে] উন্মাদনা? কার?
কি কারণে আসে উন্মাদনা?
কে সে উন্মাদ?
উন্মাদিনী যোগেশ্বরী মাতা
রক্ত পিপাসায়,
তাই চারিদিকে বসিয়াছে
উন্মাদের মেলা!

মাধবজী। দাদা—দাদা—

পিপাজী। [আপন মনে] অতি দীনা,
ক্ষুধিতা দুর্বলা যেন!
ছিল তাঁর সুখ-নিকেতন,
ভাঙিয়া করেছি আমি শ্মশান সমান?
কোথা তাঁর শান্তি-নিকেতন?

অনাচার অত্যাচারে মোর
চূর্ণ যদি তাহা,
আমি যদি অপরাধী তাহে,
গড়ে দিব আমি তার সুখের আবাস।
ওগো দেবি,
বসাইয়া তোমা রম্য রত্নাসনে
সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিব পদাম্বুজে।
অভিমান নাহি কর মাতা,
চিরদাস সন্তান যে আমি তোর!
না না, অপমানে শুধু ক্ষুব্ধা মাতা,
চারিদিকে হাহাকার, অবিচার,
অত্যাচার, দুর্নিবার কঠোর শাসন;
তাই রসাতলে লুকালো জননী।
কি, কি, পাতালে লুকাবে দেবি?
পাতাল সৃজন না রাখিব তবে।
[কাকে যেন অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মাধবজী। স্থির হও দাদা!
[অস্ত্র ছিনাইয়া লইল]

পিপাজী। কে—কে, মাধবজী?

সীতাদেবী। শান্ত হও, সম্বর এ ভাব তব।

পিপাজী। কে সীতা? বল তো দেবি,
কি দেখিলাম এখনি এখানে?
ছায়া কিম্বা মায়া?
দিয়ে গেল আশীর্বাদ কিম্বা অভিশাপ?

মাধবজী। কহ দাদা, কার দোষে হেন
ভাবান্তর—কেন এ বিষাদ ?

পিপাজী। কেন ? কেন ভাবান্তর ?
উত্তর তাহার খুঁজিয়া না পাই !
নাহি জানি, রাক্ষসী কি মূর্তিমতী মায়া
জ্বালিয়াছে অন্তরে গরল !
বিকট ভ্রূকুটিভংগে
স্বপ্নরংগে কয়ে গেল নানা কথা !
কভু মমতার প্রত্যক্ষ মুরতি.
কভু পাষাণী স্বরূপা ভীমা ভয়ংকরী ;
এলোকেশী দানবদলনী যেন
রক্ত আশে অবতীর্ণা সমর-প্রাংগনে !

মাধবজী। তুমি রাজা—রাজ্যের মুকুটমণি—

পিপাজী। থাক ভাই, এত উচ্চ সম্ভাষণে
নাহি প্রয়োজন ! ছিল দিন—
যবে রাজোচিত সম্মান করেছি লাভ,
রাজা ব'লে আত্মীয়-স্বজন
শ্রদ্ধা-নিবেদনে তুষিয়াছে মোরে ;
আর নহি সে রাজা এখন !
ন্যায় ধর্ম দিয়া বিসর্জন,
পিপাজী সেজেছে আজ পিশাচের রাজা।
আজি ঘৃণ্য আমি সবাকার চোখে ;
অসার অলস দেহ বহিতেছি সদা,
কুড়াইতে জগতের অভিশাপ যত।

মাধবজী। হে অগ্রজ! কহ, কিবা হেতু
হেন মনস্তাপ? আমার কারণ
যদি দ্বন্দ্ব তব অন্তর মাঝারে,
কোন পাপ, কোন ত্রুটি যদি
দেখে থাক মো'র, দাও অভিশাপ।
বজ্রাঘাত হোক শিরে মোর—কিম্বা
এই অস্ত্রাঘাতে তৃপ্তি-হেতু তব
দেহ-চ্যুত কর মোর শির—
কর্মে তব আর বাদী নাহি হবো।

পিপাজী। অসম্ভব—অসম্ভব তাহা!
বিধাতা স্বয়ং বাদী—বিধি সনে
কে সাধিবে বাদ? মাধব, মাধব,
স্নেহের অনুজ মোর! অগ্রজের লাগি
হয়েছ কাতর যদি,
সর্বনাশী চিন্তা তার
হরিতে বাসনা যদি, চল তবে
দুই ভায়ে মিলি খুঁজে দেখি—
কোথা আছে পিশাচের শূন্য সিংহাসন।
আমি হবো রাজা তার—তুমি সেনাপতি।
আমি সেথা আগুন জ্বালাবো—
তুমি দিবে বাতাস তাহাতে।
চল চল দুই ভায়ে করি অন্বেষণ
কোথা সেই পিশাচের শূন্য সিংহাসন।

[মাধবজীকে লইয়া প্রস্থান।

সীতাদেবী। শান্ত কর পীড়িত রাজায়—
ধরে রাখ যোগেশ্বরী-মন্দির ভিতরে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যোগেশ্বরীর মন্দির-সংলগ্ন প্রাংগন।

কোষবদ্ধ বড় একখানা কাঁচি লইয়া মহাবীর
উপস্থিত হইল।

মহাবীর। ভাণ্ডুরি! কই, এখানেও তো নেই! সর্বনাশ করলে, আজ আমারও চাকরি যাবে, ও হতভাগাটাও মরবে। অত-গুলো বোষ্টমকে কারাগারে পুরে চাবি দিয়ে রাখা হলো, এখন দেখছি একটাও নেই! বন্দীদের হাজির করতে না পারলে, উল্টে যে আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে! চাবিই বা খুললে কে—আর পালালই বা কখন? এ নিশ্চয় ভাণ্ডরীর কর্ম—ঘুষ নিয়ে সবকটাকে ছেড়ে দিয়েছে!

লাঠিহাতে কালু চামারের প্রবেশ।

কালু। রাজা কই—রাজা কই? পাজি ভাণ্ডরীটা বললে—মন্দিরে রাজার কাছে আমাদের বিচার হবে। হ্যাঁ, বিচার চাই। কই, কোথায় রাজা?

মহাবীর। [কাঁচি বাহির করিয়া] খবরদার, কাঁচির সামনে

এগুবি না—যা বলতে চাস দূর থেকে বল। রাজা ঘুমুচ্ছেন—আমিই বিচার করে দিচ্ছি।

কালু। ভাণ্ডরী আমার বউটাকে বেঁধে এনেছে কেন? বিচার শোনবার আগেই তার মাথাটা আমি দুফাঁক করে দোবো।

মহাবীর। ব্যাপারটা কি খুলে বল না!

কালু। রুইদাসকে খুঁজে পায়নি বলে, দশ বছর ধরে কেবলই আমাদের মার-পিঠ করতে যায় ঐ ভাণ্ডরী ঠাকুর। কথায় কথায় ঘরে আগুন দিতে যায়। আজ সুযোগ বুঝে, রুইদাসকে না পেয়ে আমার বউটাকে ধরে এনেছে।

মহাবীর। তুই ছিলি কোথা? তখন লাঠি চালাতে পারিসনি?

কালু। দুখানা কাঠ আনতে বাগানে গেছি, উল্লুকটা তক্কে-তক্কে ছিল, কাজ হাঁসিল করে চলে এসেছে। সেটাকে একবার ডাক তো ঠাকুর—তার সংগে একটা বোঝা-পড়া করে যাই!

মহাবীর। তোদের গাঁয়ের লোকগুলো কি মরেছিল? একজনও ঐ ভাণ্ডরী গোঁয়ারটার মাথা নিতে এগিয়ে এল না?

কালু। দোরে খিল দিয়ে সবাই নিজের নিজের ঘর সামলাচ্ছিল। ঠাকুর! এগুবার হলে এগুতো—মাথাও নিতো।

মহাবীর। এখানে এসে চ্যাঁচালে কি হবে? তোদের হরিভক্ত ছেলের জন্যে ব্যাপার যা গড়িয়েছে, রাজা নিজে এর বিচার করে না দেখলে কোন ফল হবে না।

কালু। তুমি ভাণ্ডরী ঠাকুরের ওপর-ওলা, তুমি কিছু করতে পারবে না?

মহাবীর। আমি? আমারই প্রাণ নিয়ে টানাটানি! একগাদা বোষ্টম কারাগার ভেঙে উধাও হয়েছে—বিচারে আমিই এখন মরি

কি বাঁচি তার ঠিক নেই—আর অপরাধগুলোই বা তোরা করিস কেন বাপু?

কালু। ছেলেকে যমের মুখে ধরে দিইনি বলে অপরাধ হয়ে গেল? গরীবরা মাথা তুলে কথা কয় না বলে তাদের বুকে পাথর চাপিয়ে মারবে? ঘর জ্বালিয়ে দেবে—মেয়ে লুটবে?

মহাবীর। অমন জোয়ান ছেলেকে ঘরে লুকিয়ে রেখে ভীতু কাপুরুষ করে তুলছিস কেন বাপু? ঘরের বাইরে আসতে দে—লাঠি ধরে বাঁচবার চেষ্টা করুক।

কালু। ছেলে ঘরে থাকলে তো বার করে দোবো বাবু! আজ দশ বছর সে ঘর-ছাড়া, ভাল-মন্দ একটা খবরও কানে শুনতে পাই না। তাই শোকে-তাপে মাথায় যেন খুন চেপে আছে ঠাকুর! তুমি এখন রাজাকে খবর দাও—হতভাগা ভাণ্ডরীটাকে ডাক—আমার বউটাকে সামনে একবার এনে দাও—নইলে তোমার মাথাটাই ফাটিয়ে দোবো।

মহাবীর। খুব খবরদার! শোধন করা রক্ত খেগো কাঁচির কাছে, এগুসনি, কুচ ক'রে কচুকাটা হয়ে যাবি! হরিনাম করতে হয় কর, ধেই ধেই করে নাচতে হয় নাচ—আমি কথাও কইবো না—বিচারও করবো না; বিচার করবেন রাজা—কৈফিয়ৎ দিবি রাজাকে। অপরাধ করলে ভাণ্ডরী, আর লাঠি মারবি কাঁচিধরা মহাবীরের মাথায়? এ কাঁচি চলতে আরম্ভ করলে কারো মাথা থাকবে নাকি?

ভাণ্ডরীর প্রবেশ।

ভাণ্ডরী। মাথা গেছে—মাথা গেছে—একেবারে গোল্লায় গেছে!! চামার-মাগীর একটা লাথিতে ছাতু হয়ে গেছে!

কালু। ওরে শয়তান, তবে বাকিটা আমিই শেষ করে দিচ্ছি। [ভাগুরীকে আঘাত করিতে উদ্যত]

ভাগুরী। এই-এই-এই, কাঁচি চালাও—কাঁচি চালাও মহাবীরদা—

সহসা আনন্দীর প্রবেশ।

আনন্দী। কাউকে কিছু চালাতে হবে না! মাথায় লাথি মেরেছি, এবার নাক-কাণগুলো ছিঁড়ে নোবো। [ভাগুরীর কাণ ধরিল]

কালু। পাজি নচ্ছারের নাক-কাণগুলো আমার হাতে জমা দে আনন্দী, আর রক্তটা মায়ের মন্দিরে ছিটিয়ে দে; ওদের মা ওদেরই রক্ত খাক। কাঁচিটা দাও তো একবার—

মহাবীর। এই মরেছে—[কাঁচি খাপে পূরিল]

ভাগুরী। কাণটা ছেড়ে দে বলছি! রাজার হুকুম শোনা কাণ—ছিঁড়ে রক্ত বেরুলে দেড় মন সোনা দাম দিতে হবে।

আনন্দী। [কাণ ছাড়িয়া] কেন, দামের বদলে পায়ের জুতো নেবে না? আগে তোমার অন্যায়ের দাম নিয়ে তবে আমার নাম!

কালু। বাঁচতে চাও তো মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে পাপের ক্ষয় কর। হরিভজার হরিকে তোমরা না মানলেও, তোমাদের মাকে আমরা মানি। মানি বলেই মায়ের সামনে তোমায় বলি দোবো।

ভাগুরী। মহাবীর দাদা! তুমি থাকতে এসব কি হচ্ছে?

মহাবীর। যা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছি। এতদিন ঘুষ নিয়ে থলি মোটা করেছ, এবার ঘুষ দিয়ে মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা কর।

কালু। না, ঘুষ নিয়ে আমরা মুখ বন্ধ করবো না।

আনন্দী। গরীব, ছোট জাত হলেও, ঘুষ নিয়ে মান হারাবার কাজ করবো না—তোমাদের মন্দিরের মাও তা সইবে না।

কালু। আমরা কেউ সইবো না—মহারাজের কাছে এর বিচার চাই।

পিপাজীর প্রবেশ।

পিপাজী। বিচার—বিচার—বিচার। কিসের বিচার? নিক্তি ধরে ওজন করা বিচার এখানে নেই, তবু মহারাজের কাছে কে বিচার চাও?

আনন্দী। মায়ের রাজ্যে বাস করে আর কত অন্যায় অত্যাচার সইবো রাজা?

পিপাজী। যোগেশ্বরী মা কোন দিনই কারো অন্যায় দেখতে পারে না, আমি জানি। সে কথা নূতন করে শোনাতে এসেছ কে তুমি? [কালু ও আনন্দী রাজাকে প্রণাম করিল] এরা কে মহাবীর?

মহাবীর। আজ্ঞে, কালু চামার আর তার বউ।

পিপাজী। কি চাও তোমারা? হরিভক্ত ছেলেকে ঘরে লুকিয়ে রেখে এখানে এসে শাক্তধর্মীর মাকে নিয়ে বিচার করছিলে কেন?

কালু। বিচার করতে আসিনি রাজা! ভগবানকে সাক্ষী রেখে. মাকে সাক্ষী রেখে রাজার কাছে বিচার চাইতে এসেছি।

পিপাজী। কিসের বিচার?

কালু। ঐ ভাণ্ডরী ঠাকুরের অত্যাচারে দেশে বাস করতে পারছি না রাজা!

পিপাজী। সেটা তোমাদেরই দোষ। হরিনাম করে হরিঠাকুরকে মানতে গেলে, ভাণ্ডরী ঠাকুরের নির্যাতন সইতেই হবে!

ভাণ্ডরী। হরিনাম করতে নিষেধ করি বলে আবার মারতে আসে—এতবড় ছোটলোক!

পিপাজী। তুমি চুপ কর ভাণ্ডরি!

কালু। দশ বছর রুইদাস ঘরছাড়া, ভাণ্ডরী ঠাকুরকে এ কথা কিছুতেই বোঝাতে পারিনি। আমাদের ভাতের হাঁড়ীতে অমন দশ দিন জঞ্জাল ঢেলে এসেছে, ঘরে আগুন দিতে গেছে, জুতো শুদ্ধ লাথি মেরেছে, আজ আমার বউটাকে ধরে এনেছে।

ভাণ্ডরী। মেয়েমানুষ হলে কি হয়, ওর বউটা গুণ্ডা—মাথায় লাথি মেরে আমায় অপমান করেছে মহারাজ!

পিপাজী। তোমার মাথাটা কেটে শ্যাল-কুকুরের মুখে ধরে দেয়নি এই তোমার সৌভাগ্য! ছোট জাত হলেও নারী—নারী, তার গায়ে হাত দিতে যাও কোন অধিকারে?

ভাণ্ডরী। আজ্ঞে, ওটা আবার হরিনাম করতে করতে দশবাই-চণ্ডী হয়ে নাচে—

পিপাজী। নাচুক—তবু ওরা আমার যোগেশ্বরী মায়ের অংশোদ্ভূতা নারী। কশাঘাত করতে আদেশ দিয়েছি নারীকে নয়—বিদ্রোহী পুরুষদের। বেঁধে এনে কারাগারে রাখতে বলেছি পুরুষদের—নারীকে নয়। শাক্তধর্মে দীক্ষিত না হলে মাথা নিতে বলেছিলুম পুরুষদের—মেয়েদের নয়।

আনন্দী। আমায় ধরে এনে ও যে অপরাধ করেছে, আমি তার বিচার চাই মহারাজ!

পিপাজী। ঐ ঘরভেদী বিভীষণের অপরাধে আমারও অপরাধ হয়েছে মা! তার প্রায়শ্চিত্ত করবো—তোমার মুক্তির সংগে তোমার অপরাধী স্বামীকে মুক্তি দিয়ে। এবার থেকে তোমরা হবে শাক্ত; বৈষ্ণবও নয়—নাস্তিকও নয়! যাও, ঘরে ফিরে যাও—

কালু। তুমি সত্যিই রাজা—রাজার মতই বিচার করেছ। খাঁটি

মনেই বলছি—আমরা নাস্তিক নয় রাজা! আমরা চার হাতের নারাণ ঠাকুরকেও মানি, আবার দশহাতের মা-দুর্গাকেও গড় করি। আয় আনন্দি—

[কালু চামার ও আনন্দীর প্রস্থান।

পিপাজী। মহাবীর! এই ঘরভেদী বিভীষণকে দিয়ে তুমি কাজ চালাবে নাকি?

মহাবীর। আজ্ঞে, তা কি হয়? ছাগল দিয়ে যব মাড়ালে চলবে কেন? কাঁচি চালিয়ে জনকতক অকর্মণ্যকে ছাঁটাই না করলে উপায় নেই মহারাজ! ঘরভেদী বিভীষণ সাংঘাতিক লোক—রাবণকে সাবাড় করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে! আচ্ছা ভাগুরি, কি মনে করেছ তুমি?

ভাগুরী। যে কাজের ফল উল্টো হয়ে দাঁড়ায়, সে কাজ আর না বুঝে করবো না মনে করেছি।

পিপাজী। হ্যাঁ—বুঝে কাজ করাই রাজনীতির মর্যাদা রাখা। রাজ-কর্মচারীদের পরিচয় রাজ্যের পুরুষরাও জানবে, মেয়েরাও জানবে, ছেলে-বুড়োও জানবে। আগে উত্তর দাও—অতগুলো পুরুষ-বন্দী কারাগারে ছিল, রাজশক্তির কোন ঔদাসীন্যের ফলে তারা পালাবার সুযোগ পায়? মহাবীর, তুমি জান?

মহাবীর। আজ্ঞে জানতেও পারিনি কখন পালালো—

পিপাজী। অথচ বিদ্রোহীর গলা কাটবার কাঁচি একখানা সর্বক্ষণই তোমার সংগে থাকে! যাও, ভাল করে খোঁজ নাও—কেন এ বিপর্যয় ঘটলো।

মহাবীর। যে আজ্ঞে, এর কারণ আর ফলাফল আমি খুঁজে বার করবুই। [প্রস্থান।

পিপাজী। ভাণ্ডরি, তুমি বোধ হয় কিছুই জান না?

ভাণ্ডরী। আজ্ঞে, কারাগারের চাবি আমার হাতে, অথচ কি ভেল্কী দেখিয়ে কোনখান দিয়ে পালালো, আমি ধারণায় আনতে পারছি না।

পিপাজী। তোমরা ধারণায় আনতে পার না—কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, সংঘবদ্ধ বৈষ্ণবের দল কারামুক্ত হয়ে আমার অস্ত্রাগার পর্যন্ত লুঠ করে গেছে। যাও, দূর হও অপদার্থ অকর্মণ্য!

ভাণ্ডরী। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান।

পিপাজী। এ দুঃসাহস তারা কোথায় পায়—কে তাদের মুক্তি দিয়েছে?

সীতাদেবীর প্রবেশ।

সীতাদেবী। আমি।

মাধবজীর প্রবেশ।

মাধবজী। না দাদা, আমি।

পিপাজী। অর্থাৎ তোমার দুজনেই। রাণী হয়তো কারাগারের চাবি খুলে দিয়েছে—আর ভাই হয়তো অস্ত্রাগার দেখিয়ে দিয়েছে লুঠ করতে।

সীতাদেবী। হ্যাঁ, তাই। অতগুলো হরিভক্ত বন্দীর মাথা নেওয়া হবে—তাদের বাঁচাবার কেউ থাকবে না?

মাধবজী। বন্দীরা অস্ত্রাগার লুঠ করেছে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে নয়—আত্মরক্ষা করতে।

পিপাজী। স্তব্ধ হও, উন্মাদের প্রলাপ শুনতে চাই না,—আমি এর কৈফিয়ৎ চাই।

সীতাদেবী। রাণীর অধিকার আছে বলেই বন্দীদের মুক্তি দিয়েছি।

মাধবজী। রাজার রাজধর্ম রাখতেই, ন্যায়ধর্ম আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিল রাজা! রাজনীতিকে বাঁচাতে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাণীদেবীকে সাহায্য করেছি।

পিপাজী। রাজরাণীকে সাহায্য করতে তুমি আমাকে বন্দী করলে না কেন? আমার মাথাটা নিলে না কেন? আমার গোটা দেহখানা অবরোধ করে রেখেছ যদি, সেটাকে শেষ করে দাও না কেন?

সীতাদেবী। সব অপরাধে অপরাধী আমি। আমার রাজভক্তিও নেই—স্বামিভক্তিও নেই; রাজদ্রোহী শত্রু হয়ে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, যদি গায়ের জ্বালা মেটাতে চাও, তোমার সৈন্যবাহিনী দিয়ে আমায় তোপের মুখে উড়িয়ে দাও।

পিপাজী। রাজরাণী তো নিজের দণ্ড বেছে নিলেন; এবার তোমার কি দণ্ড দিতে হবে ভাই? বল—আমার কলংকের ভয় নেই। যার ভাই বিদ্রোহী, পত্নী বিপক্ষে, প্রজারা শত্রু, নগ্ন বিশৃংখলার ওপর যে দাঁড়িয়ে, তার আবার কলংকের ভয় কি? আমার শাক্তধর্ম নিয়ে আমি মহাপাপী, আর তোমরা বৈষ্ণব-ধর্মের পক্ষ নিয়ে খুব পুণ্যাত্মা—কেমন?

সীতাদেবী! ধর্ম—ধর্ম—ধর্ম।—সব ধর্মের চেয়ে সত্যধর্মই যে বড়, কথাটা যদি রাজাকে বোঝাতে না পারি, তবে বৈষ্ণবের নারায়ণও থাকুন মন্দিরে মন্দিরে আগল দিয়ে মুখ লুকিয়ে, আর তোমার শাক্ত—ধর্মের মাও থাকুন মন্দিরের গর্ভগৃহে লক্ষ চাবির আটক জালে পড়ে। যখন বৈষ্ণব শাক্ত এক হবে, তখন দেখবে—তোমার যোগেশ্বরী

মা হয়েছেন মদনমোহন, আর মন্দিরের নারায়ণ হয়েছেন তোমার যোগেশ্বরী মা।

[প্রস্থান।

পিপাজী। বাঃ. চমৎকার! খাসা বিচার! এখনো যাদের বিশ্বাস করি, তারাই চায় আমার ধর্মটা রসাতলে পাঠাতে। আর কেন মাধব, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এস—তোমাদের চোখে হরি-বিদ্বেষী এ পাষণ্ড রাজার মুখখানা আগুনে ঝলসে দাও—তোমাদের অবরোধ সার্থক কর।

মাধবজী। ধর্মে যদি আঘাত করে থাকি, মাথাটা বাড়িয়ে দিচ্ছি দাদা, তরবারি বসিয়ে দাও, আমি কথাটী কইবো না।

পিপাজী। তার আগে তুমিও তো আমার মাথা লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছ!

মাধবজী। দাদা—

পিপাজী। চুপ! নয়তো যুক্তি করে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে, গলা টিপে প্রাসাদ থেকে আমায় তাড়িয়ে দাও—প্রকৃতির প্রতিশোধ ভেবে আমি সেই দিনেরই অপেক্ষা করবো। তোমাকে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে হবে—সে ব্যবস্থাও করছি। এই, কে আছ—মাধবজীকে বন্দী কর। [প্রস্থান।

মাধবজী। বন্দী করবার মানুষ আর লোহার শেকল উড়ে যাবে দাদা! ভায়ে ভায়ে দ্বন্দ্ব আমি চাই না; তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি বড় হও—আমাকেই প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে গাগুরোণে তোমার শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চম্পাপুরে রামানন্দ স্বামীর আশ্রম-সান্নিধ্য।

ফুলের মালা গলায়, মাথায় চূড়া বাঁধা, চন্দন-চর্চ্চিত যুবক রুইদাস উপস্থিত হইল।

রুইদাস।—

গীত।

কাঁদে আমার প্রিয়সাথী মন-ময়না রে।
পিঞ্জরে আর থাকবে না সে বাঁধন খোলা চায় রে॥
এতদিনের ময়না আমার এত ভালবাসা,
আমায় ছেড়ে খাঁচার বাইরে পাতবে সে কি বাসা,
তাই পিঁজরেখানা সাধের ময়না ভাঙছে ফন্দী করে॥

ব্রাহ্মণ-যুবকবেশে নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। তুমি তো রামানন্দ স্বামীর চেলা?

রুইদাস। [প্রণামপূর্ব্বক] আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

নারায়ণ। আমি তাঁর নাম শুনে এসেছি। শুনলুম, স্বামিজী এক আদর্শ শিষ্য তৈরী করেছেন; তা তিনি পারেন! যিনি বড়কে নীচু করতে পারেন, নীচুকে উঁচু করতে পারেন, তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই।

রুইদাস। শ্রীগুরুর শিক্ষাদান, মন্ত্রণাদান, দয়ার পদ্ধতি দুষ্প্রাপ্য—দুর্মূল্য!

নারায়ণ। মানুষের ক্রিয়াচার, আশ্রমধর্ম, মায়াবাদ, গুরুগৃহে শিক্ষা করেছ কিছু?

রুইদাস। শিক্ষার শেষ নেই—যত শিখছি, প্রলোভন বেড়েই চলেছে।

নারায়ণ। তোমাকে চামার থেকে আবার বামুন করে নিয়েছেন নাকি ?

রুইদাস। চামার বলে কারো গায়ে লেখা থাকে না ভদ্র! নারায়ণ হতেও শ্রেষ্ঠ গুরু—মহাজন; তাঁর আশ্রমে, ফুলে-জলে, আরতি ভোগে, অনুষ্ঠান রচনায় যে অবাধ অধিকার পেয়েছি, তাতে তিনি আমায় কোনো শ্রেণী থেকে নীচেয় রাখেননি। আমার গলায় যজ্ঞ-সূত্র দেননি আমার জাতিকে বাঁচাতে; তাতে আমার দুঃখ নেই। শ্রীগুরুর কৃপায়, ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্মে আমি পূর্ণ অধিকার পেয়েছি।

নারায়ণ। ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এসে তোমার কান্তিও বেশ মধুর—মাথায় চূড়া বাঁধাও বেশ সুন্দর! ভাবাবেশে মাঝে মাঝে ঠাকুর দেবতা সাজবার ইচ্ছা হয় বুঝি ?

রুইদাস। এ দেহখানাই তো ঠাকুরের! মন আকুল হয়ে উঠলে, কৃষ্ণ সেজে দাঁড়াই, বাঁশের বাঁশী বাজাই, নদীর ধারে নাচগান করি। আমার মধ্যে ঠাকুর আছেন বলেই, ঠাকুর যেমন সাজান তেমনি সাজি।

নারায়ণ। গলার মালাটিও সুন্দর—

রুইদাস। আমার ঠাকুর সুন্দর বলে সুন্দরের গলায় মালা পরাই। আমিও তো নারায়ণ, তাই পরম সুন্দর মদনমোহনের তৃপ্তি অনুভব করতে নিজের গলায় মালা দুলিয়ে সৌন্দর্যের সেবা করি। [নিজের গলায় মালা লইয়া] আপনিও নারায়ণ—এ মালা আপনিও পরতে পারেন—[নারায়ণের গলায় মাল্যদান]

নারায়ণ। একি, আমার গলায় মালা দিলে কেন ?

রুইদাস। নিজের রূপ-সৌন্দর্য নিজে দেখা যায় না- তাই মালা দিয়ে দেখলুম, আপনার ভেতরের নারায়ণ বাইরেও কত সুন্দর!

নারায়ণ। তোমার দেবভক্তি অচলা হোক—আমি ভারী খুসী হয়েছি তোমার কথায়। নীচবংশে তোমার জন্ম হলেও, গুরু তোমায় আদর্শ করে গড়ে তুলেছেন। তোমার বাড়ী কোথায় ছিল?

রুইদাস। চম্পাপুরের দক্ষিণ গ্রামে-—

নারায়ণ। তোমার কে আছে?

রুইদাস। আমার মা আছেন—বাবা আছেন—

নারায়ণ। কতদিন আশ্রমে আছ?

রুইদাস। দ্বাদশ বৎসর। নীচ থেকে উচ্চ করে গড়ে তুলতে শ্রীগুরু নিজেই আমায় পথ দেখিয়ে এনেছেন।

নারায়ণ। কতদিন থাকবে এখানে?

রুইদাস। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে—এবারে বোধ হয় ফিরে যেতে হবে।

নারায়ণ কোথায় যাবে?

রুইদাস শ্রীগুরুর যেমন নির্দেশ হবে।

নারায়ণ। তোমার শ্রীগুরুর সংগে একটু পরিচিত হতে চাই। যিনি নীচকে এমন উচ্চ শিক্ষায় মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন, যিনি এতবড় নির্বিকার, সমদর্শী ব্রাহ্মণ, তোমায় বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করে যিনি নারায়ণের পাদপদ্ম চিনিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে আমি শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনা করতে চাই।

রুইদাস। আপনি আশ্রমের ভিতর চলুন—

নারায়ণ। উদার, মহৎ তুমি—তোমার আচরণে আমি সন্তুষ্ট।

[প্রস্থান।

রুইদাস ।—

পূর্ব গীতাংশ

পিঞ্জরে আর ময়না আমার থাকতে নাহি চায়,
উড়বে বলে খাঁচার পাখী এদিক ওদিক চায় ;
আমার ময়না গেলে বাঁচবো কি আর, থাকবে কে আর ঘরে ॥

কাতরভাবে চন্নার প্রবেশ ।

চন্না । হ্যাঁগা, একি রামানন্দ ঠাকুরের আশ্রম ?

রুইদাস । হ্যাঁ, কি চাও এখানে ?

চন্না । তেষ্টার জল, বড় পিপাসা, অনেকদূর থেকে আসছি ।

রুইদাস । আচ্ছা, আগে জল এনে দিই, দাঁড়াও—

[প্রস্থান ।

চন্না । এইতো সেই—আমার খেলার সাথী ; চামার-পল্লী থেকে এখানে এসে সাধু হয়েছে ! ধরেছি যখন,ধরেই নিয়ে যাবো । বাবা, বারোটা বছর বাপ-মাকে ছেড়ে কি করে আছে ? ছেলেকে দেখতে এলে বাপ-মা নাকি অন্ধ হয়ে যাবে ; তাই তারা আসেও না— দেখেও না । বুকগুলো সব পাথর করে ফেলেছে । তা হবে কি ! বারো বছর তো কেটে গেল ! আমাকে হয়তো ভুলেই গেছে— দেখিই না, চিনতে পারে কিনা । সন্ধান পেয়েছি যখন, রুইদাসকে ধরে নিয়ে যাবো, তবে আমার নাম চন্না ! আমার খেলার সাথীকে আমিই বা ছেড়ে দেবো কেন ?

কমণ্ডলু হাতে রুইদাসের পুনঃ প্রবেশ ।

রুইদাস । জল এনেছি—হাত পাত । [চন্না আঁজলা ভরিয়া জল খাইল] পিপাসা মিটেছে ?

চন্দনা। জলের পিপাসা মিটলো—প্রাণের পিপাসা মিটলো না।

রুইদাস। প্রাণের পিপাসা কোন কালেই মেটে না! যাক, কোথায় যাচ্ছিলে যাও। আমার কাজ আছে! [প্রস্থানোদ্যত]

চন্দনা। একটু দাঁড়াও—দুটো কথা বলবো।

রুইদাস। বল।

চন্দনা। তুমি তো রুইদাস?

রুইদাস। তুমি আমায় জান?

চন্দনা। চামার-পল্লীর মেয়ে আমি; তোমায় চিনি না? মা হলো আনন্দ মাসী—বাপের নাম কালু চামার—আর আমি ছিলুম তোমার খেলার সাথী; দ্বারকা চামারের মেয়ে গো—আমার নাম চন্দনা।

রুইদাস। চন্দনা? তুমি এখানে কেন? একা এসেছ নাকি?

চন্দনা। একাই এলুম। তোমার গুরু নাকি বলে এসেছে—তোমার বাপ-মা এখানে এলে অন্ধ হয়ে যাবে? বারো বচ্ছর তোমায় না দেখে, তারা যে ঘরে বসেই কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলো! অতবড় ছেলে, বারো বছর ধরে লেখাপড়া শিখে সাধুগিরি করছো, বাপ-মাকে একবার দেখতে যাবার সময় হয় না?

রুইদাস। তুমিও তো আর ছোট নেই। অতবড় হয়েছ, তুমি বা একলা এলে কি বলে? তোমার বাপ-মা কিছু বলবে না?

চন্দনা। বাপ-মা থাকলে আসতে দিতো নাকি? সব মরে-হেজে শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন তোমাদের ঘরে থাকি—ওদেরও না বলে চলে এসেছি।

রুইদাস। অন্যায় করেছ।

চন্দনা। বলে এলে আসতে দিতো বুঝি? তোমার দেখা পেয়েছি

যখন, আর আমি ভাবি না। কত ঘুরে ঘুরে, কত সন্ধান নিয়ে তবে এসেছি।

রুইদাস। পথে যদি বিপদ ঘটতো? কাউকে সংগে না নিয়ে একলা এ রকম আসে নাকি? বয়েস হচ্ছে না?

চন্ননা। ও বাবা, বয়েস হচ্ছে না আবার? বয়েস হয়েছে বলেই তো—[ছোরা বাহির করিয়া] এই যে, এই অস্ত্রখানা সংগে এনেছি।

রুইদাস। এরপর বাড়ী ফিরবে? পথে রাত হয়ে যাবে যে?

চন্ননা। ফেরবার হলে ফিরতে হবে বৈকি—তা সে দিনেই হোক আর রাতেই হোক। আমার অত বাঘ-ভাল্লুকের ভয় নেই—চোর ডাকাতের ভয় নেই।

রুইদাস। যতই সাহস থাক—এ বয়েসে এমন করে পথে বেরিয়ে ভাল কাজ করনি।

চন্ননা। আসবার সময় একা এলেও যাবার সময় তোমায় সংগে নিয়ে দোকা হবো—তোমার সাহস নিয়ে ঘরে ফিরবো।

রুইদাস। আমি কোথায় যাবো? গুরুর আদেশ না পেলে আমার আশ্রম ছেড়ে যাবার উপায় নেই।

চন্ননা। আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

রুইদাস। অমনি ধূলো পায়েই ফিরে যাও।

চন্ননা। তা বলবে বই কি! লেখাপড়া শিখে, সাধুগিরি করে মানুষ হয়েছে না ছাই হয়েছে। ভদ্দর-ঘরে থেকে চেহারার জৌলুসই বেড়েছে, তোমার মনের জৌলুস গোল্লায় গেছে। বাপ-মাকে ভুলেছ—আমার ছেলেবেলাকার কথা ছেড়েই দাও, এখন যে মনের টানে এতটা পথ ছুটে এলুম, পথ-হাঁটার মেহনৎটা শুধু একটু পিপাসার জল দিয়েই মিটিয়ে দেবে?

রুইদাস। আর কি চাও বল?

চন্ননা। না হয় একটা রাত এখানে থাকতুম—পাতের এঁটো-কাঁটা পেসাদ পেতুম। তোমার আশ্রমের এক মুঠো ভাত পাবারও ভাগ্য করিনি—ক্ষিদে নিয়ে ফিরে যাবো?

রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

রামানন্দ। ফিরে যাবে কেন মা? আশ্রমে বসে ক্ষিদে মিটিয়ে নাও। রুইদাস! মেয়েটিকে আশ্রমের ভেতরে বসিয়ে অন্ন-প্রসাদ দিয়ে সন্তুষ্ট কর।

রুইদাস। এসো।

[প্রস্থান।

[চন্ননাও রামানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিয়া যাইতেছিল]

রামানন্দ। একটা কথা শোন মা! [চন্ননা ফিরিল] তুমি চামার-পল্লী থেকে আসছ? কালু চামারের প্রতিবেশী তুমি?

চন্ননা। হ্যাঁ ঠাকুর!

রামানন্দ। রুইদাসের বাপ-মা তোমায় পাঠিয়েছে না তোমার কোন স্বার্থ নিয়ে নিজেই এসেছ?

চন্ননা। আমি কারো মতামত নিয়ে আসিনি—বারো বছর কেটে গেছে হিসেব করে রুইদাসকে নিতে এসেছি।

রামানন্দ। আসবার প্রয়োজন ছিলনা—সময় বুঝে নিজেই সে ব্যবস্থা করতুম! কষ্ট করে এসে ভুল করেছ মা—অকারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে!

চন্ননা। ক্ষিদের ভাত জোর করে আদায় করতে আসিনি ঠাকুর—উপোস করে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

রামানন্দ। অন্যায় করে রাগ দেখিয়ে ফল নেই বালিকা! রুই-দাসের সাধনার পথে তার বাপ-মায়ের দরদী বাধার চেয়ে, তোমার স্বার্থ এখানে রুইদাসের সর্বনাশের, তাই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—রুইদাসের সংগে আর বাক্যালাপ করবে না।

চন্দনা। আমি এমনিই বিদায় নিচ্ছি ঠাকুর—পেসাদ পাবার দরকার নেই। এমন জানলে আমি আসতুম না। [প্রস্থানোদ্যত]

রামানন্দ। যাচ্ছ কোথায়—দাঁড়াও! খিদে জানিয়ে অন্ন চেয়েছ; যাচা অন্ন ত্যাগ করে, আশ্রমকে ঘৃণা দেখিয়ে অপমান করবার স্পর্ধা দেখিও না—কল্যাণ হবে না। প্রসাদ পাবার পর গৃহে ফেরবার রাগ দেখিও—আমি আপত্তি করবো না।

চন্দনা। রুইদাসকে আমি ঘরে নিয়ে যাবো ঠাকুর!

রামানন্দ। ঘরেই সে যাবে—তবে তোমার সংগে নয়।

চন্দনা। নাই যাক—আমায় একাই যেতে দিন।

রামানন্দ। যাবে প্রসাদ পাবার পর। একা যাওয়া হবে না—সংগে লোক দোবো—পৌঁছে দিয়ে আসবে।

চন্দনা। সেও স্বার্থপর কি না, না জেনে আমিই বা তার সংগে যাবো কেন?

রামানন্দ। রাগ করে জ্ঞান হারিও না মা! দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টায় যে রত্ন গড়ে উঠেছে, তার নিরঞ্জন আমি দেখতে পারবো না। যে স্বার্থের লোভে, নিজের মর্যাদা বিপন্ন করে একা এখানে এসেছ, সে স্বার্থ পূর্ণ করবার আগে ভেবে দেখ মা, কেন তার পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে রুইদাসকে দ্বাদশ বৎসর এখানে ধরে রেখেছি।

চন্দনা। তাতে রুইদাসের বাপ-মা আপনার সুখ্যাতি করলেও আমি করবো না ঠাকুর! আমরা ছোটজাত, লেখাপড়া শিখে যতই

ভদ্দরলোক সাজি, জাতের নাম ঘুচবে না। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ নিলে কেউ তাকে ময়ূর বলে না। পেসাদ আমার মাথায় থাক ঠাকুর— আমি মিষ্টিমুখেই বিদেয় নিচ্ছি।

রামানন্দ। বাচালতা রাখ বালিকা! আমার ধর্মে আঘাত করে অভুক্ত কুমারী ফিরে গেলে, তোমার বিপদের অবধি থাকবে না। যাও, ভেতরে যাও—

সশস্ত্র ভাণ্ডরীর প্রবেশ।

ভাণ্ডরী। খুব কড়া ব্যবস্থা দেখতে পাই যে! একে তো "হরি হরি" করে গাঙরোল রাজ্যের সর্বনাশ করছো, তার ওপর জাত-বেজাতের মাথা খেতে, মেয়ে ধরবার ফাঁদ পেতেছ নাকি?

রামানন্দ। কে তুমি?

ভাণ্ডরী। হরিভজার যম—রাজপুরুষ।

রামানন্দ। অর্থাৎ অত্যাচারী কাপুরুষ। এখানে কি চাও?

ভাণ্ডরী। তেজ দর্প সব ঘুচিয়ে দোবো—তোমার মত ধাড়ীটাকে ঢিট করে তবে বাড়ী ফিরবো। তোমায় বাঁধবো, ছাঁদবো, কাটবো—কেটে বিশ টুকরো করবো।

রামানন্দ। এ রাজার আদেশ না তোমার মনগড়া ব্যবস্থা?

ভাণ্ডরী। শাক্ত রাজার রাজ্যে হরিনামের ধ্বজা উড়িয়ে বসে আছ—তার ওপর মেয়েঘটিত ব্যাপার জড়ালে রাজার আদেশে তোমার মাথা থাকবে না।

রামানন্দ। শলা-পরামর্শ করে রাজাকে তো তাড়াবার ব্যবস্থা করেছ! গোটা মানুষটাকে যদি তাড়াতে পার, আদেশটাকে তাড়াতে পারবে না?

ভাণ্ডরী। রাজা বিনা রাজ্য আটকায় নাকি? এক রাজা যাবে, অন্য রাজা আসবে। রাজা গেলেও রাজার আদেশ যাবার নয়। মনে করেছ খবর রাখিনা কিছু? কালু চামারের ছেলেটাকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছ কেন? বারো বচ্ছর ধরে খোঁজ করছি রুইদাসটাকে যমের বাড়ী পাঠাতে, তুমি তাকে পাখনা ঢাকা দিয়ে আগলে রেখেছ কি করতে? আজ প্রাণে মারবো—ঘরে আগুন দিয়ে সব পথের কুকুর করে ছেড়ে দেবো!

রামানন্দ। অকর্মণ্য অবিচারীর উক্তি!

ভাণ্ডরী। কোথায় রুইদাস? চামারটাকে ডেকে দাও—তার মাথাটা নিয়ে যাই—

রামানন্দ। মাথা সে দেবে না—বরং তোমার মাথাটা তার ভগবানের সামনে তোমাকেই নোয়াতে হবে।

ভাণ্ডরী। চুপ কর। মেয়ে লুটের মতলবে আশ্রমের নামে ফাঁদ পেতে বসে আছেন, উনি আবার ভগবান দেখাচ্ছেন! আর তুই বা কি রকম বোকা মেয়ে বল তো? তোর ওপর ডাকাতি করে, হরিভজা ভক্ত বিটেলের দল আড্ডায় ধরে রাখতে চায়, তবু চুপ করে আছিস? হলেই বা ছোটলোকের মেয়ে, তাবলে ভণ্ডগুলো তোর মাথা খাবে—মুখ বুজে তাই সয়ে যাবি?

চন্দনা। আমরা সহ্য করি আমাদের ঘরোয়া মান-অভিমান, ঘরোয়া ঝগড়া; তোমরা তাতে উসকুনী দাও কেন? হরিনাম করে বলে রুইদাসকে বেঁধে নিয়ে যাবে, অন্যায় করে তার মাথা নেবে, আমরাই বা সইবো কেন? ঠাকুরের সংগে আমার বচসা শুনে মনে করবেন না, ঠাকুর মেয়েলুটের ডাকাত; ঠাকুরের সংগে মেয়েদের ভাসুর-ভাদ্দর বউ সম্পর্ক!

ভাগুরী। ঐ ঠাকুরই তোদের মাথা খাবে।

চন্ননা। তা খায় খাবে; তাবলে তুমি রুইদাসের মাথা নেবে, ইতর ভদ্দর কেউ সইবে না।

ভাগুরী। আর আভিজাত্য ভুলে, বামুন ভদ্দর যে চামারের দলে ভিড়ে, একাকার করে সব জজিয়ে দেবে, রাজনিয়মও তা সইবে না।

রামানন্দ। সর্বজীবে সমদয়া আমাদের ধর্ম, সমদর্শিতা আমাদের নীতি, উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান না রেখে স্থষ্টির শুশ্রূষা করা আমাদের নিত্যকর্ম; আভিজাত্য আমাদের মনুষ্যত্বের—মানুষকে ঘৃণা করতে নয়।

ভাগুরী। গোল্লায় যাবার এই মনুষ্যত্বই তোমাদের শেষ করবে—একটার পর একটা মাথা দিতে হবে অস্ত্রের আঘাতে।

রামানন্দ। অস্ত্রের আঘাত থেকে বাঁচাবেন আমার ভগবান—তোমাদের যোগেশ্বরী মা মহামায়া। তাঁরা আসেন চক্র হাতে, খড়্গ হাতে, অত্যাচারীর মাথা নিতে—ধর্মের মর্যাদা রাখতে।

ভাগুরী। তবে রে বিটলে বামুন—[রামানন্দকে হত্যায় উদ্যত]

রামানন্দ। নারায়ণ—নারায়ণ! যোগেশ্বরী যোগমায়া—[নতজানু]

চন্ননা। তবে রে ডাকাত, ছুরিখানাকে আজ তোরই রক্ত খাওয়াবো—[ভাগুরীর বিপক্ষে ছুরি তুলিয়া দাঁড়াইল]

ভাগুরী। যোগেশ্বরী আসবে তোদের মাথা নিতে।

ভাগুরীকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিশূলহস্তে
যোগেশ্বরীর প্রবেশ।

যোগেশ্বরী। না—যোগেশ্বরী এসেছে সাধুর মাথা বাঁচাতে আর অত্যাচারীর মাথা নিতে। একটি সাধুরও অপমান আমি সইতে পারি না। সন্তানকে বিপন্মুক্ত করতে কখনো আমি চতুর্ভুজা—

কথনো অষ্টাদশ ভূজা; কখনো বংশীধারী মদনমোহন, কখনো বৈষ্ণবী, কথনো কালী কপালিনী রক্তপিয়াসী রাক্ষসী। দাও—অস্ত্র ফেলে দাও—

ভাণ্ডরী। দিচ্ছি—দিচ্ছি—[অস্ত্রত্যাগ]

যোগেশ্বরী। যাও, চলে যাও এখান থেকে—আশ্রমের দিকে আর কোনদিন আসবে না।

ভাণ্ডরী। আবার? এই নাকমলা, কানমলা—আর কখনো নয়! কি রকম ভেল্কী দেখে এসে পড়েছি—ভেল্কী দেখেই চলে যাচ্ছি মা!

[সভয়ে প্রস্থান।

রামানন্দ। মা গো, আমার মহাপ্রভুর ইচ্ছায় দেখা দিলে যদি, আমি দেখবো তোমায় একাধারে কালীকৃষ্ণরূপে; ওদের ভেদজ্ঞান ঘুচিয়ে দোবো তোমার কালীকৃষ্ণরূপের মহিমায়। [রামানন্দ স্বামী ও চন্ননা প্রণত হইলে যোগেশ্বরী অন্তর্হিতা হইলেন] মা গো, আমার সে আশা কি—একি, চলে গেলে মা? কিন্তু আবার আসতে হবে তোমাকে। রুইদাস—রুইদাস! শাঁক বাজা—শাঁক বাজা—আলপনা দিয়ে যা! ওরে মা এসেছিল, এখানে মা এসেছিল— [প্রস্থান।

চন্ননা। আমি থাকতে রুইদাস শাঁক বাজাবে কেন ঠাকুর? শাঁক বাজাবো আমি—আলপনা দোবো আমি—[প্রস্থানোদ্যত]

রুইদাসের পুনঃ প্রবেশ।

রুইদাস। যাতে অধিকার নেই তা করতে যেও না। প্রসাদী অন্ন প্রস্তুত—খাবে চল।

চন্ননা। ওঃ, খুব অধিকার দেখাচ্ছ যে? গুরু ঠাকুরের বুকে যখন ছুরির ঘা বসাচ্ছিল তখন কোথায় ছিলে? ঠাকুরকে বাঁচাবার অধিকার তোমার বদলে আমাকে নিতে হয় কেন?

রুইদাস। ঠাকুরের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে না চন্ননা! ঠাকুর মানুষ নয়—দেবতা। ঐশ্বরিক শক্তিতে দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হত্যাকারীকে মন্ত্রের মত বশীভূত করতে জানেন। লক্ষ অস্ত্র তাঁর সহায়। আমরাও তাঁর শত্রুনাশী রক্ষক। তাঁর আদেশে প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করবে এস—

চন্ননা। গুরুদেবের আদেশ—শাঁক বাজাতে হবে—আলপনা দিতে হবে। আগে শাঁক বাজিয়ে আলপনার কাজ সারি, তারপর প্রসাদী ভাত মুখে তুলবো। কই চল— [রুইদাস ও চন্ননার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গাঙরোল—চম্পাপুর রাজপ্রাসাদ।

সিংহাসনের পাশে একটী আধারে মুকুট, রাজদণ্ড ও কোষবদ্ধ কাঁচিসহ মহাবীর।

মহাবীর। যত তাড়া মারছি, বোষ্টমের দল ক্ষেপে উঠে শ্রীখোলের বাদ্যি আর নাম-গান ততই বাড়িয়ে তুলছে। রামপাড়া, শ্যামপাড়া, তেলীপাড়া, ঢুলীপাড়া, এ পাড়া ও পাড়া, তাড়া মারতে আর বাকি রাখিনি কোথাও—উল্টে আমাকেই তাড়া মারে। শূল-শাল, ভল্ল-মল্ল, ছুরি-কাঁচি ওরা আর কিছুই মানে না—বরং জোর করে তাদের আড্ডায় বসিয়ে, ডাঁশপেড়ে তালের দুখানা কেত্তন শুনিয়ে আমাকেই দুকদম নাচিয়ে দিলে। আমার কাঁচি যত কচকচ করে ওদের নাচও তত ধেই-ধেই করে।

গীতকণ্ঠে সদানন্দ বৈরাগীর প্রবেশ।

সদানন্দ।—

গীত

মুখে মুখে নাম বল রসিয়া নাচিয়া চল,
　　　　অনুরাগে চল প্রেমতীরে।
প্রেমের সাগর-জলে অবগাহি কুতূহলে,
　　　　হাস ভাস সুখ-রস-নীরে॥
মধুভরা রসরাজ, কর মধুসংগ,
মধুর মাতন নিয়ে কর রসরংগ,
তরংগ খেলে কত ভাবে রস অবিরত
　　　　মনোমাঝে কর জপ তপ তারে॥

পিপাজীর প্রবেশ।

পিপাজী। স্তব্ধ হও নির্বোধ সন্ন্যাসি! এই যে মহাবীর, বৈষ্ণবের নাম-গানে যোগ দিয়ে পরম আনন্দে আছ দেখছি! কে বলেছে, কাণে তালা ধরাবার বাজের আঘাত নিয়ে আসতে? তোমাদের প্রাণারাম কীর্তন সংগীতের নামে কেন এ গরল ঢালতে এসেছ? কে এনেছে—কে আসতে দিয়েছে তোমাদের? মাধব—মাধব! কই, কোথায় সে হরিভজা বৈষ্ণবের দাস?

মাধবজীর প্রবেশ।

মাধবজী। আমায় ডাকছিলে দাদা?

পিপাজী। দাদা নয়—বল মহারাজ।

মাধবজী। ও, হ্যাঁ! মহারাজ, আমি আসছিলুম এক শুভ সংবাদ নিয়ে। এই বৈষ্ণব—

পিপাজী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই বৈষ্ণব—[সহসা মাধবজীর হাত ধরিয়া] কোন কেউটের মুখ থেকে এ বিষ এনেছ ভাই? এমন বিষের কেউটে কোথায় ছিল? খাঁটি উপাদেয় উপভোগ্য বস্তু এনেছ ভাই! কই, পাত্র কই? ঢেলে দাও—আকণ্ঠ পান করে তৃপ্তি খুঁজে নিই।

মাধবজী। বিষ যদি এনে থাকি, অমৃত বলে বিষ খেতে আমিই এগিয়ে যাবো—সম্রাট পিপাজীর গায়ে বিষের একটু আঁচও লাগতে দোবো না। রাজ্যের এই দুর্যোগভরা সমুদ্র-মন্থনের বিষ গলায় নিয়ে আমি নীলকণ্ঠ হবো। কি বলতে চাও, বল; ত্রেতার অনুজ লক্ষ্মণের মত, ছত্রে ছত্রে তোমার কথাই আমি মাথা পেতে নোবো। রাজ-প্রাসাদের নগণ্য ভৃত্য আমি, চাবুকই খাবো—পুরস্কার নোবো না।

পিপাজী। ভৃত্য? হা-হা-হা-হা—কে কার ভৃত্য? সত্যের সাহস নিয়ে বল তো ভাই—প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক এখনো বর্তমান?...ভৃত্য? ভৃত্য আজ প্রভুর মাথায় চেপে প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে—

মাধবজী। বিশ্বাস কর দাদা—

পিপাজী। আর প্রভু? প্রভু শুধু বুকের সন্তাপ সজোরে চেপে ধরে দীননেত্রে চোখের জল সার করে নির্বাক হয়ে পড়ে আছে। থাকবে না? কথা কইলেই একদিকে স্ত্রী শাসন করবে—অন্য দিকে ভাই গলা টিপে ধরবে। দিগ্বীজয়ী রাজাকে অবিচারী ভেবে কেউ সম্মানও দেয় না—শ্রদ্ধাও দেখায় না।

মাধবজী। এমন বিদ্রোহী ভাইকে রাজদণ্ডের তলায় ফেলে মাথাটা নিয়ে ক্ষান্ত হও দাদা—নয়তো আত্মীয়তায় বিশ্বাস করে আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে আমায় ক্ষমা কর।

পিপাজী। ক্ষমা? ক্ষমার নামে জোর করে ঠকিয়ে পুরস্কার আদায় করতে চাও? ওরে, নির্মম কঠিন বুদ্ধি নিয়ে, ক্রোধের আগুনে আমায়

সর্বস্ব পুড়িয়ে ছাই করতে চাই—সে সর্বনাশী আগুন নেভাতে চাইছ হাজার অনুরোধে আর নিষ্ফল চাতুর্যে? না না, ক্ষমা নেই—মমতা নেই, আমার ক্ষমার ভাণ্ডার লুটে নিয়ে মমতার গ্রন্থিগুলো নিয়তি ছিঁড়ে খেয়েছে। আছে নিষ্ঠুরতা আর শাস্তিবিধানের কঠোর বিচার-বুদ্ধি।

মাধবজী। তাই কর রাজা, অপরাধীকে শাস্তি দাও। বিচার করে কশাঘাত কর—কুকুরের মাথায় লাথি মেরে প্রাসাদ থেকে বার করে দাও। বৈষ্ণবদের ভালবেসে আমি অপরাধী, রাজদ্বারে হরিনাম বয়ে এনে প্রাসাদে রাজার শান্তি ভংগ করেছি—তার অভিশাপ, তার শাস্তি আমিই মাথা পেতে নোবো।

পিপাজী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শাস্তিই দোবো—মুক্তি নেই। ভাই যদি ভায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সহধর্মিণী যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, আজ্ঞাবাহী যদি আদেশের ধ্বজা উড়িয়ে দেয়, তবে অপরাধীর বিচার করতে আমারই বা সংকোচ কিসের?

মাধবজী। জানি মহারাজ, পক্ষপাতশূন্য বিচারে পুণ্যাত্মা পায় পুরস্কার, অপরাধী পায় দণ্ড।

পিপাজী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অপরাধের অগ্রদূত তুমি—দণ্ডই তোমার প্রাপ্য। শোন মাধব, এই সেই রাজসিংহাসন—রাজা পিপাজীর সম্পদ-বেদিকা; কাল পর্যন্ত হতভাগ্য রাজা এইখানে বসেই রাজ-আজ্ঞা প্রচার করেছে। [মুকুট লইয়া] সম্রাটের শিরোশোভা হীরক-কাঞ্চন-ময় এই সেই রত্ন-মুকুট, [মুকুট রাখিয়া রাজদণ্ড লইয়া] এই সেই রাজদণ্ড—বাধা বিপত্তি সরিয়ে দিয়ে রাজ্যশাসন করতে, এতদিন এ দণ্ড আমারই হাতে ছিল—[দণ্ড রাখিয়া দিলেন]

মাধবজী। আজও থাকবে রাজা,—আরও দীর্ঘদিন এ রাজ্যের স্থায়িত্ব কামনা করি; এখনো তুমি গাঙরোলের শাসনকর্তা। এর

প্রজা তোমার, ঐশ্বর্য-সম্পদ তোমার—এ সত্য কোন দিন কারো চক্রান্তে যাবার নয় রাজা! এখানে প্রজারাও শান্তি চায়, অশান্তি চায় না—পীড়ন চায় না।

পিপাজী। এ রাজ্যে তুমিই অশান্তি বয়ে এনেছ। আমার শাক্ত-ধর্মে পদাঘাত করে ভিন্নধর্ম মাথায় তুলে নিয়েছ। ধর্মের বিপ্লব সৃষ্টি করে আমার বুকে বাজ ফেলেছ—তাই রাজদণ্ড তোমায় মুক্তি দেবে না। এস, বন্দী থাক এই সিংহাসনের কঠিন বন্ধনে! [মাধবজীকে সিংহাসনে বসাইলেন] হা-হা-হা-হা—

মাধবজী। কি করলে দাদা, সিংহাসন কি খেলার জিনিস?

পিপাজী। ধর এই রাজদণ্ড। [মাধবজীর হাতে রাজদণ্ড দিলেন] কালকুটে ভরা ধর এই সুবর্ণ-মুকুট! [মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন] সারাজীবন আমার যন্ত্রণা নিয়ে রাজ্য শাসন কর। কেমন মাধবজি, শত্রুতার সুফল পেয়েছ—শাস্তি পেয়েছ?

মাধবজী। এ অভিশাপ—বিনামেঘে বজ্রপাত—লঘুপাপে গুরুদণ্ড। ফিরিয়ে নাও দাদা মুকুটদণ্ড, মাতংগের ভার কখনো পতংগে বহন করতে পারে না।

পিপাজী। সাবধান, কোন আবেদন শুনতে চাই না। শাস্তি নিতে প্রতিশ্রুত, তাই বিচার করে দণ্ড দিয়েছি। হ্যা, মহাত্মা বৈষ্ণব, এইবার তোমার বিচার। তুমি থাকবে নূতন সম্রাটের দেহরক্ষী—রাজদ্বারে সতর্ক প্রহরী। দেখো—একটা শাক্তধর্মী যেন মাথা তুলে কথা কইতে না পারে। আমার এ দান-মাহাত্ম্য, পুরস্কার ভাব পুরস্কার—শাস্তি ভাব শাস্তি! ব্যস, রাজার কর্তব্য শেষ—আমি পথের ভিক্ষুক। তোমাদের রাজা ঐ তোমাদের কাছে—[প্রস্থানোদ্যোগ]

মহাবীর। [বাধা দিয়া] কোথায় যাবে রাজা? মায়াত্যাগী

হয়ে, সর্বস্ব ফেলে, অভিমানের বোঝা নিয়ে কোথায় চলেছ? কেউ বাধা না দেয়, আমি দিচ্ছি! এ কি ত্যাগ? অভিমানের ব্যথা নিয়ে এ ত্যাগ নয় রাজা, ত্যাগের অভিনয়।

পিপাজী। অভিনয় তোমাদের আয়ত্তে—তোমরা এক একজন কম অভিনেতা নও। [প্রস্থানোদ্যত]

মহাবীর। যেও না রাজা, ফিরে এস। মৌখিক এ ত্যাগের পরিণামে যন্ত্রণাই পাবে; যতদূরেই যাও, মায়ার কঠিন আকর্ষণ তোমায় বাঁধন পরিয়ে টেনে আনবে। আমায় শুধু বেতনভোগী কর্মচারী করে রাখনি রাজা—দিয়েছ বান্ধবের অধিকার; বন্ধুর অনুরোধ রাখ। তুমি যাবে না, কোথায় যাবে—কেন যাবে?

পিপাজী। মাধব! মাধব! বল তো ভাই, কোথায় যাবো আমি? হে বৈষ্ণব, বল—বল, এতবড় সংসারে কোথা স্থান আমার? মাটির বুকে মানুষের খেলাঘরে না মরণের কোলে?

সদানন্দ। —

গীত

চল মায়ের চরণতলে!
সাজাতে চল মোহিনী মাকে
　　চন্দনে জবাফুলে।
তোমার যে মা কালী করালী
　　সেই মোর নারায়ণ,
তুমি দেখ ভেদ, আমি তো দেখি না,
　　ভুল ভাব অকারণ;
দুই আলো পাবে ভাব একভাবে
　　হৃদয়ের দ্বার খুলে।

[প্রস্থান।

পিপাজী। কোথা যাও বৈষ্ণব—হাত ধরে আমাকেও নিয়ে যাও। রাজার পরাজয় বার্তা প্রজাদের দ্বারে দ্বারে প্রচার কর—

[প্রস্থানোদ্যত]

মাধবজী। আগুনের মাঝখানে আমায় ফেলে যেও না রাজা—পরিণামে গোটা রাজ্যটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে; আমায় অন্য শাস্তি দাও।

পিপাজী। সময় মাহাত্ম্যের অপঘাত মৃত্যুতে কাউকে আর কোন দান দেবার অধিকার আমার নেই—আমি পথের ভিক্ষুক। তাই অসহ্য জ্বালায় শেকল কেটে পালিয়ে যাচ্ছি। পার তো তুমি আর রাণী দুজনে মিলে গোটা গাঙরোল রাজ্যটায় হরিনামের স্রোত বইয়ে দিও। আজ থেকে তুমিই এ রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—ভাগ্যের নিয়ন্তা। সবাই জানুক—গাঙরোলের রাজা মহামান্য মাধবজী—কীর্তিমান মাধবজী—মহাবৈষ্ণব মাধবজী।

[প্রস্থান।

মাধবজী। রাজ্যদান আমি চাই না রাজা, ভিখারী বৈষ্ণব আমি—চাই মুক্তির পায়ে দয়াভিক্ষা—রাজনীতির কশাঘাত নয়।

[প্রস্থান।

মহাবীর। বিদ্রোহী হরিনাম যে এমন করে শক্তিময়ী মায়ের ছেলেকে বৈরাগী সাজাবে, এ আমি কল্পনা করতে পারি না। রাজা যদি রাজ্য ছেড়ে সত্যিই বৈরাগী হয়, তাহলে গোটা রাজ্যটায় এমন কাঁচি চালাবো—ছাঁটায়ের মুখে কেউ বাদ পড়বে না। তাতে নিজের গলা কাটতে হয় সেও স্বীকার—কচকচিয়ে চালিয়ে যাবো—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

চামার-পল্লী, কালু চামারের ঘর।

দ্রুতপদে চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। ও মাসি—ও আনন্দি মাসি! ওগো মেসো! কে আসছে দেখ! ওমা, সব গেল কোথায়? ও—আজ যে হাটবার তালা দিয়ে সব হাটে গেছে। কাঠ-কুটো ভেঙে রেখে পুকুরঘাটে গেছি হাত-পা ধুতে, এদের আর তর সইলো না? কি করি এখন—কি খেতে দিই—কোথায় বসতে বলি? কারো ঘর থেকে একখানা চ্যাটাই-ম্যাটাই দেখি—

[প্রস্থান।

ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে গীতকণ্ঠে রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস—

গীত

ওমা যশোমতি, তোর গোপাল এলো মা ঘরে।
দে মা নবনী, কতকাল পরে এসেছি মা ঘরে ফিরে॥
কোথা গো আমার নন্দ পিতা, দাও শিরে পদধূলি,
খেলাধুলা সেরে এসেছি দুয়ারে বয়ে যায় মা গোধূলি,
স্বপনের মধু সত্য হলো মা ভাসি দেখ সুখনীরে॥

চ্যাটাই আসন হাতে চন্নার প্রবেশ।

চন্না। বাব্বা, ফেরবার সময় হলো ? [আসন পাতিয়া] নাও, বসো—

রুইদাস। চন্না ? তুমি আমাদের ঘরে যে—মা-বাবা কোথায় ?

চন্না। বারোটা বছরে কি কাণ্ড হয়ে গেল খবর রাখ না তো ! বললুম তো সেদিন—আমি তোমাদের ঘরেই থাকি ! আমার মা-বাবা স্বর্গে আর তোমার মা-বাবা হাটে। আমি এখন একলা বলে তোমাদের ঘরেই থাকি।

রুইদাস। স্বর্গে মানে ? তোমার মা-বাবা সত্যিই মারা গেছেন নাকি ? তোমার আর কেউ আত্মীয় নেই—তারা ঠাঁই দিলে না ?

চন্না। মাসী আর মেসোর ঘরে মেয়ের মতন আছি—এখন তোমার মা-বাবা আমারও বাপ-মা ! তা না হয় হলো—কি খেতে দিই বল তো ? সূর্য্যি পাটে বসলে তবে ওরা ফিরবে। ফিরে এসে রান্নাবান্না করবে তবে খেতে পাবে। তার চেয়ে দোকান থেকে চিঁড়ে পাটালী এনে দিই, কেমন ?

রুইদাস। তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো তো—আমার ভাবনা তোমায় অত ভাবতে হবে না।

চন্না। তা আবার হয় নাকি ? এক বাড়ীতে থেকে তোমার ভাবনা ভাববার নয় বুঝি ?

রুইদাস। গুরুদেবের কি আদেশ জান তো ? তোমার সংগে তোমার মত কথা কইতে নিষেধ।

চন্না। বেশ, কথা কইতে নিষেধ থাকে, ইংগিত ইসারায় কথা হবে।

রুইদাস। তোমার সংগে বেশী মেলা-মেশা করাও নিষেধ।

চন্ননা। তাহলে হয় তুমি ঘোমটা দিও—নয়তো আমি ঘোমটা দিয়ে থাকবো।

রুইদাস। তা নয়, তুমি এখানে থাকলে আমার হয়তো থাকাই হবে না।

চন্ননা। সে কি গো? আনন্দী মাসী বলছিল—আমায় ঘরের বউ করে এখানে রাখবে, তুমি থাকবে না কি বলছো?

রুইদাস। এ ঘরে বউ হ'লেই কি তোমার পরম সুখ হবে? সুখ-শান্তি কি শুধু ভোগে—ত্যাগে নয়? চোখ থাকতে অন্ধ হও কেন? অন্ধকারেও চক্ষুষ্মান হও—পরম সুখের অধিকারী হবে। চোখ থেকে অন্ধ হবার যন্ত্রণা যে কি, তা তুমি জান না। চোখটা তোমার বেঁধে দিই, তবে বুঝতে পারবে। [বস্ত্রখণ্ডে চন্নার চোখ বাঁধে আর গায় পূর্ব গীতাংশের প্রথম চরণ] কিছু দেখতে পাচ্ছ?

চন্ননা। কি ক'রে দেখবো—চোখ তো বাঁধা—সব অন্ধকার।

রুইদাস। চোখ বাঁধা অবস্থায় ঘুরে ফিরে ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারবে তো?

চন্ননা। খুব পণ্ডিত হয়েছ! চোখ বাঁধা অন্ধ হ'য়ে কেউ কাজ করতে পারে নাকি? মাথা ঠুকে কোথায় পড়বো তার ঠিক-ঠিকানা নেই—

রুইদাস। যদি হাত ধরে নিয়ে যাই?

চন্ননা। তোমাকে ধরেই পথ চলবো—

রুইদাস। যেতে যেতে বাঁধা চোখে যদি আলো দেখতে পাও?

চন্ননা। তাহলে জানবো তুমি যাদুকর—কানাকে আলো দেখাবার ধন্বন্তরি।

রুইদাস। ধম্বন্তরি আমি নই। আমি মহা ধম্বন্তরির সেবক—তাঁর ধর্মপ্রচারের কর্মী মাত্র—আজ্ঞাবাহী মশালচী।

চন্দনা। তা মশালচীমশাই, আলো একটু দেখাবে?

রুইদাস। দেখাতে পারি, যদি আমার নির্দেশ মত কাজ কর। তোমাকে আমার সহধর্মিণী করতে পারি, যদি মল-পৈঁছা খুলে, গলার হাঁসুলি খুলে, বালা তাগা ফেলে দিয়ে, খোঁপা খুলে, মুণ্ডিত মাথায় আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পার। বিলাস-ব্যসনের রূপ থাকবে না—থাকবে রূপসাধনার ত্যাগের মূর্তি। বল—পারবে?

চন্দনা। পারবো।

রুইদাস। [চন্দনার হাত ধরিয়া] এক বস্ত্রে যেতে হবে আমার সংগে। সম্বল হবে একখানি গৈরিক বসন, একগাছি জপের মালা আর একটা ভিক্ষাপাত্র। মন্ত্র দিয়ে গলায় তোমার পরিয়ে দোবো পদ্মবীজের মালা; তখন বাঁধাচোখ আপনি খুলে যাবে—দেখতে পাবে বৈজয়ন্তধামের অপূর্ব আলোর মালা।

চন্দনা। আমায় ধ'রে থাক—অভয় দিয়ে আমার বাঁধা চোখ খুলে দাও। কিসের ভাবে শিউরে উঠে আমার সর্বাংগ কাঁপছে।

রুইদাস। চোখটা খুলেই দিলুম—এবার আশ্বস্ত হও। [চন্দনার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল]

চন্দনা। তুমি কে? তুমি কি? তুমি কি আকাশের ঠাকুর? [প্রণাম]

রুইদাস। তোমার খেলার সাথী—আজও—এখনো। শ্রীগুরুর আদেশ পেয়েছি—খেলার সাথীকে অবহেলা করবো না, যদি সাথী আমার খেলার ধারা স্বীকার ক'রে নেয়! বল, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারবে?

চন্দনা। বুঝিয়ে দিলে হয়তো পারবো।

রুইদাস। ধর্মিণীর আচারে আমার পাশে কর্মসহায় থাকবে, এতটুকু স্বার্থ-বাসনা থাকবে না।

চন্দনা। যেমন শেখাবে তেমনি শিখবো—শুধু আমাকে সংগে নাও।

রুইদাস। যাবো অন্ধকার ভেদ করে আলোর দেশে—আমার ডাক এসেছে।

চন্দনা। আমিও যাবো—আলোর দানা তুলে মালা গেঁথে তোমায় পরাতে।

রুইদাস। মাত্র তিনদিন এখানে থাকবো। মস্তক মুণ্ডন করে, দীক্ষা নিয়ে. তিনদিন পরে আমার সংগে গৃহত্যাগ করতে হবে। আমি হবো যাত্রী—তুমি হবে আমার যাত্রাপথে শক্তি-সঞ্চারিণী সন্ন্যাসিনী।

চন্দনা। স্বামি-গুরুর ধর্ম রাখতে, আমি হবো কর্মসহায় সহধর্মিণী।

রুইদাস ও চন্দনা।—

গীত।

ভজ কৃষ্ণ রাধারূপ নাম।
জপ মন্ত্র মুখে, জপ শান্তি সুখে
জপ অন্তরে অবিরাম।
দক্ষ দয়াল হরি মোক্ষ মিলায়,
লক্ষ্য রাখ প্রিয় রতন কোথায়,
মোহন মণি যেন কভু না হারায়,
ছটা রিপু নাশ, হাস সুখে ভাস,
হবে সুন্দর ধরাধাম।

হাটের জিনিষ পত্র লইয়া কালু চামারের প্রবেশ।

কালু। কই রে চন্ননা! এত গানের ঘটা কার বল তো? কেউ ভিক্ষে নিতে এলো বুঝি? চামারের চেয়ে চামার আছে নাকি?

চন্ননা। চামারই তো—তোমাদের ছেলে—

কালু। ছেলে মানে? [রুইদাসকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল]

রুইদাস। বাবা, আমি রাশু—[পদধূলি লইল]

কালু। রাশু? হ্যাঁ-হ্যাঁ, রাশুই তো! ওরে আনন্দি, পুকুর-ঘাটে হাত-পা ধুবি পরে—দেখবি আয় একবার কাণ্ডটা! হ্যাঁ—বারোটা বছর ধরে বাবাঠাকুর তোকে মানুষের মত মানুষ গড়েছে বটে! ওরে রাশু, [বুকে জড়াইয়া ধরিল] বারোটা বছর কি করে কাটিয়েছি, কত চোখের জলে মাটি ভিজিয়েছি, তার হিসেব নেই রে—হিসেব নেই। কই রে আনন্দি, গেলি কোথায়? রাশু ফিরে এসেছে রে—আমাদের রাশু—

দ্রুতপদে আনন্দীর প্রবেশ।

আনন্দী। এ্যাঁ, রাশু এসেছে? কই গো—কই আমার রাশু?

রুইদাস। ফিরে এসেছি মা! [প্রণাম]

আনন্দী। এতদিন কি করে ভুলে ছিলি বাবা? বুকখানাকে পাথর করে কত দুঃখে দিন কাটাচ্ছি, যদি দেখতিস! তোর ফেরবার পথ চেয়ে ক'টা রাত জেগে কেটেছে, তুই তার কিছুই জানিস না বাবা! বারো বচ্ছর পরে, আমার সাত রাজার ধন মাণিক ফিরে পেয়েছি। চন্ননা, রুইদাসকে একটু দেখ তো মা—কত-দূর থেকে এসেছে—কত কষ্ট হচ্ছে—,

কালু। শুধু দেখে শুনে তো আর পেট ভরবে না—রান্নাবান্না চড়িয়ে রাশুর খাবার ব্যবস্থা কর। কি খাবি বল তো রাশু? সেখানে বামুনের ঘরে কত কি ভালমন্দ খেয়েছিস—এখানে হয়তো দিন কতক খুবই কষ্ট হবে। দেরী করিসনি—দেরী করিসনি রাশুর মা! ছেলেটা তেতে-পুড়ে এসে ক্ষিদে-তেষ্টা নিয়ে বসে রইলো—আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখনো ভাবছিস?

আনন্দী। রাশু, আয় তো বাবা! আমি রান্না চড়াতে যাচ্ছি—আমার কাছে বসে বারো বছরেব কথাগুলো শোনাবি চল তো!

চন্দনা। ছেলে তোমার মোটে তিনরাত্তির এখানে কাটিয়ে আবার চলে যাবে মা!

[প্রস্থান।

আনন্দী। সেকি রে, আবার যাবি নাকি? আবার কতদিনে ফিরবি রে? আমার সাধ আহ্লাদ মেটাবি না বাবা? তোর বিয়ে দোবো—চন্দনাকে বউ করবো বলে আগে থেকে তাকে ঘরে এনে রেখেছি। না, আর আমি যেতে দোবো না।

কালু। বুঝতে পারছিস না—বাবাঠাকুর হয়তো বুঝিয়েছে, ঘর ছেড়ে সাধুসংগ করতে হয়; ঘরের বাপ-মা তো আর সাধু নয়, তাই ঘর ছেড়ে বনে-জংগলে গিয়ে বাঘ-ভাল্লুকের সংগে বাস করবে।

রুইদাস। শ্রীগুরুর যেমন আদেশ, আমায় তাই পালন করতে হবে বাবা! তিন দিন তিন রাত গৃহে বাস করে, পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে মস্তক মুণ্ডন করে, দণ্ড হাতে আমায় তীর্থভ্রমণে যেতে হবে—সংগে চন্দনাও যাবে।

আনন্দী। ওমা, সেকি রে?—এর মধ্যে তোদের সে পরামর্শও হয়ে গেছে নাকি?

রুইদাস। মা—

কালু। যা ইচ্ছে হয় করগে যা সব। বললুম, আগে খাবার-দাবার ব্যবস্থা কর, তা নয়—কে কবে ঘর ছেড়ে চলে যাবে, জোট বেঁধে সেই ব্যবস্থা করতে বসলো। ঘরে যত্ন পেলে, ছেলে আবার ঘর ছেড়ে পালায় নাকি? আগেকার কাজ আগে কর। কবে যাবে, কি করবে, সে আমি পরে বুঝবো। কে ঘর ছেড়ে পালায় তাই দেখবো! তুই রান্না চড়া—আমি একবার ময়রার দোকানটা ঘুরে আসি—দেখি কি পাই—

[প্রস্থান।

আনন্দী। সত্যি করে বল রাশু, আবার তুই চলে যাবি? বাবা-ঠাকুর আবার তোকে নিয়ে যাবে?

রুইদাস। যেতেই হবে মা! গুরুর আদেশ, যৌগিক আচারের জন্য আমায় ভিক্ষায় বেরুতে হবে।

আনন্দী। ওরে, আমি ভিক্ষে করে এনে তোর মুখে ভাত তুলে দোবো! ভিক্ষে না পাই, বুকের রক্ত ঢেলে দোবো।

রুইদাস। অকারণ চোখের জল ফেলছো মা! যেদিন যাবো, যখন যাবো, তোমার অনুমতি নিয়েই যাবো।

আনন্দী। আমি তোকে ঘরের বাইরে যেতে দোবো না।

রুইদাস। না দিয়ে সন্তুষ্ট হও, দিও না। কিন্তু যাবার হলে আমায় তো আটকাতে পারবে না মা!

আনন্দী। আটকাতে পারবো না? তবে আমি কিসের মা? কার জন্যে আমার বুকজোড়া মায়া? সব হারিয়ে বুকখানা যদি খালি করে ফেলবো, কার মা ডাকে আমার বুক ভরে উঠবে? ছেলেকে ঘর-ছাড়া করে মুখে অন্ন দোবো কি করে? বারোটা বছর

চোখের জলে ভাত মিশিয়ে তোর কল্যাণে মুখে তুলেছি; আর পারবো না—এবার পেয়ে হারালে আমি বাঁচবো না।

পাতা-মোড়া মেঠাই হাতে কালু চামারের পুনঃ প্রবেশ।

কালু। কেন রে, বাঁচবি না কেন? কি হলো আবার? এর মধ্যে এত কান্নাকাটি সুরু হলো কেন? ছেলে তো পেয়েছিস—এবার পুরোণো কান্না টান্না আঁচলে মুছে, উনুন জ্বেলে কাঠের ধোঁয়ায় কাঁদতে কাঁদতে রাশুর রাঁধবার যোগাড় কর। রাশু, একটা মেঠাই এনেছি, আগে একটু জল খেয়ে নে বাবা!

রুইদাস। [পাতাশুদ্ধ মেঠাই লইয়া নিজের ঝুলিতে রাখিতে রাখিতে] ঠাকুরকে নিবেদন না করে খেতে নেই বাবা!

আনন্দী। রাশু কি বলছে শুনছ? সত্যিই আবার চলে যাবে!

কালু। যে যাবার সে যাবেই। এই ধর, আমিই যদি চলে যাই—তুই আমায় আটকাতে পারবি, না—রাশুই পারবে?

আনন্দী। ক্ষ্যাপা ছেলের সামনে ঐ কথা বলে নাকি?

কালু। ওরে, যার ক্ষ্যাপা বাপ-মা হার-জিতের খেলায় হেরে গিয়ে ভাঙনের তীরে বসে মাথায় হাত দিয়ে দিন গুণছে, তাদের কথা শুনছে কে? তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে কে? যা রে বাবু যা—ছেলেটার জন্মে রান্নাবান্না চাপিয়ে দে—এরপর হিতে বিপরীত হবে।

আনন্দী। ছেলেকে যদি আটকাতে না পার, ঘরে-দোরে চাবি দিয়ে আমিও বিবাগী হবো—

[প্রস্থান।

কালু। তুই চাবি দিয়ে বিবাগী হবি—আমিও ঘরখানায় আগুন

ধরিয়ে সংগে সংগে বিদেয় নেবো। হ্যাঁ রে রাশু, অত যাবি যাবি করছিস—ঘরে বসে বাপ-মাকে দেখাশোনা করলে কি পুণ্যি হয় না? ঠাকুর খুঁজতে ঘর ছেড়ে বনে যেতে হয় নাকি? বাপ-মাকে ভাল না লাগে, ঠাকুরের কথায় সন্ন্যাসী হতে চাস, আমরাও সন্ন্যিসী হবো—

রুইদাস। আজই তো যাচ্ছি না বাবা! তোমরা এমন কাতর হলে আমি ঘরেই বা থাকবো কি করে?

কালু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে—তা বটে! আগে থাকতে কাতরই বা হচ্ছি কেন—যা করতে হয়, একটা পরামর্শ করে করাই ভাল।

রুইদাস। গুরুঠাকুর না নিয়ে গেলে আমি যাবো না বাবা!

কালু। এবার এলে তোর গুরুঠাকুরকেও ফিরে যেতে হবে। বারো বছরের কথা ছিল—কেটে গেছে; এবার এলে বাবাঠাকুরকে মুচিপাড়া থেকে গোটাকতক শুকনো পেন্নাম নিয়ে ফিরতে হবে! এখন আয়, ঠাণ্ডা হবি আয়; যা করতে হয়, আমি করবো। আজ আর রাজার অত্যাচারকেও ভয় করবো না—ঠাকুরবাবাকেও ভয় করবো না। আয়—

[রুইদাসকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্বত্য পথ।

ঘটহস্তে রক্তবস্ত্রপরিহিত পিপাজী

পিপাজী। এও ভাল—পালিয়ে এসেছি যোগেশ্বরী ভবানীর ঘট নিয়ে। মেতে থাকুক সেখানে বৈষ্ণবের দল তাদের রাজাকে নিয়ে নাম-সংকীর্ত্তনে। আমার মাকে তো আমি সংগে এনেছি!

যোগিনীবেশিনী যোগেশ্বরীর প্রবেশ।

যোগেশ্বরী। হ্যাঁগা, কোথায় যাবে তুমি—কোন তীর্থের যাত্রী?

পিপাজী। আমি লক্ষ্যহীন যাত্রী। কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো, কিছুই জানা নেই। যেখানে সন্ধ্যা হবে সেইখানেই আসন পাতবো। আমি স্বায়ংযত্র সন্ন্যাসী।

যোগেশ্বরী। তোমার হাতে ও কলসীটা কিসের?।

পিপাজী। আমার মায়ের মঙ্গল ঘট। হরিভজার দল শত্রুতা করলে, তাই গৃহমন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূর্ণঘট নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

যোগেশ্বরী। পূর্ণঘট? ঐ ঘট থেকে আমায় একটু জল দেবে? আমি তৃষ্ণার্ত।

পিপাজী। হরিভজা একটা বৈষ্ণবের কাছে জল চাইলে না কেন? শাক্তের দেওয়া পানীয়ে বৈষ্ণবের তৃষ্ণা মেটে না—খেতে ভক্তিও হয় না।

যোগেশ্বরী। আমি যেচে যখন চাইছি, দাওনা বাবু—

পিপাজী। ঘটের জল দোবো কি? এতখানি পথ বেয়ে এনেছি—

ঘটের জলে একটা হরিপরায়ণা উন্মাদিনী যোগিনীর পা দুখানা ধুইয়ে দিতে? না না, ঘটের জল অপচয় করবার নয়। এই যে আমার এক বুকতৃষ্ণা জমে উঠেছে, মরতে বসেছি—তবু এক ফোঁটাও নিজের গলায় দিইনি। যাও, অন্যত্রে তেষ্টা মেটাও গে—

যোগেশ্বরী। বেশ, তেষ্টার জল যখন দিলে না—ফিরেই যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখ—তেষ্টার জল না দিলে কেউ তার ছায়াও মাড়ায় না। জল না পেলে তুমিও বুঝবে তেষ্টায় কত কষ্ট।

[প্রস্থান।

পিপাজী। হ্যাঁ—কষ্ট? আমার মাকে এনেছি, কষ্ট কিসের! আমার মনের ঘরে, আমার চোখের সামনে, মায়ের মাহাত্ম্য সত্য হয়ে থাক! মায়ের করুণায় আবার আমি নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। বৈষ্ণবদের প্রয়োজন ছিল—পেয়ে গেল একটু সম্পদ-গরিমা! শাক্তের সাধনাও ব্যর্থ হবার নয়—সেও পাবে তার পূজার ফল, আরতি-বলির প্রতিদান। হবে—হবে! কিন্তু একটু জল পাওয়া যেতো? পথশ্রমে তৃষ্ণাতুর—একা চলেছি—সাথী নেই, সাহায্য নেই আছে শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না। একটু জল—কে দেবে—কে আমার কাছে এখানে—বুকজোড়া তৃষ্ণা কে মেটাবে?

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন।—

গীত।

তৃষ্ণা মেটে কি সামান্য জলে?
চোখের জলে মিশ না খেলে
কি ফল বল সে জল খেলে॥

মায়ের মুখের নামামৃত
যে ছেলে করেছে পান,
সেই জেনেছে সকল তত্ত্ব
কৃষ্ণ কালী সব সমান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও
তারা তারা কালী বলে।

সুদর্শন। আসল তেষ্টার জল কি সহজে মেলে। অনেক চোখের জল ফেলতে হয়, তবে সে তেষ্টার জল পাওয়া যায়।

[প্রস্থান।

পিপাজী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার কালী তারা আছে—আমার মা আছে, সেই মা আমায় জল খাওয়াবে। মায়ের এই ঘট—এই ঘটের জলই পান করি। [পান করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন ঘট জলশূন্য] একি, পূর্ণঘট শূন্য হলো কি করে। তবে কি এ যোগিনী সন্ন্যাসিনীর ছলনা—ঐ বৈষ্ণব বালকের ছলনা ? [হতাশায় বসিয়া পড়িলেন]

কমণ্ডল হাতে সদানন্দ বৈরাগীর প্রবেশ।

সদানন্দ। হা-হা-হা-হা, কি আশ্চর্য্য ! হাতের আয়ত্তে থেকেও পূর্ণঘট শূন্য হয়ে গেল। ও সন্ন্যাসী যাদু জানে, তাই যাদুমন্ত্রে পূর্ণ-কুণ্ড শূন্য করে চলে গেল। যায় যাক—আমার কাছেও পূর্ণ কমণ্ডলু আছে—তৃষ্ণা প্রবল হলে পান করতে পারেন।

পিপাজী। [সদানন্দকে একরূপ না দেখিয়া] দাও—দাও, পিপাসা প্রবল জাহ্নবীর পবিত্র জলে তৃষ্ণা নিবারণ করি। পরম ভাগ্যবান আমি—তাই তোমার করুণায়—[জলপানের জন্য অঞ্জলি পাতিবার সময় হঠাৎ সদানন্দর মুখ লক্ষ্য করিয়া] কিন্তু কে তুমি ? বৈষ্ণবের বেশধারী—তুমি কি বৈষ্ণব ? বল কোন ধর্মী তুমি ?

সদানন্দ। চিনতে পারলেন না রাজা? আমি আপনাকে চিনেছি। রাজবেশের ওপর গলায় মতির মালা, মাথায় রত্নমুকুট, হাতের বিচারদণ্ড, সত্যই কি সব ভুলতে পেরেছেন, না ছলনার খেলা খেলতে অভিমানের খোলস পরেছেন? হে শাক্তধর্মী রাজা, কর্মদোষে রাজ্যচ্যুত হয়ে, অজানা অচেনা পথে প্রান্তরে এসে আজ তৃষ্ণায় কাতর তাই—

পিপাজী। কাতরতা দেখবার প্রয়োজন নেই। বল, তুমি বৈষ্ণব না অন্য কেউ?

সদানন্দ। আমি দীনহীন বৈষ্ণব—

পিপাজী। বৈষ্ণব! যাও, দূর হও—ফেলে দাও কমণ্ডলু। ঘৃণ্য অস্পৃশ্যের অপবিত্র জল মাটি ভিজিয়ে পড়ে থাক; পিপাসায় মৃত্যুর কোলে জীবন ডালি দোবো, তবু তৃষ্ণা মেটাতে এক বিন্দু জলের প্রত্যাশায় তোমার সামনে অঞ্জলি পাতবো না; বিদ্রোহীর এ দান প্রাণঘাতী বিষ বলে পদাঘাতে সরিয়ে দিচ্ছি—

সদানন্দ।—

গীত।

বিষের মরমে মরণ অনল জ্বলিতেছে দিবারাতি।
আপনি জ্বেলেছ আপনার হাতে কলুষ গরল-বাতি॥
বিষের বহ্নি নেভাতে এনেছি শান্তি-শীতল বারি,
শান্তি বিলাতে ভ্রান্তি ঘুচাতে—কূলে বাঁধা সুখতরী,
আঁধারে আবার জ্বলিবে তোমার উজল মধুর বাতি॥

সদানন্দ। সংশয় না রেখে, পবিত্র জাহ্নবী বারিতে তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেলুন রাজা! পূজা শেষ করে শ্রীহরির চরণামৃত এনেছি।

পিপাজী। থাক—থাক—এত অনুগ্রহে প্রয়োজন নেই। বুঝতে পেরেছি, মাধবজীর গুপ্তচর তুমি। সহায়-সম্পদ হারিয়ে প্রান্তর-মরুতে

এসে দাঁড়িয়েছি—তুমি এসেছ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার দুর্গতি দেখে আমায় বিদ্রূপ করতে।

সদানন্দ। না রাজা, আমি এসে'ছি সেবা করতে।

পিপাজী। সেবা? হা-হা-হা-হা—এই ভাল—অতুল সম্পদ আমি সংগে এনেছি—এই ভবানীর ঘট। বলো আমার সহোদর মাধবজীকে—সুখে আছে যোগেশ্বরী মায়ের সন্তান।

সদানন্দ। রাজসন্ন্যাসীর সকল কথাই ছোট রাজাকে জানাবো। কিন্তু তার আগে তৃষ্ণার জল গ্রহণ করুন রাজা! অবজ্ঞায় ফেলে দিলে, মরুভূমির মত পর্বত-প্রান্তরে এক ফোঁটা জলের সন্ধান পাবেন না—জলশূন্য পথে তৃষ্ণার জল দেবার কেউ নেই।

পিপাজী। মাতৃনাম সম্বল করে, নখাঘাতে মাটির বুক চিরে পাতাল থেকে ভোগবতীর জল টেনে আনবো—পিপাসা মেটাবো সেই জলে; জাতিধর্ম বিসর্জন দিতে তোমার ও অপবিত্র জল এক ফোঁটাও মুখে তুলবো না।

সদানন্দ। জলের তেষ্টা জলেই মেটাতে হয় রাজা! পিপাসায় জল এগিয়ে আসে না—এগিয়ে যায় তৃষ্ণা। এখানে সাধ্য-সাধনা করে জল দেবার মত আর কেউ নেই।

পিপাজী। মা মা—আমার মা আছে—মাতৃমন্ত্রই আমার সার! সিংহাসন থেকে বুকে ধরে প্রান্তর-মরু পর্যন্ত যে মাকে সংগে এনেছি, তাঁরই কাছে চাইবো জল—তাঁরই চরণে কামনা করবো শুধু মুক্তি—মুক্তি—

সদানন্দ। মুক্তি চাইলে, মায়ের হয়ে সে মুক্তিপথ আমিও চিনিয়ে দিতে পারি।

পিপাজী। মুক্তিপথ? কই, কোথায় মুক্তিপথ? গোটা পৃথিবীটা

শুধু কাঁটার জাল ছড়িয়ে আছে; প্রতি পদক্ষেপে সুচিবিদ্ধ যন্ত্রণা— অসাধু জীবনে সাধুসংগ খুঁজে পাই না!

সদানন্দ। নিজে সাধু হলে সাধুর অভাব হয় না রাজা!

পিপাজী। না না, কারো কথায় ধর্মের নামে মদ খেয়ে আর বিষের নেশা করবো না। সবাই বিদ্রোহী—সব অসার, সার শুধু মায়ের মংগল ঘট। মুক্তির কিনারায় যাবো, যদি ভাগ্যে থাকে— যোগেশ্বরী ভবানীর জাগ্রত মংগল ঘট সার করে। [প্রস্থানোদ্যত]

সদানন্দ।—

গীত।

ওরে পথ-ভোলা পথযাত্রি!
আঁধার হৃদয়ে মণি-দীপ জ্বাল,
পোহাবে এ কাল রাত্রি॥
হায় রে, অবুঝ মন কেন না বোঝে
একই ব্রহ্ম রাজে দুয়ের মাঝে
লীলার প্রকটে কভু শ্যাম সাজে
কথনো সে জগদ্ধাত্রী॥

[পিপাজী আশ্রয় পাইয়াছেন ভাবিয়া ঘটটী লইয়া সগৌরবে ও সানন্দে সদানন্দ বৈরাগীর সংগে এক ভাবাবেশে চলিয়া গেলেন]

তৃতীয় দৃশ্য।

গাঙরোল—সভাগৃহ।

[নেপথ্যে জনগণ—"জয় রাজা মাধবজীর জয়—"]

মাধবজীর প্রবেশ।

মাধবজী। জয়ধ্বনি বন্ধ কর। আমি রাজা নই—শাক্ত নই—শৈব নই—বৈষ্ণবও নই, মানুষের আবরণে আমি পশু। জয়ধ্বনি বন্ধ কর, সংঘবদ্ধ হয়ে এই পশুটাকে বলি দাও।

ঘাতকবেশে জয়ের প্রবেশ।

জয়। বলি আপনি নন রাজা—বলি সেই হরিভক্ত মুচির ছেলে। রাজ্যের কল্যাণে তারই মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দিন।

মাধবজী। তুমি আবার কে ?

জয়। মাথা কাটবার ঘাতক—

মাধবজী। তোমায় তো কখনো দেখিনি !

জয়। আজ্ঞে, আমি নতুন বাহাল হয়েছি।

মাধবজী। কি নাম তোমার ?

জয়। আমার নাম জয়। আর একজনও বাহাল হয়েছে, তার নাম বিজয়। দুজনেই আজ হরিভক্ত—অথচ হরিভক্তের মাথা কাটতেই আমরা চাকরি নিয়েছি।

মাধবজী। হরিভক্ত হয়ে হরিভক্তের মাথা নেবে ?

জয়। আজ্ঞে, ঘাতকের চাকরি নিয়েছি যখন, বাইরের মাথা না

পেলে ঘরাঘরি মাথা নিয়েও চাকরি বজায় রাখতে হবে। নুন খেয়ে রাজার আদেশ তো অমান্য করতে পারবো না !

মাধবজী। ঘাতক যদি হও—দেশের মহামারী, অশান্তি আর দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর মাথা নাও—মানুষের মাথা আমি চাই না।

জয়। শাক্ত রাজাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে, খোলা প্রাণে আপনিও তো হরিভক্তের মাথার ওপর দৃষ্টি দিয়েছেন। ও হরিভক্তটার মাথা আমি নোবোই—ভক্তির জোয়ারের ওপর আমার বরাবরই হিংসে। তা ছাড়া তান্ত্রিক রাজার রাজ্যে গরীব দুঃখী হরিভজাগুলো নেচে বেড়াবে, এতো ভাল কথা নয় ! হরিভজার মাথা নিয়ে নরকে যেতে হয়, তাই যাবো ! গরীব ভিখারীর মাথার আবার দাম কি ? বেঁচে আছে, বৈষ্ণব আর শাক্তের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাধাতে !

মাধবজী। ঠিক বলেছ—অহংকারীর চোখে গরীবের মাথার আবার দাম কি ? শাক্তের কাছে তিলক-কাটা হরিভক্তের আবার মূল্য কি ? যারা ধর্মের লড়াই করে, তারা বোঝে না—তাই বিচার করতে যায় কালী বড় না হরি বড় !

জয়। কেন রাজা, হরি আর হরিভক্ত কি সত্য নয় ?

মাধবজী। শাক্তের মা যদি সত্য না হয়—হরিভজার হরিও মিথ্যা ! পাহাড়-প্রমাণ ধ্বংসের তরংগ, মৃত্যুর হুংকার দিয়ে গোটা সংসারটাকে মিথ্যা করে রেখেছে।

গীতকণ্ঠে শৃংখলিত রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস।— গীত।

প্রণতি মিনতি প্রিয় কান্ত কিশোর।
ছুটা দে ঝুটা এ বন্ধন ডোর ॥

দরশন দেও মোরে মরণ-তীরে,
আনন্দ মিলে যব আঁখি না ঝুরে,
নাচত সুন্দর স্বরূপ নাগর ॥

মাধবজী। হরিভক্ত যুবক! আজ হরিবিদ্বেষীর দল তোমার মাথা নিতে চায়!

রুইদাস। আমি সৃষ্টির অপদার্থ কৃমিকীট কিনা, তাই পায়ে টিপে মারলেও আমায় কথা কইতে নেই।

জয়। সত্যিই ওটা পশু! অমন খাঁটি বোষ্টমকে বলি দেবার ব্যবস্থা করে ভাল কাজই করেছেন।

ঘাতকবেশে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। এরাই আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে হরি হরি করে রাজার যোগেশ্বরী মাকে ছোট করেছে—এরাই মহারাজ পিপাজীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথা নিন রাজা—মাথা নিন, নইলে রক্তবীজের ঝাড় হরি হরি করে একটা বিপর্যয় ঘটাবে তবে ছাড়বে। অনুমতি করুন, হরিভক্তের মাথাটা উড়িয়ে দিই।

রুইদাস। মাথাটা কেটে ভাল করে মাটি চাপা দিও ঘাতক, নইলে মাটি ফুঁড়ে হাজার হাজার বৈষ্ণব গজিয়ে উঠবে।

বিজয়। শুনছেন মহারাজ—কথা শুনলে মরা মানুষেরও রাগ হয়। সাধে আমরা হরিভক্ত হয়ে হরিভক্তের মাথা নেবার ঘাতক হয়েছি?

জয়। ওরে বিজয় ঘাতক, অত কথায় কাজ নেই। হরিভজার মাথাটা বাগিয়ে ধর—আমি একটা কোপ বসিয়ে দিই।

রুইদাস। তাতে কি হবে জান? তাতে শাক্তের হবে অকল্যাণ—আর বৈষ্ণবের মুক্তিপথে জেগে উঠবে ভগবান।

মাধবজী। ভগবান? তোমার ভগবান আছে?

রুইদাস। শুধু আমার নেই—প্রত্যেক মানুষের বুকে সেই অতন্দ্র মহাপুরুষ বাসা বেঁধে বাস করেন। বহুরূপী তিনি, তাই বিভিন্ন আধারে তাঁর বহুরূপ; তাই ঘাতকের বুকের ভগবান আমার অন্তরের ভগবানকে মেরে শান্তি পাবেন না। উল্টে ভগবানে-ভগবানে এক হয়ে যাবে—কেবল ঘাতক আর আমি পড়ে থাকবো একগলা পাঁকের মাঝখানে।

মাধবজী। তোমার ভগবান তোমায় বাঁচাতে পারে?

রুইদাস। ভগবান আছে বলেই তো বেঁচে আছি।

মাধবজী। তোমার কাঁধ থেকে মাথাটা নামিয়ে দিলে, ভগবান তা জোড়া দিয়ে, মাহাত্ম্য দেখাতে পারে?

রুইদাস। মাহাত্ম্য দেখিয়েই তিনি মহিমময় মহাপুরুষ!

মাধবজী। ঘাতক! গাণ্ডরোলে কটা মানুষ কেটেছ? যদি ভগবান দেখতে চাও, ছুরি বসিয়ে ওর বুকখানা চিরে ফেল—খড়্গাঘাতে মাথাটা উড়িয়ে দাও—আসুক ভগবান তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে নিয়ে।

জয়। মাথাটা এইখানেই নামিয়ে দোবো রাজা।

মাধবজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, নামিয়ে দাও। যদি সাধু হয়, বাঁচুক ঘাতকের খড়্গো—পরীক্ষা হয়ে যাক ভগবদ্ভক্তের সাধনার। মাথা দাও বৈষ্ণব! ঘাতক, ফেল খড়্গ—

জয়। ওরে বিজয় ঘাতক! হরিভক্তের মাথাটা বাগিয়ে ধর—কোপটা সেরে ফেলি।

বিজয়। বসে যাও বোষ্টম-ভাই—বসে যাও, তোমার ইষ্টনাম সেরে নাও।

রুইদাস।—

পূর্ব গীতাংশ।

দরশন দেও মোরে মরণ-তীরে,
আনন্দ মিলে যব আঁখি না ঝুরে,
নাচত সুন্দর স্বরূপ নাগর ॥

[বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল]

জয় ও বিজয়। জয় মা যোগেশ্বরি—জয় মা—[রুইদাসকে হত্যা করিবার ছলে খড়্গ উত্তোলন]

সীতাদেবীর প্রবেশ।

সীতাদেবী। স্তব্ধ হও, ছেলে মাথা দেবার আগেই মা এসেছে তার মাথা বাঁচাতে। মুক্তির পদধ্বনি শোনাতে পার না—মৃত্যুর নিমন্ত্রণ এনেছ? নতুন রাজা কি চাকা ঘুরিয়ে পরীক্ষা করছো—বৈষ্ণব আর শাক্তের মধ্যে কোন ধর্মটা বড়? ছোট-বড় নেই—সব ধর্মই সমান।

মাধবজী। সব সমান যদি, শাক্তধর্মী রাজা হরিভক্তের ওপর অভিমান করে রাজ্য ফেলে চলে যান কেন? শাক্তধর্মের মা রাজা পিপাজীকে বাঁচাতে পারেননি—আমি দেখবো বৈষ্ণবধর্মের ভগবানও ভক্ত রুইদাসকে বাঁচান কিনা! ঘাতক, বধ কর হরিভক্তকে, দেখি—কোথায় আছে ওর ভগবান!

জয় ও বিজয়। জয় মা—[হত্যায় উদ্যত]

সীতাদেবী। দাঁড়াও। মাও আছেন ওর বুকে—ভগবানও আছেন ওর কাছে কাছে। বাঁচবে বলেই অমৃত খেয়ে ও মানুষ হয়েছে। ভগবানের নাম নিয়ে যদি ওর মরণই ঘটে, তবে এতদিন মরবার

বিষ খেয়ে ও বলির পশু তৈরী হয়েছে। মরে যদি, ছোটলোক বলে তোমরা ওর মুখে লাথি মারবে—আর বাঁচে যদি, চামারের ছেলেকে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলবো আমি—ঠাকুরসেবার যত্ন দিয়ে।

মাধবজী। বধ কর ঘাতক! বৈষ্ণবের এ পরীক্ষা নেবে শাক্ত—সম্প্রদায়। ওরা দেখতে চায়—বৈষ্ণবের ঠাকুর সত্য না মিথ্যা।

সীতাদেবী। তবে আমিও বলছি, বধ কর। বৈষ্ণবের ঠাকুর যদি সত্য হয়, এ রক্তশোষণ ঠাকুর সইবেন না। কাঁধের ওপর অস্ত্রখানা বরণের ফুলের মালায় পরিণত হবে। নইলে ভগবান মিথ্যা, মাও মিথ্যা, আমরা সকলেই মিথ্যা, আমাদের বেঁচে থাকাও মিথ্যা। ওর মাথাটা অবরোধ করলেও, ওর ধর্মটা অবরোধ করা যাবে না।

[প্রস্থান।

বিজয়। ওরে জয় ঘাতক! বসিয়ে দেনা কাতানখানা—আমার হাত দুটো ভেরে আসছে।

মাধবজী। তোমরা দুজনেই অকর্মণ্য। একটা মাথা কাটতে যারা এত ভাবে, ঘাতকের খড়্গ ফেলে হরিভক্ত সেজে তাদের জপের মালা ঘোরানই উচিত। বধ কর—বৈষ্ণবের ঠাকুর সত্য কিনা, তা পরীক্ষা কর।

জয় ও বিজয়। জয় মা—[হত্যায় উদ্যত]

[নেপথ্যে যোগেশ্বরীর অট্টহাসি]

জয়। ও অট্টহাসি কার? রাজা, কাতানখানা আর চলছে না, পরশুরামের কুঠারের মত হাতে বেধে গেছে। টানলেও নামে না—ফেললেও পড়ে না। চামারের ছেলে সহজ নয় রাজা! ও ভগবানের ভক্ত—ভগবান ওকে বাঁচাতে চায়। আপনি ওর ভগবানকে স্বীকার করলে, কাতানশুদ্ধ আমার হাতখানাও নেমে আসবে।

মাধবজী। ওরে চামারের ছেলে ভক্ত রুইদাস! সকলকে তোমার ঠাকুরের মাহাত্ম্য জানাতেই আমি এ হত্যাকাণ্ডের অবতারণা করেছি। তুমি মুক্তপুরুষের মত আদর্শ উদার মানুষ বৈষ্ণব-সমাজের মুখোজ্জ্বল করতেই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। [হাতের শৃংখল খুলিয়া দিলেন]

রুইদাস। [সংজ্ঞা পাইয়া] রাজা! রাজা! আমার মাথাটা এখনো নিতে পারেননি? এখনো আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন?

মাধবজী। ওরে সাধক, ওরে আদর্শ বৈষ্ণব! সারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তোমার কীর্তিতে আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাঙা বুক-খানায় তোমার বুকের স্পর্শ দিয়ে আমায় ধন্য কর ভাই! [আলিংগন]

বিজয়। সত্যিকথা রাজা, ও মুচির ছেলে সহজ নয়—সত্যিই ভগবানের ভক্ত; মানুষের সাধ্য নেই ওর মাথা নিতে এগিয়ে আসে।

[প্রস্থান।

জয়। আমরা ঘাতক নই রাজা! রুইদাস যার ভক্ত, আমরাও তার সেবক। শাপভ্রষ্ট রুইদাসের সাধন-শক্তি প্রচারে আমরা ঘাতক সেজে ওর ঘাতক দমন করেছি মাত্র।

[প্রস্থান।

মাধবজী। রুইদাস—রুইদাস! কে ওরা? ধরে আন সাধক বন্ধুদের—তোমার সংগে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে, ওদের পায়ে প্রণতি জানিয়ে আমার জীবন সার্থক করবো।

রুইদাস।—[পূর্বোক্ত গীতের প্রথম চরণ গাহিল]

গীত।

প্রণতি মিনতি প্রিয় কান্ত কিশোর।
ছুটা দে ঝুটা এ বন্ধন ডোর॥

[প্রস্থান।

মাধবজী। সার্থক এদের জীবন! এরা ধর্ম আচরণে গোটা সংসারটাকে বাঁচাতে চায়। [প্রস্থানোদ্যত]

সীতাদেবীর পুনঃ প্রবেশ।

সীতাদেবী। যে যে ধর্মই আচরণ করুক, ঘরছাড়া রাজাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে নিজের ধর্মটা বজায় রাখ। অনেক প্রমাণ নিয়ে অনেক মাতামাতি করে মুচির ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছ, এবার আমার প্রাণটা বাঁচাও। আমার ব্যথা-বেদনার প্রতিকার করবে কে?

মাধবজী। আমিই করবো দেবি!

সীতাদেবী। বিশ্বজোড়া আকাশখানা মাথায় ভেঙে পড়ে, তার জমকালো অন্ধকার আমার গলা টিপে ধরেছে—আমায় রাহুমুক্ত করবে কে?

মাধবজী। আমি।

সীতাদেবী। কাশীর রাজরাজেশ্বর আজ ভিখারী ভোলানাথ; হাতের ভিক্ষাপাত্র কেড়ে নিয়ে তাকে সিংহাসনে বসাবে কে?

মাধবজী। সিংহাসনের কাঁটা যাকে অস্থির করেছে, সিংহাসনে বসাতে সেই তাঁকে বরণ করে আনবে দেবী!

সীতাদেবী। তবে অশ্ব প্রস্তুত করতে বল। রাজাকে যদি ফিরিয়ে আনবার অভিপ্রায় থাকে, সংগে চল আমার দেহরক্ষী হয়ে।

মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। ছোট রাজাকে দেহরক্ষী করে কোথায় যাওয়া হবে রাণি-মা?

সীতাদেবী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে! হরি-বিদ্বেষা রাজাকে

শত্রু হয়ে সবাই ঘরছাড়া করেছি—আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এসেছে।

মহাবীর। প্রায়শ্চিত্ত কি শুধু রাণী-মাই করবেন? ছোটরাজাই করবেন? আর আমি? এই হতভাগা ভেতুড়ে মহাবীর কি শুধু ফাঁকি দিয়ে ফাঁকেই পড়ে থাকবে?

সীতাদেবী। তুমি আবার কি করবে?

মহাবীর। কি করবো? আমার রাম হয়েছেন বনবাসী, সীতাদেবী চলেছেন বন কেটে রামের সন্ধানে, ব্রতধারী লক্ষ্মণ ভাই চলেছেন পায়ের দাগ দেখে দেখে বনবাসী রামকে ফিরিয়ে আনতে, আর আমি হতচ্ছাড়া মহাবীর—অকম্মের ঢ্যাঁড়স, কাণা রামদাস হয়ে পড়ে পড়ে খাবো আর ঘুমুবো? তা হবে না রাণি-মা, রাজা-রাণীকে সিংহাসনে বসিয়ে, একাসনে রাম-সীতা আমায় দর্শন করতেই হবে।

সীতাদেবী। মহাবীর!

মহাবীর। বাধা দেবেন না রাণী-মা—

মাধবজী। পথে হয়তো, দস্যু-তস্কর, বাঘ-ভাল্লুকের সংগে যুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে হবে।

মহাবীর। কিছু বলতে হবে না ছোটরাজা, তখন আমার কাঁচি চলবে কচকচাং—গলা কাটবো ঘ্যাঁচঘ্যাচাং—সংগে সংগে চিৎপটাং—খাণিকক্ষণ ছটফটাং—ব্যস, তারপরেই যমের বাড়ী চলিতাং; আমরাও তখন যেখানে যাবার হেসে খেলে গম্যতাং! রাণি-মা, আপনি যদি যান, ছোটরাজা যদি যান, তাহলে আমার অভিযানটাও বাদ রেখে যাওয়া চলবে না।

সীতাদেবী। চল, আজই রাজার অন্বেষণে যাবো। মন্ত্রীর ওপর রাজকার্যের ভার দিয়ে সবাই ছুটি নিয়ে এসো।

বাতগ্রস্ত ভাণ্ডরীর প্রবেশ

ভাণ্ডরী। সবাই যদি ছুটি পায়, আমাকেও ছুটি দেবার ব্যবস্থা কর রাণি-মা! ছোটরাজা, মহাবীর-দা, বাতে আমায় পংগু করে ফেলেছে—আর পারছি না দৌড়-ঝাঁপ করতে।

সীতাদেবী। জঞ্জাল বিদেয় কর দেবর—ওরা এক-একটা কুগ্রহ—
[প্রস্থান।

মাধবজী। ভাণ্ডরীকে ছুটি দাও মহাবীর—দেবদ্বেষী অত্যাচারীকে আমরা ছুটিই দিয়ে যাবো।

ভাণ্ডরী। হরিভক্ত মুচির ছেলেটাকে শাসন করতে গিয়ে আমার হদ্দমুদ্দ হয়েছে।

মহাবীর। বেশ হয়েছে, গুণ্ডোমী করতে যাও কেন?

ভাণ্ডরী। সেদিন রামানন্দ স্বামীর আশ্রমে, বামুন আর মুচির ছেলেতে মিলে আমায় ভেল্কি দেখিয়ে কি যে করলে, সেই থেকে কেবল হাঁপাচ্ছি আর বাতের কনকনানিতে মরে যাচ্ছি! আমার এ বাতের জন্যই তুমিই দায়ী মহাবীর-দা!

মহাবীর। আহাহা, কি কথাই বললে। আমিই দায়ী? আমি তোমায় চাকরিই করতে বলেছি—বিবেচনার বাইরে যেতে বলেছি? রাজার আদেশে হরিনামে বাধা দিতেই বলেছি—হরিভজাদের গায়ে হাত তুলতে বলেছি? ওদের ঠাকুরকে ঠাকুর বলতে না পার, কুকুর বলতে বলেছি? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাও কেন? ভেল্কি তো দেখবেই—চোখে সরসে ফুল দেখনি এই ঢের!

ভাণ্ডরী। তোমার পেটে এককথা মুখে এককথা কি করে বুঝবো বল? শুধু হরিনাম শুনতে—হরিনাম বন্ধ করতে—তা কি

তুমি বলেছ কোন দিন ? আমারই গলা কাটতে তুমি যে কাঁচিতে শাণ দিয়ে রেখেছ, তা কি আমি আগে জানি ?

মহাবীর। আহাহা, নির্বোধ গাধার মত কাজ কর কেন ? তোমাকে হাতুড়ী দিয়ে পিটলে তবে রাগ যায় !

ভাণ্ডারী। চাকরি বজায় রাখতে ঘুষ খেয়ে খেয়ে আমার এই গাঁটে গাঁটে বাত—

মহাবীর। এইতো সবে বাত—কাৎ হলে তবে তোমার ছুটি।

মাধবজী। ছুটি দিয়ে যাও মহাবীর—নইলে শত্রুতা করে ওরা মরে মরেও আমাদের রাজনীতিকে কামড়ে ছিঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে। শোন ভাণ্ডারি, আজ পর্যন্ত যতগুলো অন্যায় করেছ, তার পাপ তোমাকেই নিতে হবে ; সে পাপের শাস্তি দেখবেন যত সাধুর দল আর ওপরের ঐ ভগবান। যাও—তাই আজ থেকে তোমার ছুটি !

ভাণ্ডারী। তাই বলুন—তাহলে হরিভজার ভগবানও আছে ? তাহলে মুচির বেটা রুইদাস যা করেছে সব সত্যি ?

মাধবজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, মা যোগমায়া যোগেশ্বরী যেমন সত্য, বৈষ্ণবের ভগবান শ্রীহরিও তেমনি সত্য।

মহাবীর। হতভাগাটাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিন তো ছোটরাজা !

ভাণ্ডারী। তাহলে তো ভুলই করেছি—ভুল করে পাপই তো করেছি ! জয় মা যোগেশ্বরি—জয় বৈষ্ণবের ভগবান শ্রীহরি ! এরা সবাই আমায় ছুটি দিয়েছে—তুমি আমায় ছুটি দাও প্রভু—

[প্রস্থান।

মহাবীর। ছুটি আমিও নোবো রাণি-মা ! তার আগে কাঠ-বেড়ালিতে যেমন সাগর বেঁধেছিল, রাজাকে ফেরাতে আমিও তেমনি একটা কিছু করতে পারবো না ?

সদানন্দ বৈরাগীর প্রবেশ।

সদানন্দ। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই—চেষ্টা থাকলে স্বর্গটাকে মাটিতে নামিয়ে আনা যায়।

মাধবজী। স্বর্গকে মাটিতে নামিয়ে আনবো না ঠাকুর—মাটিকেই আমরা স্বর্গ করে তুলে ধরবো। স্বর্গের মা আর দয়াল ঠাকুর যদি সত্য হয়, আমাদের জয়যাত্রা নিষ্ফল হবে না। আমাদের লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, কর্ম এক; আমরা অভিমানী রাজাকে ফিরিয়ে এনে, আমাদের মুক্ত অন্তরের পরিচয় দিয়ে সমস্ত জীবন মধুময় করে তুলবো।

সদানন্দ।—

গীত।

তবে চল সাথে ব্রতধারি!
জীবন-ব্রত সফল করিতে—
হও পথে পথচারী।
আলোর দেশে রত্ন আছে—
আলোয় আলোয় পথ চল,
যত্ন করে শাঁখ বাজিয়ে
পরম রত্ন ঘরে তোলো,
মনের জালে রাখ ফাঁদ পেতে—
ধরা যাবে মনোহারী।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃক্ষতলে রুইদাসের পর্ণকুটীর।

মুণ্ডিত মস্তকে চামারের বেশে রুইদাস।

রুইদাস। চন্দনা এখনো অন্ধকারে! মন তৈরী করবার আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছি, জপের মালা সংগে রয়েছে, তবু এখনো মনের দাগ মুছতে পারলে না! জপ করবার মন্ত্র দিয়েছি—বুঝিয়ে দিয়েছি—জপাৎ সিদ্ধি—তবু এখনো হুঁস নেই! যখন তন্ত্র পুরাণ তান্ত্রিক বৈষ্ণব সব একই চোখে দেখতে শিখবে, তখনই বুঝবে—ব্রহ্মই পদ্মযোনি ব্রহ্মা—শ্রীবিষ্ণুই বৈষ্ণব আচারী ব্রহ্ম—শিবকালীই, ত্রিজগতের আলো-আঁধারের পরিচয়—[উপবেশন]

একখানা তরবারিহস্তে বাতগ্রস্ত ভাণ্ডারীর প্রবেশ।

ভাণ্ডারী। রুইদাস!

রুইদাস। কে?

ভাণ্ডারী। ত্রিজগতের আলো দেখতে চাই না রুইদাস—চাই ক্ষমা! মর্তলোকে আমি অন্ধকারের জালে পড়েছি। অনেক ভেল্কী, অনেক ভৌতিক খেলা দেখেছি তোমার! তুমি ধার্মিক পুণ্যাত্মা—আমি মহাপাপী; যে অস্ত্র একদিন তোমার মাথায় তুলেছিলুম—সেই অস্ত্রে—

পিছন হইতে ছোরা হাতে সন্তর্পণে চন্নার প্রবেশ।

চন্না। সেই অস্ত্র নয়—এই ছুরিখানাই তোমার রক্ত চায়! [ভাণ্ডরীর পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত]

ভাণ্ডরী। ওঃ, কে রে গুপ্তঘাতক ?

রুইদাস। কে—কে গুপ্তঘাতক ?

চন্না। আমি! চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছি, ওর মরাই দরকার। আরো দু ঘা—[ভাণ্ডরীকে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত]

রুইদাস। কি করছো চন্না, কেন মারলে ওকে ?

চন্না। ও তোমাকে মারতে এসেছিল দেখতে পাওনি ?

রুইদাস। তার আগে তুমিই তো ওকে আঘাত করে বসে আছ।

চন্না। শত্রুর অস্ত্রাঘাত আগে তোমার বুকে পড়লেই ভালো হতো বুঝি ?

ভাণ্ডরী। না না, আমি আঘাত করতে আসিনি। আমি এসেছিলুম, অস্ত্রখানা তোমার হাতে তুলে দিয়ে, তোমার আঘাত নিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সে আশা আমার পূর্ণ হয়েছে, তোমার সামনে আমি শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারবো। [পড়িয়া গেল]

রুইদাস। ছি ছি ছি, নরহত্যা করলে চন্না ? এত হিংসা তোমার ? যাকে বাঁচাতে পার না, তাকে মৃত্যু দাও কোন বুদ্ধিতে ?

চন্না। মেরেছি ভগবানের বুদ্ধিতে। ওকে না মারলে এতক্ষণ তুমি মরতে যে!

রুইদাস। না না, আমায় মারতে ও আসেনি! মারলেও ভগবান আমায় বাঁচাতো।

চন্দনা। তাহলে সপ্তরথীর হাত থেকে ভগবান অভিমন্যুকেও বাঁচাতো। একটা কচিছেলেকে সাতজনে পরামর্শ করে কেন মেরেছিল বলতে পার?

রুইদাস। শাপভ্রষ্ট চন্দ্রদেবকে উদ্ধার করতে—

চন্দনা। আমিও ওকে মেরেছি, ওর অভিশপ্ত দেহটাকে শ্যাল-কুকুরের মুখে ফেলে দিতে।

রুইদাস। ভগবানকে ডাক ওকে বাঁচাতে।

চন্দনা। ও আমাদের শত্রু—

রুইদাস। শত্রুকে মিত্র গড়বার ব্রত নিয়েছি চন্দনা!

চন্দনা। তবে তুমিই তো ভগবান!

রুইদাস। না না, আমি জরামরণশীল মানুষ—ভগবানের ক্ষুদ্র একটু অংশমাত্র।

চন্দনা। তুমি বাঁচাতে পার তোমার শত্রুকে?

রুইদাস। আমি নয়—পারে আমার ভগবান—আমার গুরুদত্ত আশীর্ব্বাদ!

চন্দনা। তবে বাঁচাও—আমি দেখবো তোমার ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য—পরীক্ষা করবো তোমার গুরুদত্ত আশীর্ব্বাদের শক্তি।

রুইদাস। তোমায় পাপমুক্ত করতে গুরু ভগবানের নাম নিয়ে, আমার জীবন—চৈতন্য দিয়ে শত্রুকে মিত্র করে বাঁচিয়ে তুলছি চন্দনা—[সুরে]

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[ভাগুরীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিল]

ভাগুরী। [মুর্চ্ছাভংগে উঠিয়া] না না, আমি হত্যার অস্ত্র নিয়ে

আসিনি রুইদাস! তোমার মাথা নিতে আসিনি—তোমার পায়ের তলায় আমার মাথাটা উপহার দিতে এসেছি। বাতগ্রস্ত পংগু আমি—তোমার পায়ে স্থান দিয়ে আমায় ক্ষমা কর।

রুইদাস। ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, যে পথে এসেছ, সেই পথে ফিরে যাও রাজকর্মচারি! নিজের পাপকথা প্রকাশ্য রাজপথে ব্যক্ত করে যাও, পাপমুক্ত হবে। এখন থেকে রোগমুক্তির সাধনা কর, মুক্তিলাভ করবে।

[প্রস্থান।

চন্দনা। আমি তোমায় কি ছুরি মেরেছি রাজপুরুষ—আমার চেয়ে ধারালো ছুরি মেরেছে ঐ চামারের ছেলে ভক্ত রুইদাস—

[প্রস্থান।

ভাণ্ডরী। চামারের ঘরে এমন দেবতা হয়ে জন্মেছ যদি, প্রণাম নিয়ে আমায় ধন্য কর রুইদাস! মন্ত্রের গংগাজলে দেহ মন ধুইয়ে শুদ্ধ করে, নরকের পশুকে মানুষ হবার সুযোগ দাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীরবর্তী পিপাজীর কুটীর-সান্নিধ্য বটবৃক্ষতল।

আসন, ঘট, ও ফুলের সাজি হাতে পিপাজী।

পিপাজী। হ্যাঁ, এতে তৃপ্তি আছে। পবিত্র জাহ্নবী-তীরে মায়ের এই আশ্রম, এই সেবা-প্রতিষ্ঠান এখন আমার গর্বের সামগ্রী। [যথাস্থানে আসন ও ঘটাদি স্থাপন করিতে লাগিলেন]

রক্তবস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা জগদ্ধাত্রীরূপিণী যোগেশ্বরী রাজার অলক্ষ্যে আবির্ভূতা হইলেন।

পিপাজী। কলনাদিনী পূত দ্রবময়ী সুরধুনী-তীরে. অষ্টমীর মহাক্ষণে নিজের হাতে মায়ের পূজা করবো। এ সৌভাগ্য কি ঘটতো, যদি বৈষ্ণবের নেতা কনিষ্ঠের বিদ্রোহিতা না পেতুম! কি শাস্তি দিয়েছে আমায় বৈষ্ণবের দল—আমার এ মাতৃসেবার তুলনায়? এর মত তৃপ্তি কোথায়—যে সাধনায় আজ বলিদান দিতে চলেছি বলির পশুর অভাবে পাত্রপূর্ণ করে নিজের হৃদয় শোণিত? [ফুলের সাজি, আসন ইত্যাদি যথাস্থানে সাজানো শেষ করিয়া] হ্যাঁ, এইতো পুজার আয়োজন হলো! চাই একখানা খড়্গ—

[প্রস্থান।

যোগেশ্বরী। যতই উপাচার সাজাও ভক্ত, মন গংগাজলে ধুয়ে না ফেললে সাধনার দেবদেবী আসন পাতবার ঠাঁই পাবে না। কৃষ্ণকালীকে একাসনে বসিয়ে এক ভাবতে না শিখলে সাধনা পূর্ণ হয় না। নারায়ণ-কৃষ্ণ-গোবিন্দ, কালী-তারা-জগদ্ধাত্রী, সব এক তত্ত্বে

একই সত্তায় ভেসে থাকে। আজ এ অজ্ঞান ভক্তকে বুঝিয়ে দোবো—আমিই কৃষ্ণ, আমিই কালী, আমিই নারায়াণ, আমিই জগদ্ধাত্রী।

[অন্তর্ধান।

চর্মকার ব্যবসায়ী-বেশে ব্যবসার ঝুলি স্কন্ধে
সম্ভবমত বড় একটি মণিহস্তে গীতকণ্ঠে
রুইদাসের প্রবেশ।

রুইদাস।—

গীত।

কি ছলে ভুলায়ে গেলে অধম ভিখারী জনে।
আসল মানিক হাতে পেলে
কাজ কি আর সামান্য ধনে॥
কি প্রয়োজন মণির মানে,
মনের মাণিক থাকলে মনে,
বেঁধো না আর হীন বাঁধনে
পাই যেন ঠাঁই ঐ চরণে

নারায়ণ। [নেপথ্যে] মনে রেখো রুইদাস, ও সাগরছেঁচা পরশমণি, যাতে ছোঁয়াবে, তাই সোনা হবে।

রুইদাস। কেন দিলে প্রভু এ পরশমণি? পরীক্ষা করতে আমায় কষ্টিপাথরে ঘসে নিচ্ছ? নানা লোকের উৎপাতে, দিনে জাত-ব্যবসা বজায় রাখি, রাতের অন্ধকারে তোমার ভজনা করি. তা কি তুমি সইতে পারছো না প্রভু?

নারায়ণ। [নেপথ্যে] সঞ্চয় কর—সঞ্চয় কর রুইদাস, সঞ্চয় কর।

দুঃখের দিনে আজ তোমার সৌভাগ্যই তোমায় মণিরত্ন মিলিয়ে দিয়েছে।

রুইদাস। ওগো দুঃখের দেবতা! কে চেয়েছিল তোমার এই একখণ্ড মণি? আমি চেয়েছিলুম শুধু তোমাকে! অন্ন চাই না, বস্ত্র চাই না, ধনী হতে চাই না—চাই তোমাকে। স্পর্শমণি দিয়ে আমার অভাব মোচন করনি ঠাকুর—আমার স্বভাব নষ্ট করে অভাব বাড়িয়ে তুলেছ।

নারায়ণ। [নেপথ্যে] অমূল্য মণির চেয়ে আমিই কি তোমার কাছে মূল্যবান?

রুইদাস। তুমিই যে আমার সব! দয়া করে তোমার স্পর্শমণি ফিরিয়ে নাও। মণির ছোঁয়াচ লেগে আমার দণ্ড-কমণ্ডুল পর্যন্ত মণিময় হয়ে উঠেছে! মণিই যদি করবে, আমায় মণিময় কর ঠাকুর—নইলে বৃথাই তোমার স্পর্শমণি!

নারায়ণ। [নেপথ্যে] রুইদাস! স্পর্শমণির মূল্য বোঝবার চেষ্টা কর।

রুইদাস। ওগো অশরীরি, তোমার স্পর্শমণির মূল্য আমি বুঝতে চাই না—আমার অনন্ত দুঃখের মধ্যেই তুমি থাক, আমার বুকে তুমি এসেছ, বুক থেকে এ মায়ায় স্পর্শমণি তোমায় ছিনিয়ে না নেয়!

নারায়ণ। নেপথ্যে] আশীর্বাদ করি, তোমার ধর্মে মতি হোক—তোমার সকল মনঃকষ্টের অবসান হোক।

রুইদাস। না ঠাকুর, দুঃখ-কষ্টের অবসান আমি চাই না। দুঃখ ঘুচিয়ে, দুঃখের ঠাকুরকে আমি হারাতে পারবো না।

নারায়ণ। [নেপথ্যে] মনের দৃঢ়তা থাকলে, স্পর্শমণি সামনে

নদীর জলে ফেলে দিও। আমার আশীর্বাদে অন্তর তোমার মণিময় হোক।

রুইদাস। অন্তরের প্রণাম নাও ঠাকুর! অন্তর যদি মণিময় করতে পারি, তবে অশরীরী হয়ে নয়, নিরন্তর মূর্ত্তিমান হয়ে আমার সামনে থেকো প্রভু। [ঘটের প্রতি লক্ষ্য পড়িল] একি, এখানে এ ঘট কিসের? কোন দেবতার ঘট? কে প্রতিষ্ঠা করলে? পূজার উপকরণও প্রস্তুত—কার পূজা হবে—কে পূজা করবে? আমি? তাই হোক—এ অনুষ্ঠান সত্য হোক—সফল হোক। [নিজের দ্রব্যসম্ভার নামাইয়া ঘটের সামনে আসনে বসিয়া হাতে ফল নিলেন]

খড়্গাহস্তে পিপাজীর প্রবেশ।

পিপাজী। হাহাহাহা, খানিকটা গঙ্গাজল, কিছু ফুল, একটু রক্ত-চন্দন, একখানা খড়্গ আর একটা বলি—এতে যদি মনের জোর থাকে, অষ্টমীর মহাক্ষণে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য! [রুইদাসকে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া] একি, আমার পূজার স্থানে নিবেদনের দ্রব্যসম্ভার হাতে নিয়ে ধ্যানস্থ কে তুমি? এ অধিকার তোমায় কে দিলে? কেন স্পর্শ করলে আমার পূজার সম্ভার?

রুইদাস। [ফুলের অঞ্জলি হাতে] এস পরিত্রাতা দয়াল প্রভু, এস নারায়ণ, এস আমার স্পর্শমণি! তোমার চরণরেণুর পরশ দিয়ে মণির মাহাত্ম্য দেখাও—আমায় খাঁটি সোনা করে নাও। গুরু স্মরণ করে তোমায় ডাকছি—পূজা নাও, অঞ্জলি নাও। বলেছিলে আশীর্বাদ দেবে—আশীর্বাদ দাও।

পিপাজী। উঠে দাঁড়াও ঘটের সামনে থেকে—নইলে আশীর্বাদ পাবে না—পাবে অভিশাপ।

রুইদাস। [অঞ্জলি ধরিয়া আপন মনে] কি বলছো ঠাকুর, আবাহনের মন্ত্রে আজ প্রকৃতি হয়ে আসবে—মা হয়ে পূজা নেবে? তাই নাও না—আমি কি সংসার ছাড়া মায়ের ছেলে? গুরুদত্ত মন্ত্র নাও, চন্দনমাখা ফুল নাও—আবাহন নাও—[ঘটে অঞ্জলি দিতে উদ্যত হইলেন]

সহসা কালীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া, হাত পাতিয়া অঞ্জলি লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

পিপাজী। আলো—আলো! ও কি বিদ্যুৎ না অগ্নিগোলা।

রুইদাস। [সাহ্লাদে] নিয়েছে—নিয়েছে—হাত পেতে অঞ্জলি নিয়েছে।

পিপাজী। যতই দৈবী মায়া দেখাও, বল—কে তুমি আমার পূজার দ্রব্যসম্ভার নষ্ট করলে? যোগেশ্বরী ভবানী-পূজার পুষ্প-সম্ভার তুমি বিষ্ণুপূজায় অঞ্জলি দিলে?

রুইদাস। [আপন মনে] কি বললে—তোমরা এক? দুয়ে মিশে একই সত্বায় ভাস? তবে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের মত তোমারও পা দুখানির স্পর্শ আমায় দাও।

পিপাজী। কে তুই? পরিচয় দাও। তুমি বৈষ্ণব?

রুইদাস। কোন স্পর্দ্ধায় বলবো আমি বৈষ্ণব—আমি বৈষ্ণবের দাস। যখন শ্রীবিষ্ণুর পায়ে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে সারা সংসারটাকে বিষ্ণুময় দেখতে পারবো—তখন পরিচয় দোবো আমি বৈষ্ণব। যখন আমার পূর্ণ মায়ানাশ হবে, তখন হবো আমি শ্রীবিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব; এখন আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস—আমার সর্বস্ব বৈষ্ণবের জন্যই রেখেছি।

পিপাজী। সর্বস্বের মধ্যে একমাত্র তোমার জীবন। বিশ্বের কল্যাণে দেশের কল্যাণে, সেই জীবন-সর্বস্ব তুমি দান করতে পার?

রুইদাস। কে নেবে এ জীবন? আমার গুরু? আমার গুরু-মন্ত্র? সংসারের মানুষ? আপনি? আপনার কর্ম? আপনার স্বার্থ? তাই নিন, যেভাবে নিতে চান—এ উৎসর্গীকৃত জীবন সানন্দে বিলিয়ে দিতে পারি।

পিপাজী। বুকের রক্ত দান করতে পার?

রুইদাস। পারি। যার দেওয়া অস্থি-মেদ-মজ্জা, যার দেওয়া রক্ত-স্রোত শিরায় শিরায় প্রবাহিত, তিনি যদি আপনাকেই পাঠিয়ে থাকেন হাত পেতে রক্ত নিতে, আপনিই যদি আমার ভগবান হন, প্রার্থনার রক্ত আপনার হাতেই তুলে দোবো।

পিপাজী। আমি উৎসর্গ করবো তা আমার মায়ের চরণে পূজার বলিদানরূপে।

রুইদাস। এ জীবন যদি দেবতার কাজে লাগে, আমার পরম সৌভাগ্য!

পিপাজী। শপথ করে আত্মদান করতে পার?

রুইদাস। মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়া? ঘুম পেলেই মায়ের কোলে আত্মদান করতে হয়। আত্মদান করেছি শ্রীহরির চরণে—আপনিও আমার সেই ভগবান হরি—আপনার মায়ের চরণেও আমি জননী যোগেশ্বরী বলে আত্মদান করি। আমার কামনা—সত্য হোক পুরুষ-প্রকৃতি—এক হোক শাক্ত-বৈষ্ণব—মূর্ত হোক ভক্তের ভক্তি।

পিপাজী। পবিত্রা জাহ্নবি! তুমি সাক্ষী—তোমার কুল কুল তরংগনিচয় সাক্ষী—আমার মন প্রাণ শোণিত-প্রবাহ সাক্ষী; আর মা! তোমার ঐ মংগল ঘট সাক্ষী—পরম ভাগ্যবান আমি—তাই

আজ অষ্টমীর মহাক্ষণে, যোগেশ্বরী ভবানীর নাম নিয়ে তোমার পাদপদ্মে এই বৈষ্ণবের বলিদান—

রুইদাস।—

গীত

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

[মূর্চ্ছা]

পিপাজী। মা—মা—মা—[রুইদাসকে খড়্গাঘাতে উদ্যত]

রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

রামানন্দ। স্তব্ধ হও—নামাও উদ্যত খড়্গ—

পিপাজী। কে তুমি?

রামানন্দ। তুমি কে?

পিপাজী। মায়ের সেবক।

রামানন্দ। কে মায়ের সেবক? তুমি? মায়ের সেবক স্বার্থপর হয় না—নিজের ধর্মনীতিকে বড় করতে অন্যের ধর্মে আঘাত করে না। মায়ের সেবক পশুর আচারে মানুষ মেরে জীব সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায় না। মাকে চেনো না—তাই রক্তের নৈবেদ্য সাজাতে চলেছ। মা তোমার রক্তপিয়াসী নয়—মা শুধু ভক্তি, মেশানো ফুল-জলের কাঙালিনী বৈষ্ণবী। আগে আত্মবলি দিতে শেখো, তারপর বলি দিও অন্যের জীবন।

পিপাজী। সরে যাও, বাধা দিও না—যুবক আমার সাধনার বলি।

রামানন্দ। যুবক মূর্চ্ছিত! মূর্চ্ছিত বা মৃত অশুদ্ধ বলি কোন

দেব-দেবী গ্রহণ করেন না। মাকে বলি নিবেদন করতে চাও, আগে জাগাও ঐ সাধু যুবককে।

পিপাজী। যুবক—যুবক—

রামানন্দ। জাগবে না—জাগবে না—

পিপাজী। যুবক—

রামানন্দ। জাগবে না। বিশ্বপ্রসবিনী মা, মুক্তিনাথের ভক্তকে নিজের কোলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন—ওকে অত সহজে জাগাতে পারবে না।

পিপাজী। একাক্ষরী শব্দ মা—মা—মা—তাতেও নয়?

রামানন্দ। শব্দই ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে না জাগালে ব্রহ্মময়ী জাগে না। মা জাগে ভক্তিতে, মা জাগে অহিংসায়, মা জাগে সমদর্শিতায়। ওকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে রেখেছে—তুলে ধরবার সাধনা তোমার নেই। মাকে দূরে রেখেছ তুমি হরিভক্তের অপমান করে। মা আজ ক্ষুব্ধা—ব্যথিতা, তাই তোমার ডাকে মা জাগবে না—জাগবে আমার ডাকে।

পিপাজী। আমার ডাকেই জাগবে। যুবক—যুবক—

রামানন্দ। জাগবে না—জাগবে না—

পিপাজী। যুবক! জাগতে হবে তোমাকে একাক্ষরী মা শব্দের মন্ত্রে। মা—মা—মা—মা—

রামানন্দ। হবে না—হবে না—

পিপাজী। তুমি—তুমি পার জাগাতে?

রামানন্দ। আমিও পারি—তুমিও পারবে; প্রতিজ্ঞা কর—সে মন্ত্রবাণী অকুণ্ঠায় উচ্চারণ করবে?

পিপাজী। হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি! বল—কি সে মন্ত্র?

রামানন্দ। হরিনাম।

পিপাজী। হরিনাম ?

রামানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্বিধা রাখলে হবে না—ইতস্ততঃ করলে হবে না।

পিপাজী। কিন্তু—

যোগেশ্বরী। [নেপথ্যে] তোমার মায়ের আদেশ—সমদর্শী হয়ে হরিনাম মন্ত্রে হরিভক্ত যুবককে জাগিয়ে তোল।

পিপাজী। মায়ের আদেশ ?

রামানন্দ। হ্যাঁ—তোমার মায়ের আদেশ।

পিপাজী। মায়ের আদেশ ? আমার মায়ের আদেশ ? সত্য বলছেন আমার মায়ের আদেশ ? মা গো, সার্থক কর আমার জীবন, বৈষ্ণব শাক্ত মিশে যাক আজ এক হয়ে! তবে জাগো, জাগো—মাতৃকোলে নিদ্রিত সন্তান পরম সঞ্জীবনী মন্ত্রে; হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—[হাত হইতে খড়্গ খসিয়া পড়িল]

রুইদাস। [সংজ্ঞা লাভ করিয়া] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

পিপাজী। এস হরিভক্ত! আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে, তোমার বুকের প্রেম আমায় দাও—আমার বুকের প্রেম তুমি নাও।

রুইদাস। আমি দীনহীন চর্মকার—ভক্ত আর ভক্তির দাস মাত্র; আপনার মত মহাত্মার করুণা পাবার যোগ্য আমি নই।

পিপাজী। হও তুমি নীচ চণ্ডাল—হও তুমি চর্মকার, তোমার এ আদর্শ দেবত্ব বুকে নিয়ে, সমাদরে সম্বর্ধনা নিয়ে তোমায় আলিংগনে আবদ্ধ করছি। [রুইদাসকে আলিংগনে আবদ্ধ করিলেন]

রামানন্দ। ওরে জন্ম-অন্ধ আজ চক্ষু পেয়েছে। মায়ের ছেলে

মানুষ হ'য়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছে—শাক্ত বৈষ্ণব দুই বুকে এক হয়ে মিশে গেছে।

সদানন্দ বৈরাগী, সীতাদেবী ও মুকুটদণ্ড হাতে
মাধবজীর প্রবেশ।

সদানন্দ। মহারাজের জয়জয়কার হোক—জয়জয়কার হোক—

পিপাজী। কে, বৈষ্ণব? একি, সীতাদেবী? মাধবজি, তুমিও এসেছ?

সীতাদেবী। আসতে হলো বই কি প্রভু—এক সংগে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বিদ্রোহিণী সহধর্মিণীকে ক্ষমা কর।

পিপাজী। না না, তুমি বিদ্রোহিণী নও—আজ তোমাদেরই জয়। জয়ী হয়ে আমাকেও জয় দিয়েছ। বিশ্বপ্রেমিক সমদর্শী রামানন্দ স্বামী আমায় সেই জয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন—সেই মহামন্ত্রে জীবনী সঞ্চার করেছেন এই বৈষ্ণব যুবক।

মাধবজী। দাদা, আমি তোমায় জয় ঘোষণা করি। জয়ী হয়ে ফিরিয়ে নাও তোমার মুকুট-দণ্ড; এর গুরুভার আমি একটা মুহূর্ত সইতে পারছি না। তোমার ত্যাগের মহত্ব, তোমার অভিমানের অশ্রু আমার শয্যাকণ্টক! কোথায় ছিলে, কোথায় এসেছ? কি ছিলে, কি হয়েছ? তোমার সাধুতা সত্য হলেও, তোমার দারিদ্রতা আমার অসহ্য।

পিপাজী। ওর চেয়ে আমি অমূল্য সম্পদ পেয়েছি ভাই! ও তোমার প্রাপ্য তুমি নাও—আমায় আর কাঁটার জালে বাঁধবার চেষ্টা করো না। আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি—বল, হরি যোগেশ্বরি—হরি যোগেশ্বরি—হরি যোগেশ্বরি—

সকলে। হরি যোগেশ্বরি—হরি যোগেশ্বরি—হরি যোগেশ্বরি—

মহাবীরের প্রবেশ ।

মহাবীর। আমারো ঐ কথা—হরি যোগেশ্বরি—হরি যোগেশ্বরি—

পিপাজী। কে—মহাবীর ?

মহাবীর। শুধু মহাবীর? আমার রামের দর্শন পেয়ে আজ আমি সাক্ষাৎ মহাবীর হনুমান চন্দর! বৈরিগী খুড়ো, তোমারই জয়-জয়কার বাবা—একেবারে পোয়া বারো তেরো। এখন হরি—যোগেশ্বরীর নামে কড়া পাকের জয় দিয়ে, বেশ মজবুত দেখে একখানা ঘৃতপক্ক কেত্তন ধর তো খুড়ো। তোমার সংগে নাম গান করতে করতে গলাকাটা কাঁচি ছেড়ে একটু নেচে বাঁচি।

পিপাজী। [রামানন্দ স্বামীর প্রতি] প্রভু, অসীম করুণা আপনার! আজ এ মিলনানন্দের আপনারাই নেতা! কৃতজ্ঞতার প্রণাম গ্রহণ করে বলুন ঠাকুর—পাপভরে জর্জরিত পাতকী পিপাজীর মুক্তির উপায় কি ?

রামানন্দ। শোন রাজা! পবিত্র জাহ্নবীকূলে, এ মিলনানন্দের স্মৃতিচিহ্ন রেখে দাও—মহাশক্তি যোগেশ্বরীর নামে এক হরিমন্দির রচনা করে। সে তীর্থ-মন্দিরের পূজারী হবে ঐ ভক্ত রুইদাস।

পিপাজী। তাই কর মাধবজী। গাঙরোল রাজভাণ্ডার থেকে আবশ্যকীয় অর্থ এনে, পুণ্য প্রবাহিণী জাহ্নবীর কূলে মিলনানন্দের স্মৃতি-চিহ্ন হরিমন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা কর। সে হরিমন্দিরের নাম হবে যোগেশ্বরীর হরিমন্দির—

সকলে। জয় মহারাজ পিপাজীর জয়—জয় ভক্তবীর রুইদাসের

·জয়-

[সদানন্দর বৈরাগীর নাম-গান]

গীত

সদানন্দ।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কালী হরে হরে।
হরে কালী হরে কালী
রাম কালী হরে হরে॥

সকলে।—

গীত

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কালী হরে হরে।
হরে কালী হরে কালী
রাম কালী হরে হরে॥